ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-111 ■ 26 January, 2025 ■ আগরতলা ২৬ জানুয়ারি, ২০২৫ ইং ■ ১২ মাঘ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে

এক দেশ এক নির্বাচন সুশাসনকে নতুন মাত্রা দেবে ঃ রাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি ।। এক দেশ এক নির্বাচন সুশাসনকে নতুন মাত্রা এনে দেবে। শাসন ব্যবস্থায় ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি করবে, নীতি নির্ধারণে জড়তা দূর হবে। ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের প্রাক সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে একথা বলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সাথে তিনি যোগ করেন, আমাদের সংবিধান জীবন্ত দলিল।

এদিন তিনি বলেন, ভারতের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ আমাদের সংবিধান সভার কাঠামোতেও প্রতিফলিত হয়। সেই সভায় দেশের সকল অংশ এবং সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব ছিল। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, সংবিধান সভায় সরোজিনী নাইডু, রাজকুমারী অমৃত কৌর, সুচেতা কৃপালানি, হংসবেন মেহতা এবং মালতী চৌধুরীর মতো ১৫ জন অসাধারণ বিদুষীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। যখন বিশ্বের অনেক অংশে নারীর সমতাকে একটি দূরবর্তী আদর্শ হিসেবে বিবেচনা করা হত, তখন ভারতের মহিলারা জাতির ভাগ্য গঠনে সক্রিয়ভাবে অবদান রাখছিলেন।

তাঁর কথায়, আমাদের সংবিধান একটি জীবন্ত দলিল হয়ে উঠেছে, কারণ নাগরিকদের নিষ্ঠা, কয়েক শতাব্দী ধরে আমাদের জীবনের নীতিগত দৃষ্টিভঙ্গির কেন্দ্রীয় উপাদান হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের সংবিধান ভারতীয় হিসেবে আমাদের সম্মিলিত পরিচয়ের মৌলিক ভিত্তি এবং আমাদের একটি পরিবার হিসেবে ঐক্যসূত্রে গাঁথে। গত ৭৫ বছর ধরে, সংবিধান আমাদের অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করে তুলেছে। আজকের দিনে, আমরা সংবিধান সভার খসড়া কমিটির অধ্যক্ষ ডঃ ভীমরাও আম্বেদকর, সভার অন্যান্য বিশিষ্ট সদস্য, সংবিধান প্রণয়নের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই, যাদের কঠোর পরিশ্রমের ফলস্বরূপ আমরা এই অসাধারণ গ্রন্থটি পেয়েছি, বলেন তিনি। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

প্রজাতন্ত্র দিবস

রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাচ্ছেন রাজ্যের ৭ পুলিশ আধিকারিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। ৭৬ তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার পাচ্ছেন রাজ্য পুলিশের এডিজি জিএস রাও। এছাড়াও পুরস্কৃত হচ্ছেন আরও ত্রিপুরার ৬ জন আধিকারিক। আজ সামাজিক মাধ্যমে ত্রিপুরা পুলিশ কর্মী এবং হোম গার্ডকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। এদিন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পদ্মশ্রী পাচ্ছেন শিক্ষাবিদ অরুনোদয় সাহা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। সাহিত্য ও শিক্ষায় অসাধারন কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ত্রিপুরার অরুণোদয় সাহা পদ্মশ্রী পাচ্ছেন।

অরুণোদয় সাহা ত্রিপুরার একজন বাঙালি শিক্ষাবিদ, প্রাক্তন অধ্যাপক, রাজনীতিবিদ এবং লেখক। ২০০৭ সালে ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হলে তিনি এর প্রথম উপাচার্য নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর জন্ম ত্রিপুরার বিশালগড়ে একটি বাঙালি পরিবারে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাতীয় ভোটার দিবস

দেশের ভোটারের সংখ্যা ১০০ কোটির কাছাকাছি পৌঁছতে চলেছে ঃ রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু দেশের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করার জন্য যুবা ভোটারদের ব্যাপকভাবে ভোটদানে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। আজ রাজভবনে জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে রাজ্যপাল এই আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল বলেন, জাতীয় ভোটার দিবসের মূল উদ্দেশ্য হল ভোটারদের গুরুত্ব তুলে ধরা ও জনসাধারণের মধ্যে নির্বাচনী সচেতনতা বৃদ্ধি করা। তিনি বলেন, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য ভোটারদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ভারতের নির্বাচন প্রক্রিয়া বিশ্বের সেরা নির্বাচনী ব্যবস্থাগুলির মধ্যে অন্যতম। তিনি বলেন, এবছরের জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ দেশের ভোটারের সংখ্যা ১০০ কোটির কাছাকাছি পৌঁছাতে চলেছে।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু উপস্থিত সবাইকে জাতীয় ভোটার দিবসের শপথবাক্য পাঠ করান এবং ২৯ জন নতুন ভোটারের হাতে ভোটার আইডি কার্ড তুলে দেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজ্যের অতিরিক্ত সিইও উষাজেন মগ। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যপালের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ডা. বিশাল কুমার এবং সদর মহকুমার মহকুমা শাসক মানিকলাল দাস।

এদিকে, ভোটাধিকার আমাদের গণতান্ত্রিক অধিকার। সময়ের সাথে সাথে ত্রিপুরায় নির্বাচন উৎসবে পরিণত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্তে নিরাপত্তা জোরদার ঃ ডিজিপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। প্রজাতন্ত্র দিবসকে সামনে রেখে আন্তর্জাতিক সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে। এছাড়াও, সীমান্তে বিএসএফ কঠোর টহলদারি চালিয়ে যাচ্ছে। প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে যে কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা এড়ানোর উদ্দেশ্যে সীমান্তে ওই বাড়তি সতর্কতা গ্রহণ করা হয়েছে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন ডিজিপি অমিতাভ রঞ্জন। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারকে কালিমালিপ্ত করার প্রয়াস চালিয়েছে সিপিএম ঃ বিজেপি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। নিজেদের ত্রুটি ঢাকতে সরকারকে কালিমালিপ্ত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে সিপিআইএম। সেটা কোনোভাবে কাম্য নয়, কারণ জনগণের কাছে সব কিছুর তথ্য রয়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে সিপিআইএমের সমাবেশে সরকারের বাধা দেওয়ার অভিযোগের পাল্টা জবাব দিয়েছেন ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপি মুখপাত্র নবেন্দু ভট্টাচার্য। শ্রী ভট্টাচার্য বলেন, দেশ সংকটের সময় আরএসএস রাষ্ট্রস্বার্থে বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। বিগত দিনে ক্ষমতাশীল কংগ্রেস সংবিধান এবং সংবিধান রচয়িতাকে অপমান করেছে। আজ তারাই সংবিধানকে মাথায় তুলে বিভিন্ন জায়গায় প্রচার-প্রসার করছে। তাঁর অভিযোগ, বিগত দিনে সংবিধানের দেশের কৃষ্টি সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয়েছিল। কিন্তু কংগ্রেস সরকার ওই সংবিধানকে সংশোধন করে সব ছবি মুছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুভেচ্ছা ও ছুটি

৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে সকল পাঠক, গ্রাহক, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ীদের শুভেচ্ছা।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে আজ রবিবার ২৬ জানুয়ারি জাগরণ ও রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস এর সকল কর্মীদের ছুটি। তাই, সোমবার ২৭ জানুয়ারি এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

আমাদের সংবিধান কার্যকর

Government of India

হওয়ার ৭৫ বর্ষপূর্তি

ও

৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস

উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা

"দেশে আমার সমস্ত পরিবারের সদস্যদের প্রজাতন্ত্র দিবসের শুভেচ্ছা। ভারতের গণতন্ত্রকে মজবুত করার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে সংবিধানের বড় ভূমিকা রয়েছে। সমস্ত বাধা, বিপত্তি ও চ্যালেঞ্জকে জয় করে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে এগিয়ে যেতে এই দেশ অঙ্গীকারবদ্ধ।"

জয় হিন্দ!

- নরেন্দ্র মোদী

কর্তব্য পথ থেকে প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানের সরাসরি সম্প্রচার সকাল ৯টা থেকে দুরদর্শন নেটওয়ার্কে দেখা যাবে।

CBC 22201/13/0037/2425

জাগরণ আগরতলা, ২৬ জানুয়ারি, ২০২৫ইং
১২ মাঘ,রবিবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

আজ গণতন্ত্রের জন্মদিন

ভারতের সাধারণতন্ত্র দিবস আমাদের গণতন্ত্রের জন্মদিন। ২৬ জানুয়ারি আমাদের দেশের জন্য খুবই বিশেষ একটি দিন। এই দিনটিকে আমরা সাধারণতন্ত্র দিবস হিসেবে পালন করি। এই দিনেই আমাদের দেশের সংবিধান কার্যকর হয়। সংবিধান হইল আমাদের দেশের শাসনের নিয়ম। এতে আমাদের সবার অধিকার এবং দায়িত্ব লেখা থাকে।সংবিধানের মাধ্যমে আমরা একটি গণতান্ত্রিক দেশ হইয়া উঠি। গণতন্ত্র মানে হইল সবাই মিলিয়া দেশ চালাইব। আমরা নিজের প্রতিনিধি নির্বাচন করিতে পারি। স্বাধীনতা দিবসে আমরা ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত
হইয়াছিলাম। কিন্তু সাধারণতন্ত্র দিবসে আমরা একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে নিজেদের শাসন ব্যবস্থা গড়িয়া তুলি।সকালে সব স্কুল, কলেজ এবং সরকারি অফিসে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। দিল্লিতে রাস্ত্রপতি ভবনের সামনে একটি বড় প্যারেড হয়। সেনা, নৌবাহিনী, বিমান বাহিনী এবং বিভিন্ন রাজ্যের সৈন্যরা প্যারেডে অংশ নেয়।স্কুল, কলেজ এবং অন্যান্য জায়গায় বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।অনেক জায়গায় চিত্রকলা, কবিতা এবং অন্যান্য প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়।সাধারণতন্ত্র দিবস আমাদের মনে করাইয়া দেয় যে আমরা সবাই সমান। আমাদের সবার মতামত গুরুত্বপূর্ণ। এই দিনটি আমাদের দেশের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধকে সম্মান করিতে শেখায়।সাধারণতন্ত্র দিবস শুধু একদিনের উৎসব নয়। এটি আমাদের প্রতিদিনের জীবনে গণতন্ত্রের মূল্যবোধ অনুসরণ করিবার অনুপ্রেরণা দেয়।

২৬ জানুয়ারি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস রাজ্যের সর্বত্র নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়া পালিত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের কাছে এটি খুবই মর্য্যাদার দিন। ভারতের প্রত্যেক সুনাগরিক দিনটি পালন করিয়া থাকেন। স্কুল কলেজ অফিস আদালত এমনকি বাড়ি ঘরেও জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিয়া দিবসটির প্রতি মর্যাদা পালন করা হয়। ভারতে সাধারণতন্ত্র দিবস বা প্রজাতন্ত্র দিবস পালিত হয় ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি তারিখে ভারত শাসনের জন্য ১৯৩৫ সালের ভারত সরকার আইনের পরিবর্তে ভারতীয় সংবিধান কার্য্যকরী হওয়ার ঘটনাকে স্মরণ করিয়া। এটি ভারতের একটি জাতীয় দিবস। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় গণপরিষদ সংবিধান কার্য্যকরী হইলে ভারত একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়।প্রতিটি ভারতবাসীর জন্যই ২৬ জানুয়ারি দিনটি অত্যন্ত তাৎপর্য্যপূর্ণ। কুচকাওয়াজ, বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ভারতকে ব্রিটিশ শাসনের হাত থেকে মুক্ত করা কোনও সহজ কাজ ছিল না। দেশের বীর সন্তান, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ, বলিদানের ফসল স্বাধীনতা। দীর্ঘ আন্দোলনের পর ১৯৪৭ সালে ১৫ অগাস্ট স্বাধীনতা লাভ করে ভারত।২৬ জানুয়ারি দিনটিকে মহাত্মা গান্ধী নাম দিয়াছিলেন, "স্বতন্ত্রতা সংকল্প দিবস"। ১৯২৯ সালের বছর শেষে পূর্ণ স্বরাজ আনিবার শপথ নেওয়া হয় পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে। এরপরেই ১৯৩০ সালের ২৬ জানুয়ারি দিনটিকে সাধারণতন্ত্র দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। পরে ১৯৪৭ সালের ১৫ অগাস্ট ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাইয়া স্বাধীনতা অর্জন করে ভারত এবং ওই দিনটি স্বাধীনতা দিবসের মর্যাদা পায়।স্বাধীনতা দিবসের প্রায় আড়াই বছর পর তৈরি হইয়াছিল দেশের সংবিধান। ১৯৪৭ সালে ড. বি আর আম্বেডকরের নেতৃত্বে গঠিত হয় খসড়া কমিটি। ১৯৪৭ সালে ৪ নভেম্বর ড: বি আর আম্বেদকরের নেতৃত্বাধীন খসড়া কমিটি প্রথম ভারতীয় সংবিধানের খসড়া জমা দিয়াছিল। ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি ভারতীয় সংবিধান কার্য্যকর হয়। এই সূত্র ধরিয়াই ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ২৬ জানুয়ারি মানেই রাজধানীর রাজপথে কুচকাওয়াজ, কলকাতার রেড রোডেও চোখে পড়ে সেই আড়ম্বর। প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের দিন সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেন দেশের রাষ্ট্রপতি। প্রজাতন্ত্র দিবসে বিভিন্ন দেশের অতিথিদের আমন্ত্রণ জানানো হয়।আমাদের জন্মস্থান এই মহান দেশ ভারতবর্ষ। ইতিহাসের নানা গৌরবগাথা, নানা কলঙ্কজনক অধ্যায় পেরিয়ে, বহু অত্যাচার সয়ে বহু সংগ্রাম করিয়া আজ আমাদের সকলের প্রিয় এই দেশ বিশ্বের দরবারে একটি সম্মানীয় তাৎপর্য্যপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে।কিন্তু ভারতবর্ষ বর্তমান পৃথিবীর আন্তর্জাতিক মঞ্চে আজকে যে স্থান অধিকার করিয়া আছে তাহার যাত্রা শুরু হইয়াছিল ঠিক যেই দিন তাহার কথা সকল দেশবাসীর বারবার স্মরণ করা দরকার। সেটি হইল আমাদের দেশের গৌরবময় প্রজাতন্ত্র দিবস। আজ আমরা কথায় কথায় পৃথিবীর বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসাবে নিজেদের চিহ্নিত করিয়া গর্ব অনুভব করিয়া থাকি। কিন্তু সেই বৃহত্তম গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রাণভোমরার জন্মদিন অর্থাৎ প্রজাতন্ত্র দিবস নিয়া আলোচনা তুলনামূলকভাবে কমই হয়।এই গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার শীর্ষে যিনি অধিষ্ঠান করেন আমাদের দেশে তাহার স্থান বংশপরম্পরায় নির্ধারিত হয় না। বরং তিনি এই দেশের জনগণের মতানুসারে পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হইয়া থাকেন। গণতন্ত্রের শীর্ষস্থানীয় অধিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষেত্রে প্রজা অর্থাৎ জনগণের এই বিশেষ ভূমিকাকেই প্রজাতন্ত্র বলা হয়।আধুনিক পৃথিবীতে স্বাধীনতার আলো দেখিবার পূর্বে ভারতবর্ষের একটি দীর্ঘ লাঞ্ছনার ইতিহাস রহিয়াছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দীর্ঘ ১৯০ বছর ভারতীয়দের পরাধীনতার শৃঙ্খলে বন্দি করিয়া রাখিয়াছিল। ভারতে বর্তমান প্রজাতন্ত্রের উৎস এবং অনুপ্রেরণা খুঁজিতে গেলে সেই দীর্ঘ লাঞ্ছনার ইতিহাসের দিকে আমাদের চোখ ফেরাইতে হইবে। মানুষের জীবনের সবচেয়ে অত্যাবশ্যক অধিকার
হইল মত প্রকাশের স্বাধীনতা। প্রায় দুই শতক ধরিয়া চলিতে থাকা ব্রিটিশ শাসন ভারতীয়দের সেই স্বাধীনতাই বহুক্ষেত্রে খর্ব করিয়াছিল।

নিজেদের শাসন ব্যবস্থা সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বহুদিন পর্য্যন্ত ভারতীয়দের কোন মত প্রকাশের অধিকার ছিল না। সেই কারণেই যখনই পরাধীন ভারতবর্ষে কোন সমষ্টিগত জনমত গড়িয়া উঠিয়াছে, তখনই তাহার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়াছে কোন না কোন বিদ্রোহ কিংবা আন্দোলনের মাধ্যমে। ব্যক্তিগত মত প্রকাশের স্বাধীনতার ওপর চূড়ান্ত বিদেশি হস্তক্ষেপ ভারতবর্ষের মানুষের মতামত প্রকাশের স্পৃহাকে বহুমাত্রায় বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। সম্ভবত তারই অনিবার্য ফল হইল আজকের প্রজাতান্ত্রিক ভারতবর্ষ। আমরা দীর্ঘ ব্রিটিশ শাসন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি সেই স্বাধীনতার সুখ ভোগ করিবার পাশাপাশি স্বাধীনতাকে রক্ষা করিবার জন্য প্রত্যেককে নিজেদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে হইবে। তাহা সম্ভব হইলেই স্বাধীনতার সার্থকতা মিলিবে। সাধারণতন্ত্র দিবসে ভারতীয় নাগরিক মাত্রই এই অঙ্গীকার গ্রহণ করিতে হইবে।

সুভাষচন্দ্র বসু কেবল আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক নন অবিভক্ত ভারতবর্ষের প্রথম প্রধানমন্ত্রী

প্রদীপ মারিক

তিনি ছিলেন ভারতবাসীর স্বাধীনতার বীজমন্ত্র। তাঁর ডাকে আসমুদ্রহিমাচল স্বাধীনতার মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ওঠে। তিনি ব্রিটিশদের স্বৈরাচারী শাসন ব্যবস্থাকে বিশ্বের দরবারে - তুলে ধরে, বিশ্বের উন্নততর দেশের কাছে ব্রিটিশ সরকারকে পর্যদস্ত করতে পেরেছিলেন। এককথায় তাঁর বৈপ্লবিক বিচক্ষণতায় বাধ্য হয়ে ব্রিটিশ সরকার - ভারতবাসীর কাছে নতিস্বীকার করে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হয়। ভারতবাসী আজও তাঁকে অবিভক্ত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী মানে। আজাদ হিন্দ সামরিক গভর্নমেন্টের পক্ষে সুভাষচন্দ্র বসু ছিলেন রাষ্ট্রনায়ক, প্রধানমন্ত্রী, সমর ও পররাষ্ট্র সচিব। ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন ছিলেন - নারী সংগঠনের দায়িত্বে। এস এ আয়ার - ছিলেন আজাদ হিন্দ সামরিক বাহিনীর প্রচারে। লেফটেন্যান্ট কর্নেল এ সি চ্যাটার্জি অর্থ দফতরে। আজিজ আহম্মদ, এন ভগৎ, জে কে ভোঁসলে, এম জেড কিয়ানি, এ ডি লগানাদান, এহসান কাদির এবং শাহনওয়াজ সৈন্যবাহিনীর প্রতিনিধির দায়িত্বে ছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসু ঝাঁসির রানি বাহিনীর শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেন। তদানীন্তন সময়ে এশিয়ার পূর্বাঞ্চলে স্বাধীনতা সংগ্রামের অগ্রগতির পথে এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা। তিনি মনে করতেন, স্বাধীনতা এবং সুদূরপ্রসারী সম্ভাবনা উপলব্ধি করতে হলে দেশবাসীর অন্তরে সকল অনুভূতি নিয়ে মনে রাখতে হবে যে স্বাধীনতা আন্দোলন এবং সংগ্রাম শুধুমাত্র রাজনৈতিক নয়, মাতৃভূমিকে নতুন করে, নব আদর্শে গড়ে তোলবার এক মহান কার্য। নেতাজি সুভাষচন্দ্র মনে করতেন আজাদ হিন্দ বাহিনী ভারতের জন্য নিয়ে আসছে এক নবযুগ, সেই নবজীবনের বুনিয়াদ হবে অতীব সুদৃঢ়। তাঁর কথায়, দেশভক্তিতে বিশ্বের নেতারা দেখতে পেলেন ভারতের পুনর্জীবন আসন্ন কারণ ভারতীয় নারীদের মধ্যে এক নবজাগরণের উন্মেষ ঘটেছে। স্বামীজির আদর্শকে পাথেয় করে নেতাজি দেখিয়েছিলেন নারীশক্তি দেশের স্বাধীনতার বিজয় কেতন ওড়াবে। নেতাজি সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন দেশের স্বাধীনতা আজাদ হিন্দ ফৌজই নিয়ে আসবে। আজাদ হিন্দ বাহিনীর তীব্র লড়াই ব্রিটিশদের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিল। আজাদ হিন্দ ফৌজের অবিভক্ত ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হয়ে তিনি অধ্যক্ষ ও সৈন্যদল তথা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বললেন, "১৯৪৪ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে যেখানে দাঁড়িয়ে আপনারা বীরের মতো সংগ্রাম করে চলেছেন গভীর মর্মবেদনা নিয়ে, ব্রহ্মদেশের সেই সংগ্রামক্ষেত্র ছেড়ে আজ আমাকে বিদায় নিতে হচ্ছে। ইম্ফলে ও ব্রহ্মদেশে আমাদের মুক্তি সংগ্রামের প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গেল। কিন্তু এ সূচনা মাত্র, বারবার আমাদের সেই চেষ্টায় ব্রতী হতে হবে। চিরদিন আমি আশা পোষণ করে এসেছি, তাই পরাজয় বরণ করে নিতে পারব না। ইম্ফলের সমতলক্ষেত্র, আরাকানের জঙ্গল আর ব্রহ্মদেশে আপনারা শত্রুর বিপক্ষে সংগ্রাম করেছেন। আপনাদের মুক্তি সংগ্রামের এ বীরত্ব কাহিনি চিরদিনের জন্য ইতিহাসের পাতায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। ইনক্লাব জিন্দাবাদ, আজাদ হিন্দ ফৌজ জিন্দাবাদ, জয় হিন্দ।"

"জয় হিন্দ" এমনই একটি ধ্বনি যা রাজনৈতিক স্লোগানের চেয়ে অনেক উপরে অবস্থান করে। এর ইতিহাস খুঁজতে গেলে আমাদের ফিরে যেতে হবে জার্মানির ইন্ডিয়ান লিজিয়নের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের দিনগুলিতে। সেই অবিস্মরণীয় সাবমেরিন যাত্রার সঙ্গী আবিদ হাসান সাফরানি জানিয়েছেন, ইন্ডিয়ান লিজিয়নের ট্রেনিং ক্যাম্পে ভিন্ন ধর্মের মানুষদের নিজস্ব উপাসনার ব্যবস্থা ছিল কিন্তু কিছুদিন বাদেই তাঁদের মধ্যে এমন ভ্রাতৃত্ববোধ সঞ্চারিত হল যে তাঁরা মন্দির, মসজিদ, গির্জা, গুরুদ্বারে বিভক্ত হয়ে উপাসনা করতে চাইলেন না। তাঁরা একটি সমবেত প্রার্থনা রচনা করলেন দুনিয়ার মালিকের উদ্দেশে। নেতাজি খুশি হওয়া দূরে থাক, অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে আবিদ হাসানকে বললেন, "এসব কী শুরু করেছ। এই আন্দোলনের ভিত্তি হল জাতীয়তাবাদ, আর চরিত্র হল রাজনৈতিক। যদি তোমরা ধর্মের নামে কাউকে এক হতে বলো তা হলে আবার ধর্মের নামে বিভেদ ডেকে আনাও সহজ হবে। আমাদের একতার মূল হচ্ছে জাতীয়তাবাদ, আমরা সকলে ভারতীয়, সেই আমাদের পরিচয়। ব্যক্তিগতভাবে আমাদের বিভিন্ন ধর্ম থাকতে পারে এবং সেই ধর্মাচরণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা সকলের থাকবে কিন্তু ধর্মের নামে একতার চেষ্টার এই দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত, ওতে শুধু বিভেদের বীজ বপন করা হয়।" প্রথমে একটু আঘাত পেলেও অচিরেই

আবিদ হাসানে চক্ষুরুন্মীলন হয়। তাঁর দুই শিখ বন্ধুকে তিনি সংশ্রী আকাল বলে অভিবাদন করতে থাকেন। একদিন তাঁদের একজন তাঁকে এভাবে অভিবাদন করতে বারণ করেন। আবিদ হাসান ব্যথিত হয়ে বলেন, "আমি তো শ্রদ্ধার সঙ্গেই বলি।" উত্তর আসে, "তুমি অশ্রদ্ধা করবে কেন? কিন্তু আমার তো তোমাকে সেলাম আলেকুম বলা উচিত। কিন্তু ওটা আমার মুখ দিয়ে বার হবে না।" এরপর আবিদ "জয় হিন্দ" প্রস্তাব করেন। এবার নেতাজিও অনুমোদন করেন তবে অনেক ভাববার পর। এই "জয় হিন্দ" অভিবাদনসূচক সম্ভাষণরূপে স্বীকৃতি পেলেও বৃহত্তর অর্থে তা ছিল বিবিধের মাঝে মহান মিলনের প্রতীক।

৪ জুলাই ১৯৪৩ সাল। সিঙ্গাপুরের ঐতিহাসিক ক্যাথে অডিটোরিয়াম। পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘের প্রায় দুই হাজার প্রতিনিধি এসে মিলিত হলেন। এই সভাতেই মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসু আজাদ হিন্দ আন্দোলনের সমস্ত দায়িত্ব নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর ওপর ন্যস্ত করেন। দায়িত্ব গ্রহণ করেই নেতাজি ভারতীয় স্বাধীনতা সংঘ অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে জাপানের রাজধানী টোকিয়োতে ভারতীয়দের একটি সম্মেলনে গঠিত হয় "ইন্ডিয়ান ইন্ডিপেন্ডেন্স লিগ" বা "ভারতীয় স্বাধীনতা লিগ"।

১৯৪২ সালে ব্যাঙ্ককে আরও একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনেই রাসবিহারী বসুকে লিগের সভাপতি নির্বাচিত করা হয় এবং আজাদ হিন্দ বাহিনী অর্থাৎ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বা আইএনএ নামে একটি সামরিক বাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। জাপানিদের হাতে যুদ্ধবন্দি ৪০,০০০ ভারতীয় সেনা নিয়ে গড়ে ওঠে আজাদ হিন্দ ফৌজ। ক্যাপ্টেন মোহন সিং ফৌজের অধিনায়ক নিযুক্ত হন। ওই সম্মেলনেই সুভাষচন্দ্র বসুকে আমন্ত্রণ জানানো হয় আজাদ হিন্দ ফৌজের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করার জন্য। সুভাষচন্দ্র টোকিয়োতে এসে পৌঁছন ১৯৪৩ সালের জুন মাসে। পরের মাসে সিঙ্গাপুরে এসে ফৌজে যোগ দেন। রাসবিহারী বসু সুভাষচন্দ্রের হাতে আজাদ হিন্দ ফৌজের ভার তুলে দেন। বাহিনী সুভাষচন্দ্রকে অভিবাদন জানায় "নেতাজি" নামে। ২৫ আগস্ট ১৯৪৩ সাল। নেতাজি আনুষ্ঠানিকভাবে আজাদ হিন্দ ফৌজের সর্বাধিনায়ক অর্থাৎ সুপ্রিম কমান্ডার নিযুক্ত হন। আজাদ হিন্দ বাহিনীতে নতুন সদস্যদের যোগদান ও তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। অক্টোবরের মধ্যেই তৈরি হল প্রায় ৫০ হাজারের এক নিবেদিতপ্রাণ সেনাবাহিনী। এই বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া, পরিচালনা করা তথা মুক্তাঞ্চলে স্বাধীন অসামরিক প্রশাসন গড়ে তোলার লক্ষ্যে নেতাজি একটি অস্থায়ী স্বাধীন সরকার গঠনের প্রয়োজন অনুভব করেন। ৫ নভেম্বর ১৯৪৩ সাল। জাপানের প্রধানমন্ত্রী হিদেকি তোজোর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৃহত্তর পূর্ব এশিয়া সম্মেলনে বিশেষ আমন্ত্রিত হিসেবে নেতাজি উপস্থিত থাকেন। এই সম্মেলনে সব সদস্য দেশ ভারতের স্বাধীনতার প্রস্তাব সমর্থন করেন। এছাড়া ব্রিটিশ আধিপত্য থেকে মুক্ত হওয়া আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ আজাদ হিন্দ সরকারের হাতে তুলে দেওয়ার ঘোষণাও করেন তোজো। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে ব্রিটিশ বাহিনীর ক্রমাগত অপপ্রচার, সংবাদমাধ্যমের উপর কঠোর নজরদারি ও নিষেধাজ্ঞার ফলে নেতাজি ও তাঁর বাহিনীর আদর্শ ও কার্যকলাপ সম্পর্কে দেশের মানুষ সম্পূর্ণ অবহিত হতে পারেননি। যুদ্ধোদ্ভূত দেশের করুণ পরিস্থিতিও ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তুমুল উদ্যোগে গণসংগ্রাম পরিচালনার প্রতিকূলে ছিল। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সুভাষচন্দ্রকে দেশনায়কের পদে বরণ করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতগীতায় আছে, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয় তখন পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হন দেশনায়ক। কবিগুরুর উচ্চারণ মিথ্যা হয়নি। তাঁর চরম বিরোধীও একদিন তাঁকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। ১৯৪৭ সালের ২৩ জানুয়ারি গান্ধিজি তাঁকে "প্রথম ভারতীয় ও শেষ ভারতীয়" বলে বর্ণনা করেন। সুভাষচন্দ্রকে শুধুমাত্র "দেশনায়ক" আখ্যা দিয়েই বিশ্বকবি ক্ষান্ত হননি, তিনি "তাসের দেশ" নৃত্যনাট্যটি নেতাজিকে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে লেখেন,স্বদেশের চিত্তে নূতন প্রাণ সঞ্চার করবার পুণ্যব্রত তুমি গ্রহণ করেছ, সেই কথা স্মরণ করে তোমার নামে তাসের দেশ নাটিকা উৎসর্গ করলুম। নেতাজি সেই বীরচেতা স্বাধীনতা সংগ্রামী যিনি হাসতে হাসতে সমস্ত কষ্ট সহ্য করে প্রত্যেক দেশবাসীর কাছে স্বাধীনতার নবজোয়ার এনেছিলেন। তাঁর ডাকে ভারতবাসীর বীর সুপুত্ররা সমুদ্রের ঢেউটে নিজেদের রক্ত-ঘাম দিয়ে ভারত মায়ের জয়ধ্বনি লিখে দিয়েছিলেন। তিনি প্রতি মুহূর্তে ভারতবাসীর মনে স্বাধীনতার আলো প্রজ্জ্বলিত করেছিলেন। ১৯৪৪ সালের ৪ জুলাই বার্মায় ভারতীয়দের এক সমাবেশে আজাদ হিন্দ ফৌজের উদ্দেশে একটি ভাষণ প্রদানের সময় নিজের সবচেয়ে বিখ্যাত উক্তিটি শোনা যায় তাঁর মুখে। নেতাজি বললেন, "তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব।" দেশকে আজীবন স্বাধীন করার স্বপ্ন দেখে গিয়েছেন নেতাজি। ব্রিটিশের শাসনমুক্ত ভারত ছিল তাঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞানচিন্তা। তাঁর আদর্শ আজও দেশের তরুণ সমাজকে অনুপ্রাণিত করে। স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রসঙ্গ উঠলে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর নাম সর্বাগ্রে আমাদের কাছে আসে কারণ তিনিই দেশভক্তির তরুণ প্রাণশক্তির উৎসস্থল।

(সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

সন্ন্যাসী সুভাষ থেকে নেতাজি সুভাষ

সম্বুদ্ধ দত্ত

ভাষ সম্পর্কে বলতে গেলে বা তাঁকে উপস্থাপন করতে গেলে প্রথমেই মনে হয় তিনি একাধারে সন্ন্যাসী, একাধারে - বিপ্লবী এবং সর্বোপরি দেশনায়ক। তাঁর চিন্তায়, মননে, সাহসীকতায়, সংকল্পে, সংযমে, অফুরান প্রানশক্তিতে এবং আত্মত্যাগের উৎস ছিল স্বামী বিবেকানন্দ। সুভাষ যেন স্বামী বিবেকানন্দর মানসপুত্র। - তাই সুভাষ নির্দ্বিধায় বলতে পেরেছেন স্বামী - বিবেকানন্দ জীবিত থাকলে, তিনি নিশ্চয়ই - আমার গুরুদেব হতেন। অর্থাৎ তাঁকে আমি এ গুরুপদে বরণ করতাম। আমি যতদিন - জীবিত থাকব, ততদিন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দে একান্ত অনুরক্ত থাকব। স্বামী এ বিবেকানন্দের চোখেই সুভাষচন্দ্র ভারতবর্ষকে দেখেছেন ও চিনেছেন। সুভাষের জীবনে - বিবেকানন্দ ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রভাব ছিল - অপরিসীম। সুভাষচন্দ্র বলেছেন, "বিবেকানন্দের আইডিয়াল হল আমার আইডিয়াল"। সুভাষচন্দ্রের মতো ব্যক্তি এমন কথা বলার কারন আমাদের অবশ্যই জানা প্রয়োজন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন "আত্মসংযম ছাড়া আধ্যাত্মিক উন্নতি অসম্ভব। আর স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন, আত্মশুদ্ধির উদ্বোধন করতে হলে চিত্তশুদ্ধি ও ব্রহ্মচর্যের * প্রয়োজন"। এই কথার মধ্যেই নিহিত রয়েছে সুভাষচন্দ্রের জীবনে রামকৃষ্ণ এবং বিবেকানন্দের অবস্থান। জীবনের চরমতম। সঙ্কটে সুভাষচন্দ্র বার বার আশ্রয় নিয়েছেন রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দের কাছে। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দর কথা বলতে গিয়ে সুভাষ বলেছেন, আমি রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের কাছে কত যে ঋণী তা কি ভাষায় প্রকাশ করব। তাঁদের পূণ্যভাবে আমার জীবনের উন্মেষ। মনে রাখতে হবে সুভাষ যখন এই কথা বলছেন তখন তিনি আজাদ হিন্দ বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। নেতাজি সুভাষচন্দ্র - প্রায়ই গভীর রাতে সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ বাহিনীর দপ্তরের অদূরে রামকৃষ্ণ মিশনে গু যেতেন। শুধু তাই নয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক - হয়েও নেতাজি পট্টবস্ত্র পরিধান করে ঘন্টার - পর ঘন্টা সেখানে ধ্যান করতেন। তবে শুধু রামকৃষ্ণ মিশনের আধ্যাত্মিক জীবনের ও কাজকর্মের প্রতি নয়, মিশনের সেবামূলক কাজের জন্য সুভাষচন্দ্রের গভীর শ্রদ্ধা ছিল।

- সুভাষ তখন ছাত্র, বয়স মাত্র ১৫। ওই বয়সেই সুভাষ এক আশ্চর্য মানসিক অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছেন। জীবনটা যেন মাঝিহীন নৌকার মতো, দিকভ্রষ্ট। একটা কূলের দিশা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। এমন অবস্থায় তিনি লিখছেন, একটা আদর্শের প্রয়োজন। যার উপর ভিত্তি করে আমার সমস্ত জীবনটা গড়ে তুলতে পারব। সব রকম প্রলোভন তুচ্ছ হয়ে যাবে। এমন একটি আদর্শ খুঁজে বার করা কিন্তু সহজ ছিল না। বাস্তব অর্থে সুভাষের জীবন তখন এক অদ্ভুত পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে চলছে। অস্থিরতায় তখন তিনি প্রায় উদভ্রান্ত। এমন অবস্থায় একদিন হঠাৎ সুভাষ তাঁদেরই প্রতিবেশী এক নিকট আত্মীয় সুহৃদচন্দ্র মিত্রর বাড়িতে গেলেন। সুহৃদচন্দ্রর ঘরে বসে থাকার সময় কিছু বইয়ের দিকে তাঁর নজর গেল। ওই বইগুলোর মধ্যে বেশ কিছু বিবেকানন্দের লেখা বইও ছিল। সুভাষ বিবেকানন্দের লেখা কয়েকটি বই হাতে তুলে নাড়াচড়া করতেই চমকে উঠলেন। এই জিনিসই তিনি এতদিন ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। সুভাষ বইগুলো বাড়ি নিয়ে এলেন। গোগ্রাসে গিলতে শুরু করলেন বইগুলো। পড়তে পড়তে এক সময় তিনি বিবেকানন্দে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন। দিনের পর দিন কেটে গেল। সুভাষকে সেদিন সবচেয়ে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছিল বিবেকানন্দের বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ব্যক্তিদের লেখা চিঠিপত্র এবং তাঁর বক্তৃতা সমূহ। সুভাষের মনের দীর্ঘদিনের জমে থাকা জিজ্ঞাসা ও নানা প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেলেন। পেলেন জীবনের নতুন দিশা। শুরু হল জীবনের নতুন পথচলা।

সুভাষচন্দ্র মনে মনে স্থির করে ফেললেন, বিবেকানন্দের মতো তিনিও সন্ন্যাস নিয়ে ভারত ভ্রমণে বেড়িয়ে পড়বেন। এমনই ভাবনায় তাড়িত হয়ে ১৯১৩ এক দিনে সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর এক দল বন্ধু, হেমন্তকুমার সরকার, সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং হরিপদ চট্টোপাধ্যায় যারা তখন "নিও বিবেকানন্দ গ্রুপ" নামে পরিচিত ছিল। হুগলি নদীর কাছে নদিয়ার শান্তিপুর নামে এক জায়গায় তাঁরা সন্ন্যাসী রূপে একেবারে গেরুয়া বসনে বাস করতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু সেখানে তাঁরা বেশি দিন অবস্থান করতে পারেননি। হঠাৎই একদিন পুলিশ এসে তাঁদের ডেরায় হানা দিল। খানাতল্লাশি চালিয়ে শেষে সুভাষচন্দ্র ও তাঁর বন্ধুদের নাম ও ঠিকানা নিয়ে পুলিশ সেখানে থেকে চলে যায়। সুভাষচন্দ্রের প্রথম জীবনের সন্ন্যাসের এখানেই পরিসমাপ্তি ঘটে। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের সন্ন্যাসী মনকে আটকে রাখা যায়নি। সুভাষচন্দ্রর মতো মহান মানুষদের কোন শক্তিই গতি রোধ করতে পারেনা। ঠিক এমনই ঘটলো এক বছর পরে অর্থাৎ ১৯১৪ সালে। সুভাষচন্দ্র এবার পরিব্রাজকের বেশে বেড়িয়ে পড়লেন ভারত ভ্রমণে। কারন ততদিনে বিবেকানন্দকে অনুসরণ করে সুভাষ উপলব্ধি করেছেন আগে ভারতবর্ষকে চিনতে হবে। আর ভারতবর্ষকে চিনতে গেলে পৌঁছতে হবে দেশের প্রতিটি প্রান্তে। তবেই জানা যাবে এদেশের মানুষকে, তাঁদের দুঃখ, দুর্দশা থেকে সমাজের কুসংস্কার ও অন্ধকার দিকগুলো। দাঁড়াতে হবে দেশবাসীর পাশে? রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের সেবার ব্রত তখন সুভাষচন্দ্রকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে সুভাষচন্দ্র একটা দু'লাইনের চিঠি লিখে বাড়িতে না জানিয়ে বন্ধু হরিপদ চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গী করে বেরিয়ে পড়লেন গুরুর সন্ধানে ভারত ভ্রমণে। কারন ততদিনে সুভাষ মনে মনে সন্ন্যাস গ্রহণের সংকল্প করে ফেলেছেন। এবার তাঁরা উত্তর ভারতের প্রায় সব গয়া, কাশী, বারানসী, বৃন্দাবন, মথুরা হয়ে হিমালয়ের পথে লছমন ঝোলা, হরিদ্বার ও ঋষিকেশ ভ্রমণ করে চললেন। হরিদ্বারে সুভাষ ও হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আর এক বন্ধু হেমন্তকুমার সরকার এসে যোগ দিলেন। এই ভ্রমণকালে সুভাষচন্দ্রদের যেমন বেশ কিছু অনভিপ্রেত পরিস্থিতিতে পড়তে হয়েছে। আবার এই পরিব্রাজনকালেই সাক্ষাৎ পেয়েছেন এমন মহাপুরুষের যিনি সুভাষচন্দ্রকে নেতাদের নেতা, নেতাজী সুভাষে রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন।

হরিদ্বারে সুভাষচন্দ্ররা যে আশ্রমে ছিলেন সেখানকার লোকেরা সন্দিহান ছিল সুভাষচন্দ্রদের ধর্মীয় অনুগত্য নিয়ে। তাঁরা সন্দেহ করেছিল সুভাষচন্দ্র ও তাঁর বন্ধুরা ছদ্মবেশী বাঙালি বিপ্লবী। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন, হরিদ্বারে একটা হোটেল তাঁদের খাবার দিতে আপত্তি জানায়। তাঁদের বক্তব্য ছিল বাঙালিরা মাছ খায়, কাজেই তাঁরা খ্রিষ্টানদের মতো অপবিত্র। ফলে তাঁদের হোটেল থেকে খাবার এনে নিজেদের ঘরে বসে খেতে হত। সুভাষচন্দ্রদের বন্ধুদের মধ্যে হরিপদ চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ হলেও তাঁর সঙ্গেও একই ব্যবহার করা হত। হরিদ্বার থেকে সুভাষচন্দ্ররা এলেন মথুরায়। এখানে উঠলেন এক পান্ডার বাড়িতে। সেখানে একদিন এক নদীর পারে মাটির নিচে ঘর তৈরি করে থাকা এক সাধুর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। ওই সাধু সুভাষচন্দ্রদের উদ্দেশ্য জেনে তাঁদের সংসারে ফিরে যেতে পরামর্শ দিয়েছিলেন। সেদিনের সাধুর কথায় সুভাষ বেশ বিরক্তই হয়েছিলেন। একজন সাধুর থেকে এমন কথা তাঁর মনঃপুত ছিল না। এরপর একে একে অন্য জায়গায় ঘুরে তাঁরা এসে পৌঁছলেন বারানসীতে। এখানেই যেন সুভাষচন্দ্রের জীবনের ভবিষ্যৎ নির্ধারিত ছিল। বারানসীর রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের প্রধান ছিলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সুভাষদের পরিবারের পূর্ব পরিচিত ছিলেন। সুভাষচন্দ্র ও তাঁর বন্ধুরা এখানে বেশ কয়েকটা দিন ছিলেন। সেই সময় একদিন সুভাষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের কাছে তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের বাসনা প্রার্থনা করেন। সুভাষের প্রার্থনা শুনে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বেশ কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর দিব্য দৃষ্টির মাধ্যমে সুভাষের মধ্যে দেখতে পান আগামী দিনের ভারতবর্ষের মুক্তিসূর্য্যকে। সিদ্ধপুরুষ স্বামী ব্রহ্মানন্দের বুঝতে অসুবিধা হলনা এমন দীপ্তি যে মানবের মধ্যে বিরাজমান তাঁর জন্য অনেক বড় কাজ অপেক্ষা করছে। সেদিন সুভাষচন্দ্রের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে স্বামী ব্রহ্মানন্দ সুভাষকে বলেছিলেন, সন্ন্যাস তাঁর ক্ষেত্র নয়। দেশপ্রেম হবে তাঁর জীবনের একমাত্র পথ। আধ্যাত্মাতিকতায় তাঁর অন্তর সিক্ত হলেও দেশপ্রেম হবে তাঁর একমাত্র প্ররনা ও পথ। এখানে একটা কথা মনে করা দরকার মথুরার সাধুর কথাই শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হলে। এরপর সুভাষচন্দ্র তাঁর মনে এতদিনের সযত্নে লালিত সন্ন্যাসের বাসনা পরিত্যাগ করে বাড়ি ফিরে এলেন। সঙ্গে নিয়ে এলেন স্বামী ব্রহ্মানন্দ অমৃত বাণী। স্বামী ব্রহ্মানন্দ সুভাষচন্দ্রকে বলেছিলেন, 'প্রচলিত সন্ন্যাস জীবন নয়, অন্তরের বৈরাগ্য থেকে তাঁকে দেশের কাজে আত্মোৎসর্গ করতে হবে'। সেদিন বারানসীতে স্বামী ব্রহ্মানন্দের সঙ্গে যদি সুভাষচন্দ্রের সাক্ষাৎ না হত তবে ভারতের রাজনীতির সর্বত্যাগী, অন্তর সন্ন্যাসী, মহানায়ক সুভাষচন্দ্রকে আমরা পেতাম না। (কৃতজ্ঞতা, তথ্য সংগ্রহ। সুভাষের সঙ্গে বারো বছর, হেমন্তকুমার সরকার, সুভাষচন্দ্রের- ভারত পথিক, জীবন প্রবাহ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেকানন্দের পত্রাবলি, চিন্তানায়ক বিবেকানন্দ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, জাতির সমস্যায় স্বামী বিবেকানন্দ এবং সর্বপরি নেতাজি সন্ন্যাসী হতে চেয়েছিলেন- প্রণবেশ চক্রবর্তী।)

(সৌজন্যে দৈ: স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

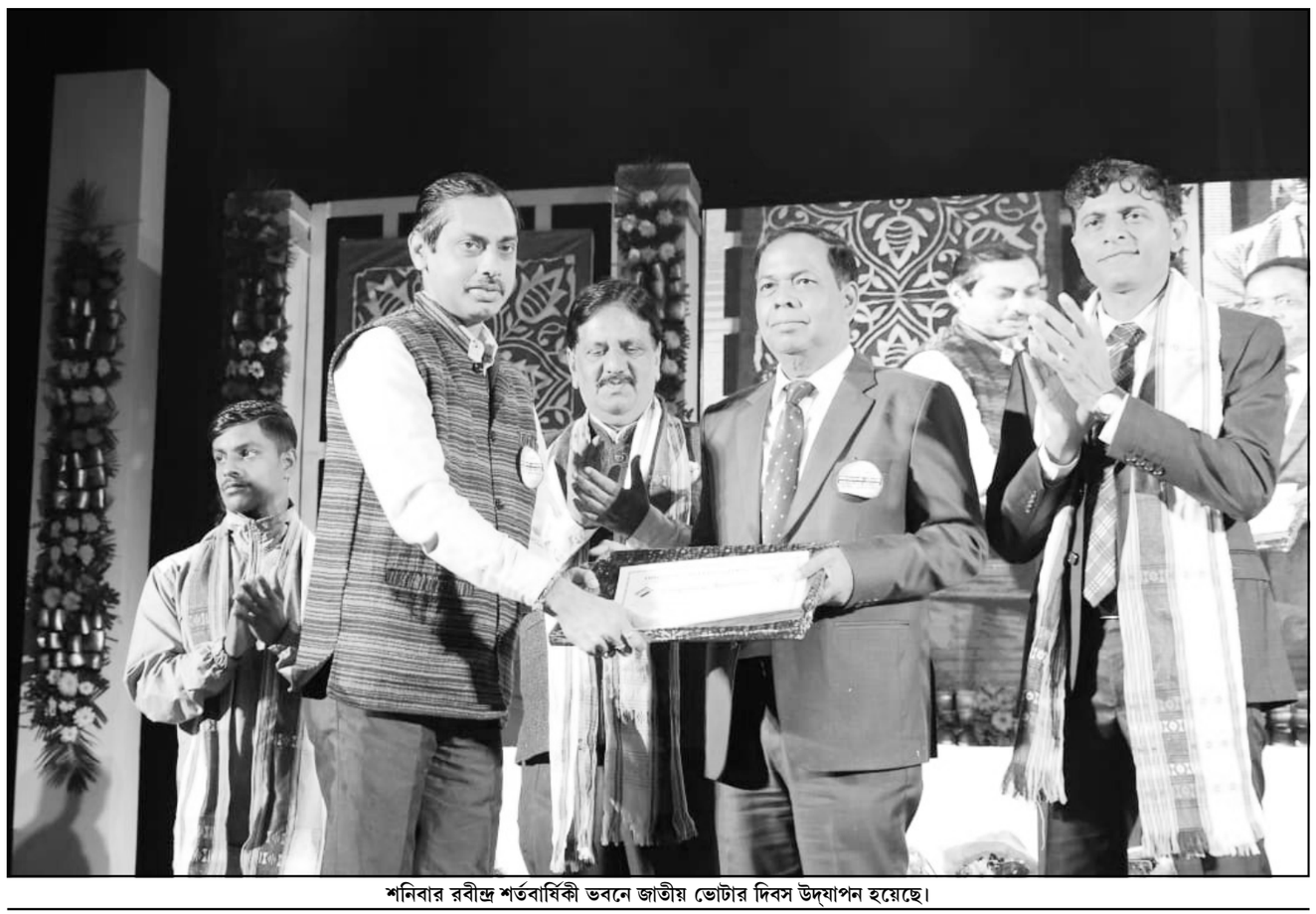

শনিবার রবীন্দ্র শর্তবার্ষিকী ভবনে জাতীয় ভোটার দিবস উদ্‌যাপন হয়েছে।

ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর হচ্ছে ভারতের : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর হচ্ছে ভারতের। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নতুন দিল্লির হায়দরাবাদ হাউসে শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করেন ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রবোও সুবিয়ান্তো। দ্বিপাক্ষিক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয় দুই রাষ্ট্রনেতার মধ্যে। সম্পাদিত হয় বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ মউ। এর মধ্যে রয়েছে খাদ্য নিরাপত্তা, শক্তি নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, কৃষি, ডিজিটাল ম্যাপিং প্রভৃতি।

সাধারণতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রবোও সুবিয়ান্তো। শনিবার সকালে রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি।

ছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। রাষ্ট্রপতি ভবনে গার্ড অফ অনার দেওয়া হয় প্রবোও সুবিয়ান্তোকে। ভারতকে বন্ধু বলে সম্বোধন করেন ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি। রাজঘাটে গিয়ে মহাত্মা গান্ধীর স্মৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি প্রবোও সুবিয়ান্তো।

এর পরই হায়দরাবাদ হাউসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে বৈঠক করেন ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রপতি। বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, 'ইন্দোনেশিয়া ভারতের প্রথম প্রজাতন্ত্র দিবসে প্রধান অতিথি দেশ ছিল এবং এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত গর্বের বিষয় যে, এখন আমরা আমাদের প্রজাতন্ত্রের ৭৫ বছর উদযাপন করছি, ইন্দোনেশিয়া আবারও এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানের অংশ। আমি রাষ্ট্রপতি প্রবোও সুবিয়ান্তোকে ভারতে স্বাগত জানাই।'

শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বাবা-মা বানানো ভুয়ো পরিচয়ের বাংলাদেশি গ্রেফতার

মুর্শিদাবাদ, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): শুক্রবার গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ মুর্শিদাবাদ জেলার রানিনগর থানার সীতানগর গ্রামে অভিযান চালিয়ে গ্রেফতার করল এক বাংলাদেশি নাগরিককে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর ত্রিশের ওই বাংলাদেশি নাগরিকের নাম মেহের আলি। তাঁর আসল বাড়ি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার বাঘা থানার আতরপাড়া গ্রামে।

শ্বশুরবাড়ির লোকেদের নিজের আপন বাবা-মা বানিয়ে থাকছিলেন ওই বাংলাদেশি।

রানিনগর থানার এক আধিকারিক জানান, সম্প্রতি আমরা গোপন সূত্রে খবর পাই সীতানগর গ্রামে বাংলাদেশের এক নাগরিক পরিচয় ভাঁড়িয়ে থাকছেন। তবে ওই বাংলাদেশিকে এলাকায় খুব কমই দেখা যেত। সম্প্রতি তিনি বাড়ি ফিরেছেন এই খবর পেয়ে গতকাল পুলিশ ওই গ্রামে অভিযান চালায়। মেহেরকে আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে খবর, জিজ্ঞাসাবাদে মেহের স্বীকার করেছেন তাঁর আসল বাড়ি বাংলাদেশে। ভুয়ো নথি ব্যবহার করে তিনি ভারতীয় আধার কার্ড এবং রেশন কার্ড তৈরি করে ফেলেছিলেন।

নোদাখালিতে গুলিবিদ্ধ তৃণমূল কর্মী

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): এবার নোদাখালিতে দুষ্কৃতীদের টার্গেটে তৃণমূল কর্মী। রাস্তার মাঝে এক তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চালানো হয় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করা হয়। কলকাতার এক হাসপাতালে স্থানান্তরিত হয়েছে। তৃণমূল কর্মীর শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক বলেই খবর।

জানা যাচ্ছে, রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন তৃণমূল কর্মী কৃষ্ণ মণ্ডল। ওই ব্যক্তি নোদাখালি থানার ডোঙ্গারিয়ার বাসিন্দা।

শনিবার বেলা ১১টা নাগাদ আচমকাই ৩ দুষ্কৃতী বাইকে করে এসে গুলি চালায় বলে দাবি প্রত্যক্ষদর্শীদের। গুরুতর আশঙ্কাজনক অবস্থায় ওই তৃণমূল নেতাকে কলকাতায় নিয়ে এসে ভর্তি করা হয়েছে হাসপাতালে।

প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, বাইকে আসা দুষ্কৃতীদের মুখে কাপড় বাঁধা ছিল। তার উপর আবার মাথায় ছিল হেলমেট। তাই তাদের চিনতে পারেননি কেউ। কী কারণে দুষ্কৃতীরা ওই তৃণমূল কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি চালাল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ব্যক্তিগত কোনও শত্রুতা নাকি এই ঘটনার নেপথ্যে রাজনৈতিক কোনও অভিসন্ধি, তাও জানা যায়নি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

কাঁদানে গ্যাসের পরিত্যক্ত শেল ফেটে জখম দুই শিশু

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): শুক্রবার রাতে বাদুড়িয়া থানার আড়বেলিয়া এলাকায় কাঁদানে গ্যাসের শেল ফেটে জখম হয় দুই শিশু। শনিবার সকাল থেকে বিরাট পুলিশ বাহিনী এলাকায় নজরদারি শুরু করে। সেখানে আরও শেল পড়ে আছে কিনা তা খোঁজা হয়।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বাদুড়িয়ার আড়বেলিয়ার একটি পরিত্যক্ত ইটভাটার পাশের মাঠে শুক্রবার নবনিযুক্ত পুলিশ কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সেখানে ওই পুলিশ কর্মীদের কাঁদানে গ্যাসের সেল ফাটানো, বন্দুক চালানো, বোমা নিষ্ক্রিয়---সহ পেশাগত বিভিন্ন কাজের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় দুই শিশু পুলিশের ফেলে যাওয়া কাঁদানে গ্যাসের সেল কুড়িয়ে বাড়ি নিয়ে যায়। রাতে তাতে বিস্ফোরণ ঘটে যায়। ঘটনায় ওই দুই শিশু গুরুতর আহত হয়। তাদের একজন কলকাতার একটি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। অন্য জনের বসিরহাট জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে।

শহরের বেশি সরকারি বাস নামাতে ৮৭৫ জন চালক ও কন্ডাক্টরকে নেওয়া হবে

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): সরকারি বাস শহরের পথে বেশি সংখ্যায় নামাতে পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগমের (ডব্লুবিটিসি) প্রস্তাব মতো ৮৭৫ জন চালক ও কন্ডাক্টরকে চুক্তির ভিত্তিতে নিয়োগের অনুমোদন দিতে চলেছে নবান্ন।

সোমবার মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিষয়টি চূড়ান্ত অনুমোদন পাবেএমনটাই পরিবহণ দফতর সূত্রে খবর। তবে এখনই দক্ষিণবঙ্গ পরিবহণ নিগম (এসবিএসটিসি) ও উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমকে (এনবিএসটিসি) চালক ও কন্ডাক্টর নিয়োগের অনুমোদন দেওয়া হচ্ছে না।

শহরের রাস্তায় বাস না থাকা নিয়ে পরিবহণমন্ত্রী সম্প্রতি স্নেহাশিস চক্রবর্তীকে সতর্ক করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার পরই বাস নিয়ে সাধারণ মানুষের অভাব—অভিযোগ শুনতে রাস্তায় নামেন পরিবহণমন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগমের কর্মীরা জানান, চাইলেই তো পথে সরকারি বাস বাড়ানো সম্ভব নয়। বাস থাকলেও চালক ও কন্ডাক্টর নেই। তাই চালাবে কে? পশ্চিমবঙ্গ পরিবহণ নিগমের প্রস্তাব মতো ৮৭৫ জনকে নেওয়া চূড়ান্ত হলেও এসবিএসটিসি ৮২৪ জন এবং এনবিএসটিসি ২০০ জন চালক ও কন্ডাক্টর নিয়োগের যে প্রস্তাব দিয়েছে, তাতে এখনই নবান্ন ছাড়পত্র দিচ্ছে না।

মধ্যপ্রদেশে গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু

শহাডোল, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের শহাডোল থানার অন্তর্গত এলাকায় শনিবার সকালে এক গৃহবধূর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। জানা গেছে , নিহতের শরীরে আঁচড়ের দাগ পাওয়া যাওয়ায় ঘটনাটি সন্দেহজনক বলে মনে করা হচ্ছে। ঘটনার সময় গৃহবধূর স্বামী সকালে হাঁটতে বেরিয়েছিলেন, আর ৬ বছরের মেয়ে বাড়িতেই ছিল।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান , সিংহপুর রোডের পিছনে বসবাসকারী সরকারি স্কুল শিক্ষক বিপিন কুমার চৌরাসিয়ার স্ত্রী প্রিয়াঙ্কা চৌরাসিয়া শনিবার সকালে ঘরের ভিতর অচেতন অবস্থায় পড়েছিলেন। নিহতের স্বামী যখন সকালে হাঁটতে বেরিয়ে ফিরে আসেন, তখন মেঝেতে অজ্ঞান অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখেন স্ত্রীকে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শাহজাহানপুরে ট্রাকের সঙ্গে গাড়ির সংঘর্ষ, মৃত্যু ৪ যুবকের

লখনউ, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): বন্ধুর বিয়েতে যোগ দিতে যাওয়ার পথে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা! ভয়াবহ গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রাণ হারালেন চার যুবক। এছাড়াও গুরুতর জখম হয়েছেন আরও ২ জন। শুক্রবার রাত ১১ টা নাগাদ এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর প্রদেশের শাহজাহানপুর জেলার আলহাগঞ্জ এলাকায়।

স্থানীয় সূত্রে খবর, রাত ১১টা নাগাদ আলহাগঞ্জের কাটেলি গ্রামের কাছে গাড়িটিকে একটি বড় ট্রাক এসে ধাক্কা মারে। ভয়াবহ সংঘর্ষের জেরে গাড়িতে থাকা ৬ যুবকের মধ্যে ৪ জন ঘটনাস্থলেই মারা যান। ২ জনকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ঘটনার পর থেকেই ট্রাকের চালক পলাতক। তার খোঁজ শুরু করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, ট্রাকটি আলহাগঞ্জ থেকে জালালাবাদের দিকে যাচ্ছিল।

তদন্তকারী পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, মৃত চার যুবকের নাম রাহুল কুমার (২৫), বিনয় শর্মা (২৭), আকাশ (২২) ও গোপাল (২৪)। মৃত চারজনের মধ্যে দু'জনের সম্পূর্ণ পরিচয় জানা যায়নি। ইতিমধ্যেই ঘাতক ট্রাকটিকে পুলিশ আটক করেছে।

ফের ভারতের কূটনৈতিক জয়, মুম্বই হামলার মূলচক্রীকে প্রত্যর্পণের রাস্তা পরিষ্কার

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): অবশেষে মুম্বই হামলার অন্যতম অভিযুক্ত তাহাউর রানাকে হাতে পেতে চলেছে ভারত। দীর্ঘ প্রায় দেড় দশক পর মার্কিন মুলুকে আইনি জটিলতা কাটতেই এই সুখবর মিলেছে। আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট তাকে ভারতে প্রত্যর্পণের অনুমোদন দিয়েছে। ২৬/১১ মুম্বই হামলায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন জমা দিয়েছিল অভিযুক্ত। এবার সেই আবেদন খারিজ করে দিল আমেরিকার সুপ্রিম কোর্ট। ফলে মনে করা হচ্ছে, কানাডার এই পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ব্যবসায়ীর ভারতে আসা এখন কার্যত সময়ের অপেক্ষা।

এর আগে আমেরিকার নিম্ন আদালত ও সুপ্রিম কোর্টে মামলা চলাকালীন মার্কিন সংস্থার সঙ্গে ভারত মুম্বই হামলায় তাহাউরের যোগের একাধিক প্রমাণ ভাগ করেছিল। সেই নথিগুলিতে ২৬/১১ হামলায় তাহাউর যোগের একাধিক প্রমাণের উল্লেখ করা হয়েছিল। তবে প্রায় ১৫ বছর ধরে আইনি ফাঁক-ফোকরকে কাজে লাগিয়ে পিছলে যাচ্ছিল অভিযুক্ত। অবশেষে জালে ধরা পড়তে চলেছে সে।

ছত্তিশগড়ে বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা, ৩ দিন পর মৃত্যু যুবকের

জগদলপুর, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : ছত্তিশগড়ের বিজাপুর জেলায় এক যুবক বাড়িতে রাখা বিষ খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তার ৩ দিন পর মারা গেলেন তিনি। জানা গেছে, কুটরুর বাসিন্দা সুধাকার পুগাটি (২২) ৩ বছর আগে বিয়ে করেন , রায়পুরের এক হাসপাতালে কাজ করতেন। সম্প্রতি কিছুদিনের জন্য কুটরুতে আসেন।

জানা গেছে, ২২ জানুয়ারি সন্ধ্যায় বাড়িতে রাখা বিষ খেয়ে ফেলেন। পরিবারের সদস্যরা প্রথমে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান, পরে সেখানে থেকে মেকাজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় যুবকের মৃত্যু ঘটে। শনিবার পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তর পর পরিবারের কাছে দেহ হস্তান্তর করে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

মহাকুম্ভে রেকর্ড, এযাবৎ ১০.৮০ কোটির বেশি ভক্তের পুণ্যস্নান সম্পন্ন

প্রয়াগরাজ, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে মহাকুম্ভের ত্রয়োদশ দিনে ত্রিবেণী সঙ্গমে পুণ্যস্নান করে পুণ্য অর্জন করলেন বিপুল সংখ্যক ভক্তরা। ঠান্ডাকে উপেক্ষা করেই, শনিবার ভোররাত থেকেই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর মিলনস্থল ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃতস্নান করেছেন ভক্তরা। এযাবৎ ১০.৮০ কোটিরও বেশি ভক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে অমৃতস্নান করেছেন।

মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের দফতর থেকে জানানো হয়েছে, শনিবারই ৫৮.৭৬ লক্ষের বেশি ভক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে আস্থার ডুব দিয়েছেন। সবমিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ১০.৮০ কোটিরও বেশি ভক্ত পুণ্যস্নান করেছেন। গত ১৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে মহাকুম্ভ মেলা। শনিবার ত্রয়োদশ দিনেও বিপুল সংখ্যক ভক্ত ত্রিবেণী সঙ্গমে আস্থার ডুব দিয়েছেন। মহাকুম্ভ মেলা চলবে ৪৫-দিন ধরে।

রাজস্থানে ৪ দিন কনকনে শীতের সতর্কবার্তা

জয়পুর, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : রাজস্থানে কনকনে শীতের দাপট আগামী ৪ দিন অব্যাহত থাকবে। এই সময়ে তাপমাত্রা এক থেকে দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে। আকাশ সম্পূর্ণ পরিষ্কার থাকবে, যার ফলে উত্তর থেকে আসা হাওয়ার প্রভাব বজায় থাকবে। তবে ২৮ জানুয়ারি থেকে শীত কিছুটা কমার সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার সকালে জয়পুর, উদয়পুর, চুরু-সহ একাধিক জেলায় তুষারপাতের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে শিশিরের ফোঁটা জমে বরফে পরিণত হয়েছে। পশ্চিম থেকে আসা হাওয়া সক্রিয় হলে তাপমাত্রা ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করবে। আবহাওয়াবিদদের মতে, এই বছরের কনকনে শীতের এটি শেষ পর্যায় হতে পারে। এরপর শীতের প্রকোপ ধীরে ধীরে কমে যাবে।

জয়পুরের আবহাওয়া বিজ্ঞান কেন্দ্র জানিয়েছে, ২৭ জানুয়ারি পর্যন্ত রাজস্থানে তীব্র শীত অনুভূত হবে। ২৮ জানুয়ারি থেকে উত্তর হাওয়ার জায়গায় পশ্চিমী হাওয়া প্রবাহিত হতে পারে। এর ফলে রাজ্যের সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করবে। ফেব্রুয়ারির দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত হালকা শীত অনুভূত হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যের জয়পুর, উদয়পুর, যোধপুর, আজমের, বিকানের-সহ একাধিক জায়গায় পরিষ্কার আকাশ ও রোদ ঝলমলে দিন ছিল। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২২ থেকে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে রেকর্ড করা হয়। এর মধ্যে জালোরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৬.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এছাড়া জয়সলমেরে ২৪.২, যোধপুরে ২৫.৪, বাড়মেরে ২৫.৭, চিত্তৌরগড়ে ২৫.৬, আজমেরে ২৪.৫, জয়পুরে ২৪, পিলানিতে ২৫, কোটা ২৩.৫, উদয়পুরে ২২.২, বিকানেরে ২৪.২ এবং চুরু ও শ্রীগঙ্গানগরে ২৪.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে। শীতের প্রকোপে আজমের, জয়পুর, ভিলওয়াড়া, টঙ্ক, কোটা, কারৌলিসহ বিভিন্ন জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৬ ডিগ্রি পর্যন্ত কমে গিয়েছে। শুক্রবার রাজ্যের সবচেয়ে কম তাপমাত্রা ছিল ফতেহপুরে, ৩.৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস। জয়পুরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাড়মেরে ১০.৬, কোটা ১০.৪, জোধপুরে ১৩.২, ফলোদিতে ১০.৬, ডুংগরপুরে ১২.৮, জালোরে ১১.১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। রাজ্যের বাকি সমস্ত শহরে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে ছিল।

যোগীর উক্তি-সহ ইসলাম সম্পর্কে মন্তব্য তথাগতের

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীর উক্তি-সহ ইসলাম সম্পর্কে মন্তব্য করলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

তথাগতবাবু শনিবার এক্সবার্তায় লিখেছেন, "যোগী আদিত্যনাথের একটি উক্তি বাঁধিয়ে রাখার মত "আমি ইসলামকে ততটাই সম্মান করি যতটা ইসলাম ধর্মাবলম্বীরা আমার ধর্মকে সম্মান করে।"

অপর একটি এক্সবার্তায় অপর একজন সমালোচকের মন্তব্যের প্রেক্ষিতে লিখেছেন, আমাকে 'বেধ' (অর্থাৎ বেদ) থেকে মূর্তিপূজা সম্বন্ধে জ্ঞান দিচ্ছেন ? হিন্দুধর্ম বুঝবার ব্যর্থ চেষ্টা না করে আপনার ইসলামে পীরের কবর পূজা বৈধ কি না সেটার খবর আগে নিন।

আপনার সঙ্গে বিতর্ক নিরর্থক, কারণ আপনি ও আপনার বাঙালি মুসলমান সম্প্রদায় ইতিহাস লুকোবার চেষ্টা করেন। ১৯৪৬ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে বৃহত্তর নোয়াখালী জেলায় গোলাম সারোয়ার নামক শয়তান মুসলিম লীগ নেতার নেতৃত্বে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর যে বীভৎস নির্যাতন হয় তার প্রধান অঙ্গই ছিল জোর করে ধর্মান্তরকরণ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হিন্দু গৃহস্থদের পোষা গরুটিকে কেটে তার মাংস গৃহস্থকে খাইয়ে তাকে ধর্মচ্যুত করার চেষ্টা হয়েছিল। মোহনদাস গান্ধী সেই সময় নোয়াখালী সফর করেছিল, ব্রিটিশ পার্লামেন্টে এই নিয়ে আলোচনা হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশে এই নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি হয়েছে ১৯৫০, ১৯৬২, ১৯৬৪, ১৯৭১, ১৯৮৮, ১৯৯২, ২০০১-২০০৭, ২০২৪।"

বিজেপির কাছে সংকল্প পত্র মানে মিথ্যে প্রতিশ্রুতি নয় : অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শনিবার দলের সদর দফতরে বিজেপির "সংকল্প পত্র" প্রকাশ করেছেন। উপস্থিত ছিলেন দিল্লি বিজেপির রাজ্য সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা-সহ দলের অন্যান্য নেতারা। অমিত শাহ এদিন বলেছেন, 'বিজেপির জন্য আমাদের "সংকল্প পত্র" হল আমাদের করণীয় তালিকা। এগুলো মিথ্যে প্রতিশ্রুতি নয়। ২০১৪ সাল থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেশে পারফরম্যান্সের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করেছেন।'

অমিত শাহ আরও বলেছেন, 'দিল্লি প্রদেশ বিজেপি মহিলা, যুবক, জেজে ক্লাস্টার, অসংগঠিত শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, পেশাদার, ব্যবসায়ী এবং বস্তিবাসীদের সাথে বৈঠক ও পরামর্শ করেছে। ১.০৮ লক্ষেরও বেশি মানুষ নিজেদের পরামর্শ দিয়েছেন। ৬২ ধরনের গ্রুপ মিটিং হয়েছে। এভাবেই আমাদের ইস্তেহার তৈরি হয়েছে।'

মাথাভাঙায় লোকালয়ে হাতির হানা, আতঙ্কিত গ্রামবাসীরা

কোচবিহার, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): ফের উত্তরবঙ্গে হাতির দাপাদাপি। শনিবার সকালে লোকালয়ে হাতির হানায় চাঞ্চল্য ছড়াল কোচবিহার জেলার মাথাভাঙা-২ নম্বর ব্লকে। শনিবার সকালে ঘুম থেকে উঠে চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায় স্থানীয় বাসিন্দাদের। তাঁরা দেখেন ক্ষেতের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে বিশাল হাতি। ফলে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

জানা গিয়েছে, এদিন সকাল থেকে পাড়ডুবি গ্রামপঞ্চায়েত এলাকায় ১১ মাইল ও ১২ মাইল এলাকার খাটেরবাড়িতে দাপিয়ে বেড়াচ্ছে একদল হাতি। স্থানীয়রা দাবি করেছেন, আপাতত একটি হাতিই দেখা গিয়েছে। কিন্তু, ভাখেতে আরও হাতি থাকতে পারে। সকালের ঘন কুয়াশার জেরে সেগুলিকে হয়তো দেখা যাচ্ছে না। হাতি বেরনোর খবর পেয়েই এলাকায় পৌঁছেছে বন দফতরের কর্মীরা। ঘোকসাডাঙা থানার পুলিশ বাসিন্দাদের সতর্ক করতে এলাকায় মাইক দিয়ে প্রচার চালাচ্ছে।

রাজনীতি ছাড়ছেন বিজয়সাই, রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকেও দিলেন ইস্তফা

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিলেন ওয়াইএসআরসিপি সাংসদ বিজয়সাই রেড্ডি। শনিবার রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন তিনি। রেড্ডি শুক্রবারই ঘোষণা করেছিলেন, তিনি রাজনীতি থেকে অবসর নিচ্ছেন। আর শনিবার রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিলেন। রেড্ডি জানিয়েছেন, 'আমি কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দিচ্ছি না।

সাইবার প্রতারণা এবং ডিজিটাল গ্রেফতারির দায়ে ধৃত ৩

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): কৃষ্ণনগরের এক যুবকের বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে নগদ ৭৪ লক্ষ টাকা উদ্ধার করল কলকাতা পুলিশ। সেই সঙ্গে দু'টি ল্যাপটপ এবং দু'টি মোবাইলও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওই যুবকের আরও দুই সঙ্গীকে শুক্রবারই গ্রেফতার করা হয়েছে।

সূত্রের খবর, গত নভেম্বর মাসে চারু মার্কেট থানা এলাকায় এক বয়স্ক মহিলা ডিজিটাল গ্রেফতারির ফাঁদে পড়েন। তাঁর কাছ থেকে ৬৬ লক্ষ টাকা আদায় করে নেয় প্রতারকেরা। এত দিনে সেই ঘটনায় তিন মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হল।

ধৃতেরা হলেন ২৭ বছরের প্রতাপ রায়, ৩১ বছরের উৎপল শিকদার এবং ৩৫ বছরের কুমারেশ হালদার। তিন জনই কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা। কৃষ্ণনগর থেকেই কুমারেশকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ জানতে পেরেছে, ক্রিপটোকারেন্সি ব্যবহার করে আর্থিক তছরুপের 'মাস্টারমাইন্ড' এই কুমারেশ।

কৃষ্ণনগরের বাসিন্দা হলেও রাজারহাটের চিনার পার্কে ফ্ল্যাটে থাকতেন তিনি। শুক্রবার কৃষ্ণনগরে গিয়েছিলেন বিয়েবাড়ির নিমন্ত্রণ উপলক্ষে। সেখান থেকেই তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

NOTIFICATION

As per Memorandum No.F. (1-93)-ICDS/SWE/2023(A)6865(27) Dated 09/01/2025 applications in plain paper are invited from the interested Female candidates (Married/ Widow) under mentioned GP/ ADC Village under Chandipur RD Block area for temporary engagement of Creche Worker "no work no honorarium basis" in the following vacant post of AWCCS under Kailashahar Dist. Head Quarter ICDS Project, Unakoti, Tripura. The minimum qualification for AWWs is Class XII Passed for Crèche Worker.

Sl. No	Name of AWCC	Name of G/P	Name of Block	No of post AWW	Remarks
01	Sova Tea Estate Creche Centre	Chantail	Chandipur	01	
02	Radhi Tila Creche Centre	Chantail	Chandipur	01	

In this connection, the interested candidates are hereby requested to submit their application from 01-02-25 to 06-02-25 in working days from 11.00 am to 3.00 pm along with self-attested copy of necessary supporting documents to the office of the undersigned. It is also requested to bring all the requisite documents in original for producing before the interview Board. The interview will be held on 12/02/2025 at 11:00 AM.

The other details information is available in the office of the undersigned.

!CA/0/1751/25

Child Development Project Officer
Kailashahar Dist. H/Q ICDS Project Unakoti Tripura

WALK-IN INTERVIEW

Applications from eligible candidates are invited to attend a Walk- in Interview for one (01) post of Project Assistant under NABARD sponsored project "Seed Production of Onion-A new approach towards Self Sufficiency in Tripura" at College of Agriculture, Tripura to be held on 30th January, 2025 at 11:00 AM at College of Agriculture, Tripura.

Essential eligibility criteria	Desirable qualification	Emoluments
B.Sc. in Agriculture/ Horticulture.	i) One year experience in any project related to Agricultural Science.	Rs. 12000/- (Fixed)

1. Maximum age limit for is 35 years. Relaxation for women, SC, ST & OBC candidates as per Govt. norms.
2. No TA/DA and official accommodation will be provided for appearing in the interview.
3. The offer is purely contractual, initially for Eleven (11) months and is extendable subject to periodic review and is co-terminus with the completion of the project with no provision of regular appointment.
4. No Earned Leave/ Medical Leave is admissible. However one(1) casual leave per month is admissible to the Project Assistant.
5. If the candidate does not perform duties of the project as desired by the authority/ PI, the undersigned has the right to terminate the candidate without any explanation.
6. The candidate should bring all the relevant certificate, mark sheet, experience certificate, publications etc. in original for verification.
7. The Principal, College of Agriculture, Tripura reserves the right to cancel/ postpone/ reject the interview without any reason thereof.

ICA/D/1750/25

Sd/-
(Prof. Debashish Sen) Principal
College of Agriculture, Tripura Lembucherra, West Tripura.

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

বনের রাজা হাতি

রতন দাস

সিংহ নাকি পশুরাজ,
লোকে বলে বলোক,
আমি ভাই হাতিতেই,
পাই সেই সুখ।
হাতির দেহটা মস্ত,
ঢুকে যাবে দুনিয়ার সিংহ সমস্ত,
তবুও সে রাজা?
আমি ভাই করবো প্রতিবাদ,
হলে হোক সাজা।
এলিফ্যান্ট নামেতেই,কত! বিশালতা,
অন্যদিকে লায়ন!
কী সরু একটা কথা।
তুলনা হলো বিশালতায়,
তুলনা হলো বর্ণে,
ওজন দিয়েও মাপবে নাকি,
চাইলে এটাও করেনে।
তাইতো বলি হাতিই হবে,
জঙ্গলেরই রাজা,
বাঘ সিংহ বাদর-মাদর,

সবাই হবে প্রজা।
হাতি করবে জঙ্গল শাসন,
মন্ত্রী হবে বাঁদর,
ইঁদুর যাবে যুদ্ধ করতে,
শিয়াল করবে আদর।
হাতি তখন যাবে শিকারে,
বাঘে খাবে ঘাস,
হরিণ তখন লড়বে বাঘে,
হাতে নিয়ে বাঁশ।
অন্যদিকে কীটপতঙ্গ ,
সাপকে করবে হানা,
মাঝ আকাশে উড়বে কুমির,
বক্ষে নূতন ডানা।
নালিশ গেল রাজদরবারে,
শুনুন মহারাজ,
ঝিলের ধারে মাছেরা সব
মিটিং করছে আজ।
বিড়াল মাসি প্রধান অতিথি,
সাথে রয়েছে বক,
শিয়াল বেটা পদ,না পেয়ে,
করছে খকখক

চিনি উৎপাদনে আখের বিকল্প হতে পারতো যে ফসল

বাংলাদেশে যতটুকু চিনি উৎপাদন করা হয় তার পুরোটাই তৈরি হয় আখ থেকে। যদিও দেশে চালু থাকা নয়টি রাষ্ট্রায়ত্ত চিনি কলে যে পরিমাণ চিনি উৎপাদন হয়, তা বাংলাদেশের বার্ষিক চাহিদার পাঁচ শতাংশেরও কম।

কিন্তু গবেষক ও বিশেষজ্ঞরা মনে করেন এই চিত্র পরিবর্তন করা সম্ভব আখের পাশাপাশি নতুন ফসল সুগারবিট থেকে চিনি তৈরি করে। বাংলাদেশের কৃষি গবেষকরা দেশের মাটিতে সফলভাবে সুগারবিট উৎপাদন করেছেন। এই ফসলের উৎপাদন সম্ভাব্যতা যাচাই শেষে তারা সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে সুগারবিট থেকে আখের চেয়ে কম সময়ে চিনি উৎপাদন করা সম্ভব।

তবে সুগারবিট চাষের পরীক্ষামূলক প্রকল্প সফল হওয়ার পর বাণিজ্যিকভাবে চাষের প্রকল্প হাতে নেওয়া হলেও বাংলাদেশে শেষ পযর্ন সুগারবিট চাষ ও সুগারবিট দিয়ে চিনি তৈরির কার্যক্রম আলোর মুখ দেখেনি।

সুগারবিট কী?

সুগারবিট অনেকটা মিষ্টি আলু জাতীয় একটি উদ্ভিদ, যেটির মূলে উচ্চ মাত্রায় সুক্রোজ থাকে। পৃথিবীর অনেক দেশেই সুগারবিট থেকে বাণিজ্যিকভাবে সাদা চিনি উৎপাদন করা হয়।

সাদা চিনির পাশাপাশি গুড় ও লাল চিনিও তৈরি হয়ে থাকে সুগারবিট থেকে।

সুগারবিটের মূলকে কুচি কুচি করে কেটে এটিকে পানির সাথে মিশিয়ে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় জাল দিলে এর ভেতরে থাকা চিনি নির্গত হয়ে পানির সাথে মিশে যায়। তারপর সেই পানিকে সিদ্ধ করলে এক পর্যায়ে দানাদার চিনি পাওয়া যায়। সুগারবিট সাধারণত শীত প্রধান দেশের ফসল হলেও নাতিশীতোষ্ণ এলাকাতেও এটি হয়ে থাকে।

গবেষকরা বলছেন, আখ উৎপাদন করতে এক বছর সময় লাগলেও সুগারবিট শীতের পাঁচ মাসেই উৎপাদন করা সম্ভব। পাশাপাশি আঁখের সাথে একই জমিতে সাথী ফসল হিসেবেও সুগারবিট উৎপাদন করা সম্ভব।

আখের তুলনায় সুগারবিট থেকে চিনি উৎপাদনে কিছুটা বেশি খরচ হয়। আখের ক্ষেত্রে ফসলের রস নিয়ে সেটিকে তাপ দিয়ে চিনি উৎপাদন করা হয়। তাপ দেয়ার ক্ষেত্রে জ্বালানি হিসেবে আখের বাকি অংশই সাধারণত ব্যবহার করা হয়।

আর সুগারবিটের ক্ষেত্রে বিটকে ছোট করে কেটে সেটিতে পানি মিশিয়ে তাপ দিয়ে চিনি আলাদা করা হয়। এই প্রক্রিয়ার জন্য আলাদা যন্ত্রপাতি প্রয়োজন হয়।

বিশ্বের মোট উৎপাদিত চিনির ৮০ ভাগই আসে আখ থেকে। সবচেয়ে বেশি চিনি উৎপাদন করে ব্রাজিল আর ভারত।

বাংলাদেশে সুগারবিট চাষ

বাংলাদেশ ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউট ২০১০-১১ থেকে প্রায় আট বছর বাংলাদেশে সুগারবিট উৎপাদনের সম্ভাব্যতা যাচাই বাছাই করে। এই সময়ে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে অবস্থিত চিনি কলের জমিতে আখ চাষীদের সুগারবিট চাষের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়।

এই গবেষণার সাথে শুরু থেকেই জড়িত ছিলেন কৃষি গবেষক সোহরাব হোসেন, যিনি বর্তমানে ঠাকুরগাওঁয়ের ইক্ষু গবেষণা কেন্দ্রের বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা হিসেবে কর্মরত রয়েছেন।

মি. হোসেন বলছিলেন, "প্রায় আট বছর তিন ধাপে গবেষণা করে আমরা সিদ্ধান্তে পৌঁছাই যে, বাংলাদেশে সুগারবিট উৎপাদন করা সম্ভব। উত্তরাঞ্চলের পাশাপাশি দক্ষিণের লবণাক্ত পানির অঞ্চলেও সুগারবিট চাষ করেছি।"

দেশে ২০১০ থেকে ২০১৮ সাল পর্যন্ত ১২টি চিনি কল এলাকায় এক হাজারের বেশি আখ চাষীকে সুগারবিট উৎপাদনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় পাইলট প্রকল্পের অধীনে। এই প্রশিক্ষণের পুরোটাই ছিল গবেষণা প্রকল্পের অংশ, তাই এ সময় আখ চাষীদের জমিতে সুগারবিট চাষ না করে চিনি কলের নিজস্ব জমিতে এই গবেষণা চালানো হয়।

গবেষণার সাথে জড়িত থাকা ব্যক্তিরা বলছেন, জমিতে ফলন এবং চিনি উৎপাদনের হার — দুই হিসেবেই আখের চেয়ে বেশি লাভজনক সুগারবিট।

'এক একর জমিতে ৩০ থেকে ৪০ টন সুগারবিট উৎপাদন করা সম্ভব, যেখানে এক একর জমিতে বাংলাদেশে ২০-২৫ টন আখ উৎপাদন করাই কঠিন হয়ে পড়ে' বলছিলেন কৃষিবিদ সোহরাব হোসেন।

"আখের ক্ষেত্রে এমন দেখা যায় যে, কারও জমিতে অনেক ফলন হয় আবার কারও জমিতে খুব কম ফলন হয়। কিন্তু সুগারবিট প্রায় সব জমিতেই একই ধরণের ফলন হয়।" এছাড়া সুগারবিটে আখের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ পরিমাণ চিনি থাকে। একশো কেজি আখ থেকে যেখানে সর্বোচ্চ সাত কেজি চিনি উৎপাদন করা সম্ভব, একই পরিমাণ সুগারবিট থেকে উৎপাদিত চিনির পরিমাণ সেখানে ১২ থেকে ১৩ কেজি হয়ে থাকে।

সোহরাব হোসেন বলছিলেন, উৎপাদনশীল জাতের আখের অভাব, সময়ের আগে বা পরে আখ কাটা, চিনি কলে পৌঁছানোর আগে আখ শুকিয়ে যাওয়া, কারখানার ভুলত্রুটি — এরকম নানা কারণে বাংলাদেশে যে পরিমাণ আখ উৎপাদন হতে পারে, সেটা তা হয় না। বাংলাদেশ সুগারক্রপ গবেষণা ইনস্টিটিউটের গবেষকরা দুই ধরনের সুগারবিটের জাতও উদ্ভাবন করে যেগুলো বাংলাদেশের লবণাক্ত মাটিতে সহজে, কম খরচে চাষ করা যায়।

কৃষকরা যা বলছেন বাংলাদেশে বিভিন্ন এলাকায় চিনি কলে পরীক্ষামূলকভাবে সুগারবিট চাষ করা হলেও কৃষকরা নিজে থেকে সুগারবিট চাষ করেননি। চাষের ক্ষেত্রে বীজ দেয়া থেকে শুরু করে চাষ পরবর্তী সার্বিক সহায়তাও সবসময় ইক্ষু গবেষণা ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছে।

আর বাংলাদেশে এই ফসলের বাজার না থাকায় এর নির্ধারিত বাজারমূল্যও নেই। তবে কয়েকজন কৃষক নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে ধারণা পোষণ করেন যে ফসল সময়মত বিক্রি করা গেলে সুগারবিট চাষ বেশ লাভজনক হতে পারে।

ঠাকুরগাঁওয়ের একজন আখ চাষী রফিকুল হোসেন বলছিলেন যে সুগারবিট চাষে কম সময় লাগা এবং অন্য ফসলের সাথে একই জমিতে সাথী ফসল হিসেবে চাষ করা সম্ভব হওয়ায় এর চাষ বেশ লাভজনক হবে বলে মনে করেন তিনি।

তিনি বলছিলেন, "এক বিঘা জমিতে চাষ করতে ১৪-১৫ হাজার টাকার মতো খরচ হয়, বেশি সেচও লাগে না। এই খরচে এখান থেকে প্রায় দ্বিগুণ লাভ করা সম্ভব।"

ঠাকুরগাঁও ছাড়াও গাইবান্ধা, পাবনা, সাতক্ষীরার মতো যেসব অঞ্চলে কৃষকদের সুগারবিট চাষে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছিল, তাদের অধিকাংশই সুগারবিট চাষ চালিয়ে যেতে আগ্রহী ছিলেন বলে জানা যায়। তবে সুগারবিট চাষ এবং এর থেকে চিনি উৎপাদনের জন্য ঠাকুরগাঁও চিনি কলকে আধুনিকায়ন ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কিনতে ২০১৬ সালে কয়েকশো কোটি টাকার একটি প্রকল্প হাতে নেয়া হলেও তা শেষ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি।

ঠাকুরগাঁও সুগার মিলস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শাহজাহান কবির জানান যে প্রাথমিক ধাপের পরে ঐ প্রকল্পটির আর কোনও অগ্রগতি হয়নি।

চিনি কলের তালিকাভুক্ত আখ চাষীদের সুগারবিট চাষে প্রশিক্ষণ দেয়ার কার্যক্রমও গত কয়েক বছর ধরে বন্ধ আছে বলে জানান তিনি।

সাংবাদিকের চোখে অপরাজেয় রাসবিহারী

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যেটি উচ্চারিত হয় সেটি হল বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর নাম। একজন অগ্রগন্য বিপ্লবী নেতা এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মির অন্যতম সংগঠক ছিলেন রাসবিহারী বসু। 'অজ পাড়াগাঁয়ের ছেলের দেশনায়ক হয়ে ওঠার কাহিনি' অপরাজেয় রাসবিহারী গ্রন্থে লেখক শমীকস্বপন ঘোষ দেখিয়েছেন, বিপ্লবীর ছেলেবেলার খুঁটিনাটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থেকে বীর বিপ্লবী রাসবিহারী হয়ে ওঠার কাহিনি। তপন বন্দোপাধ্যায় বইটির ভূমিকায় লিখেছেন, রাসবিহারী বসুর জীবন অতি বর্ণময়, অসম্ভব গতিময়ও, একইসঙ্গে অতিরোমাঞ্চকর। তাঁর জীবনের প্রতি মুহূর্তে ঘটেছে দুঃসাহসিক সব ঘটনা।

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে ইসলামি বিপ্লবী দলের অবদানের কথা লেখাই হয় না। অথচ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে শুরু করে উত্তর ভারত পর্যন্ত যেসব বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছিল, তারা একসময় ব্রিটিশদের কাছে ত্রাস ছিল। এইসব বিপ্লবী দলের আদর্শ পুরুষ ছিলেন পীরসাহেব ওয়ালি উল্লাহ। তাঁরই শিষ্য শেখ মুহাম্মদ উল হাসান সংযুক্ত প্রদেশের দেওবন্দে ১৮৮৪ সালে মাদ্রাসা গড়েন। এই মাদ্রাসাই ছিল ইসলামি বিপ্লবী দলের আঁতুরঘর। শেখ মুহাম্মদ উল হাসানের ছাত্র মাওলানা ওবেদ উল্লাহ সিন্ধি দেওবন্দে জামাত উল আনসার নামে এক প্রকাশ্য সংগঠন গড়ে গণ অভ্যুত্থানের কাজ শুরু করেন। ইনিই পরে কাবুলে রাজা মহেন্দ্র প্রতাপের সঙ্গে মিলে ১৯১৫ সালে প্রথম আজাদ হিন্দ সরকার গড়েন। এর আগে রাসবিহারী বসু যখন সারা ভারতের সব বিপ্লবী দলকে এক ছাতার তলায় এনে অভ্যুত্থানের পরিকল্পনা করছেন, তখন শেখ মহম্মদ উল হাসান ১৯১৩ সালে খোদ দিল্লিতে বজরাত উল ময়ারিফ নামে এক মাদ্রাসা খুলে গুপ্ত বিপ্লবী দলের কাজ শুরু করেন। ওবেদ উল্লাহ সিন্ধির ছাত্র মুহাম্মদ আলি দিল্লির এই বিপ্লবী দলের নেতা ছিলেন। রাসবিহারী বসুই প্রথম সব হিন্দু, খালসা, রাজপুত আর ইসলামি গুপ্ত বিপ্লবী দলকে এককাট্টা করে ইন্ডিয়ান লিবারেশন লিগ গড়ার উদ্যোগ নেন।

'ভুবনেশ্বরী দেবীর কথা' অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, হুগলি জেলায় সিঙ্গুর ব্লকে বিঘাটির দক্ষিণ দিকে পালারা গ্রামটা বেশ বড় হলেও গ্রামের যা চরিত্র, এ-ওর হাঁড়ির খবর নিয়ে রসালো গল্পগাছায় মাততে বেশ মজা পায়। তার ওপর জমিদার বাড়ির মতো বনেদিয়ানা থাকায় পালার গ্রামে মজুমদার বাড়ির চেয়ে সিংহ বাড়ির সম্ভ্রমের চিত্র বেশি ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে, নতুন জামাইয়ের আচমকা শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে চলে যাওয়া পাড়া- পড়সীদের কাছে এখনকার ভাষায় 'গসিপের' সমান রূপ ধারন করেছে। 'খুড়িমা বিধুমুখীর কথা' অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, ফৌগিন্নি আলুথালু বেশে কাঁদতে কাঁদতে বলছে ভুবন আর নেই রে। 'বলরাজ ভাল্যার কথা' অধ্যায়ে লেখক দেখিয়েছেন, লিবার্টি পত্রিকার ছাপাখানা রেড করে গোয়েন্দারা জানতে পারে পত্রিকা ছাপার হাল হকিকত। লেখক শমীকস্বপন দীর্ঘ 'সাংবাদিক-সম্পাদকের' জীবনের এক উল্লেখযোগ্য ফসল বলা চলে অপরাজেয় রাসবিহারী বইটি। পূর্ব বর্ধমানের অজ পাড়াগাঁ সুবলদহের মাটি থেকে বিপ্লবী রাসবিহারী হবার কাহিনী বইটির 'কালিচরণ বসুর কথা', 'জ্যোতিষ সিংহের কথা', 'বসন্ত বিশ্বাসের কথা', 'হরিপদ বসুর কথা' প্রভৃতি অধ্যায়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে ফুটে উঠেছে। কালো রংয়ের প্রচ্ছদ বিশিষ্ট পারুলবই প্রকাশনীর ২ খণ্ডে রয়্যাল সাইজের প্রায় ২,০০০ পাতার এই বইয়ের দাম ১,৯০০ টাকা। ২খণ্ডে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু সম্পর্কে অনেক অজানা তথ্য তুলে ধরা হয়েছে।

শীতে কতটা জল খাবেন

গরমকালে পর্যাপ্ত জল খাওয়া নিয়ে যতটা ভাবেন, শীতে হয়তো ততটা ভাবেন না। জগ বা কোনো পাত্রে ঢেলে রাখা জল শীতের সময়টায় একটু ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার কারণে জল খাওয়ার প্রবণতা কমে আসতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, এই সময় জল খাওয়ার তাগিদ খুব একটা অনুভূত হয় না। তবে শীতেও হতে পারে জলশূন্যতা। দেহের কোষের একটা বড় অংশই তো জল দিয়ে তৈরি। জলশূন্যতা হলে দেহের ভেতর চলমান প্রক্রিয়াগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়। গরমের সময় ঘাম বেশি হলে জল বেশি খেতে হয়, সে অনুযায়ী জলের হিসাবটা হয়তো মোটামুটিভাবে ধারণা করে নেন আপনি। কিন্তু শীতের সময় ব্যাপারটা তেমন নয়। তাহলে কতটা জল খাবেন শীতে?

একজনের রোজ ঠিক কতটা জল প্রয়োজন হবে, সেটি তাঁর বয়স, কাজের ধরন, দেহের গড়ন প্রভৃতি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। তাই ধরাবাঁধা একটা পরিমাপ বলে দেওয়ার সুযোগ নেই। শ্বাসপ্রশ্বাস ও ত্বকের মাধ্যমে রোজ বেশ খানিকটা জল বেরিয়ে যায় শরীর থেকে। তাই কেবল ঘাম আর প্রস্রাবের পরিমাণ দিয়ে বোঝার উপায় নেই আপনার ঠিক কতটা জল প্রয়োজন। দেহের চাহিদা অনুযায়ী আপনি জল খাচ্ছেন কি না, তা বোঝার কিছু উপায় রয়েছে। এসব বিষয় জানা থাকলে আপনি নিজেই ধারণা করতে পারবেন, জলের পরিমাণ বাড়াতে হবে কি না। এমনটাই বলছিলেন ধানমন্ডির পপুলার ডায়াগনস্টিক সেন্টারের মেডিসিন কনসালট্যান্ট ডা. সাইফ হোসেন খান।

আঘাত পেয়ে নীল হয়ে গেলে কী করা উচিত

প্রতিদিন নানা কর্মকাণ্ডে ও খেলাধুলার সময় শরীরের কোনো অংশে আঘাত লাগতে পারে। অনেক সময় আঘাত পাওয়া জায়গাটি নীল হয়ে যায়। অনেকে এতে ঘাবড়ে যান। আদতে আঘাত পাওয়া জায়গায় রক্ত জমাট বেঁধে এ রকম হয়। আমাদের ত্বকের ঠিক নিচে থাকে ছোট ছোট রক্তনালি। কোনো আঘাতে এসব নাজুক রক্তনালি ফেটে যেতে পারে। রক্তক্ষরণ হলে চামড়ার নিচে এটি দেখতে নীল বর্ণের মতো দেখায়। গাত্রবর্ণের ভিন্নতায় সেটি দেখতে বিভিন্ন বর্ণের মতো হতে পারে।

করণীয়

প্রথমত মনে রাখতে হবে, ত্বকের নিচের অংশের রক্ত জমাট বাঁধা খুব একটা চিন্তার বিষয় নয়। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে একটি নির্দিষ্ট সময় পর এটি আগের অবস্থায় ফিরে আসে। তবে দ্রুত আগের অবস্থায় আনতে কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে। যেমন

১. আঘাত পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কিংবা রক্ত জমাট বাঁধার উপসর্গ দেখতে পেলেই ওই স্থানে বরফ ধরতে হবে কিছুক্ষণ। আঘাতের প্রাথমিক অবস্থায় ঠান্ডা দিলে ওই জায়গার রক্তনালি সংকুচিত হয়। এতে বেশি রক্তপাত হয় না এবং ফোলা ও ব্যথা কম হয়। অভ্যন্তরীণ রক্তপাত নীল হতে পারে। এর সঙ্গে ব্যথার ওষুধ, যেমন প্যারাসিটামল বা ব্যথানাশক ওষুধ চিকিৎসকের পরামর্শে খাওয়া যেতে পারে।

রক্ত জমাট বাঁধার উপসর্গ দেখতে পেলেই ওই স্থানে বরফ ধরতে হবে কিছুক্ষণছবি: পেক্সেলস

২. আক্রান্ত জায়গাটিতে প্রথমে মালিশ করলে তেমন কোনো লাভ হয় না। কিন্তু পরবর্তী সময়ে মালিশ করলে ভালো ফল পাওয়া যায়। তবে মালিশ করার আগে নিশ্চিত হতে হবে যে হাড় ভেঙেছে কি না। যদি হাড় ভাঙার আশঙ্কা থাকে, তাহলে মালিশ করা যাবে না।

৩. রক্ত জমাট বাঁধার ৪৮ ঘণ্টা পর থেকে এই চিকিৎসা কার্যকর। আঘাতের জায়গায় তাপ দিলে এটি কমতে পারে।

৪. আঘাত পাওয়া স্থানে শক্ত কোনো কিছু, যেমন দাঁতের ব্রাশ বা ধাতব ব্রাশ ঘষলে রক্ত সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়। ফলে জমাট বাঁধা রক্ত সরে যাবে, তবে কয়েক ঘণ্টা সময় লাগতে পারে।

৫. রক্ত জমাট বাঁধা স্থানে টুথপেস্ট মাখালে রক্তপ্রবাহ বাড়ে এবং জমাট বাঁধা রক্ত সরে যেতে পারে।

বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, আঘাত লাগার সঙ্গে সঙ্গে কখনো গরম কিছুর সেঁক দেবেন না। কারণ, গরম সেঁক দিলে ওই জায়গায় রক্ত এসে জমা হয়। পরে ওই রক্ত জমাট বেঁধে গেলে জায়গাটা বেশি ফুলে যায় এবং ফুলে ওঠা জায়গাটিতে প্রচণ্ড ব্যথা করে। সে জন্য প্রথমে ওই স্থানে বরফ বা ঠান্ডা সেঁক দিতে হয়, তাহলে রক্তনালির সংকোচনের জন্য ওই স্থানে রক্ত আসে না। এক থেকে দুই দিন পর অবশ্য গরম সেঁক দিতে হবে।

কখন চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন

কিছু কিছু রোগ আছে, যেগুলোতে সহজে রক্তক্ষরণ হয়। এ ধরনের রোগে অল্প ব্যথাতেই ত্বক নীল হয়ে যায়। অনেক সময় সেটি বড় আকার ধারণ করে। মেডিকেলের ভাষায়, এটি ব্রুইজ, একাইমোসিস নামে পরিচিত। এ ধরনের রক্তক্ষরণের নমুনা থাকলে অবশ্যই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। অনেকে রক্ত পাতলা করার বা তরল রাখার ওষুধ খান, যেমন ওয়ারফারিন বা অ্যাসপিরিন। এসবের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থেকে বেশি রক্তপাত হতে পারে। এমনটা হলেও চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া আবশ্যক।

মটরশুঁটি পোলাও

উপকরণ- ঘি ২ টেবিল চামচ, পোলাওয়ের চাল ১ কেজি, মটরশুঁটি ২ কাপ, তেল আধা কাপ, ঘি আধা কাপ, পেঁয়াজকুচি আধা কাপ, আদাবাটা ২ চা-চামচ, রসুনবাটা ১ চা-চামচ, দারুচিনি ৬ টুকরা, এলাচি ৬টি, লবঙ্গ ৮টি, তেজপাতা ২টি, লেবুর রস ২ টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বেরেস্তা আধা কাপ, দুধ ১ কাপ, চিনি ১ চা-চামচ, কাঁচা মরিচ ৮-১০টি, লবণ পরিমাণমতো, গরম জল ৬ বা ৭ কাপ। প্রণালি- চাল ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। সামান্য লবণ দিয়ে মটরশুঁটি হালকা ভেজে নিতে হবে। তেল আর ঘি গরম করে পেঁয়াজ ভেজে নিন। আদাবাটা, রসুনবাটা, দারুচিনি, এলাচি, লবঙ্গ, তেজপাতা দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে চাল দিয়ে দিন। কিছুক্ষণ ভেজে গরম জল, লবণ ও লেবুর রস দিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করতে হবে। জল কমে এলে দুধ ও চিনি দিয়ে দমে দিন।

কয়েক মিনিট পর মটরশুঁটি, কাঁচা মরিচ ও কিছুটা বেরেস্তা দিয়ে আরও কিছুক্ষণ দমে রেখে পরিবেশন করুন।

লাল নাকি কাঁচা টমেটো, কোনটি বেশি ভালো

বাজারে লাল ও কাঁচাদুই ধরনের টমেটোই এখন দেখা যাচ্ছে। টমেটো মূলত শীতের সবজি হলেও এখন সারা বছরই 'লাল বাবু'কে অর্থাৎ লাল টমেটো চোখে পড়ে। তবে শীতের সময়ই সবুজ বা কাঁচা টমেটো পাওয়া যায়। লাল ও কাঁচা টমেটোদুটোই বিভিন্ন পুষ্টি উপাদানে সমৃদ্ধ, তবে গুণ ও স্বাস্থ্য উপকারিতায় কিছুটা ভিন্নতা আছে।

কাঁচা টমেটোর পুষ্টি - ভটামিন সি- কাঁচা টমেটোতে ভিটামিন সি বেশি থাকে, যা রোগ প্রতিরোধক্ষমতা বাড়ায় এবং ত্বক ও হাড়ের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। পটাশিয়াম ও ফলেট পটাশিয়াম রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়ক আর ফলেট কোষ বৃদ্ধিতে ও গর্ভাবস্থায় ভ্রূণের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ। লাইকোপিন- প্রাকৃতিক অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট লাইকোপিন কোষের বিভাজন সঠিকভাবে হতে সাহায্য করে এবং ক্যানসার প্রতিরোধ করে। ফাইবার- কাঁচা টমেটোতে প্রচুর ফাইবার থাকে, যা হজমশক্তি উন্নত করে এবং কোষ্ঠকাঠিন্য রোধে কার্যকর ভূমিকা রাখে। তবে কাঁচা টমেটোতে সোলানাইন নামক রাসায়নিক থাকতে পারে, যা বেশি পরিমাণে খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর। লাল টমেটোর পুষ্টিগুণ লাইকোপিন- লাল টমেটো লাইকোপিনে ভরপুর, যা প্রোস্টেট, কোলন এবং পাকস্থলীর ক্যানসারের ঝুঁকি কমায়। এটি সূর্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ত্বক রক্ষা করতেও সহায়ক। ভিটামিন এ ও কে- ভিটামিন এ ত্বকের স্বাস্থ্য উন্নত করে আর ভিটামিন কে হাড় মজবুত করে। হাড়ের টিস্যু পুনর্গঠনে সহায়তা করে। পটাশিয়াম ও ভিটামিন বি- রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে ও কোলেস্টেরল কমিয়ে হৃদরোগ প্রতিরোধে সাহায্য করে। রান্নার প্রভাব- লাল টমেটো রান্নার সময় কিছু ভিটামিন (যেমন ভিটামিন সি) হ্রাস পায়, তবে

লাইকোপিনের পরিমাণ বাড়ে। লাল ও কাঁচা টমেটোর তুলনা লাইকোপিন লাল টমেটোতে লাইকোপিন বেশি, যা ক্যানসার ও হৃদরোগ প্রতিরোধে কার্যকর। ভিটামিন সি- কাঁচা টমেটোতে ভিটামিন সি বেশি, যা ইমিউন সিস্টেম শক্তিশালী করে।

শনিবার আগরতলায় আয়োজিত রক্তদান শিবির পরিদর্শন করেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য সহ অন্যান্যরা।

কৃষ্ণগঞ্জে বাঙ্কারের হদিশে পরতে পরতে রহস্য

নদিয়া, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): বাগানের ভিতর পাওয়া ওই বাঙ্কারগুলি শনিবার মাটির ভিতর থেকে তোলার কাজ শুধু হয়েছে। গোটা এলাকা ঘিরে রেখেছে বিএসএফ। এই বাঙ্কার কবে তৈরি হল? এলাকার বাসিন্দাদের নজর এড়িয়ে কীভাবে এই কাজ হল? সেসব প্রশ্ন উঠে আসছে।

জানা গিয়েছে, সীমান্তরক্ষী বাহিনী গোপন সূত্রের খবর পেয়ে প্রায় দু'বিঘা জমির উপর তৈরি একটি বাগানে তল্লাশি শুরু করে। জমিটি ব্যক্তিগত মালিকানাধীন। মাজদিয়া কলেজের কাছে চাষের ক্ষেতের পাশে একটি ঘর বানিয়েছিল স্থানীয় কয়েকজন। ওই ঘর থেকে চাষের কাজ দেখভাল করা হয় দাবি ছিল তাদের। সেই ঘরেরই পাশে মাটি চাপা দেওয়া অবস্থায় ছিল দুটি বাঙ্কার। সেগুলোর মুখ দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে প্রায় ৩ ফুট করে।

সূত্রের খবর, বাঙ্কারের ঢাকনা খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ তাদের। দেখা যায় তার মধ্যে মধ্যে রয়েছে পেটি পেটি কাশির ওষুধ। এর পর বিএসএফ জওয়ানরা নেমে কাশির ওষুধগুলি উদ্ধার করেন। তল্লাশি চালান গোটা বাঙ্কারে।

শনিবার সকালে ওই এলাকায় বিএসএফের বিশাল বাহিনী এসে পৌঁছয়।

বিস্ফোরকও থাকতে পারে আশঙ্কা করে 'মেটাল ডিটেক্টর' দিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। প্রায় দেড় কোটি টাকার কফ সিরাপ উদ্ধার হয়েছে বলে খবর।

পে লোডার এনে শুরু হয় মাটি কাটার কাজ। পরে আরও একটি বাঙ্কারের হদিশ মেলে। সেটির ভিতরে কী আছে, তাও জানার চেষ্টা চলছে। তিনটি বাঙ্কার মাটির ভিতর থেকে তোলা হবে। একটি বাঙ্কার প্রায় ১০ ফুট চওড়া ও ১৫ ফুট লম্বা। উচ্চতাও প্রায় ৮ ফুট। তবে পরের বাঙ্কার দু'টি তুলনায় ছোট।

শুক্রবার রাত থেকেই গোটা এলাকা ঘিরে রাখা হয়। কাউকেই আশেপাশে ঘেঁষতে দেওয়া হচ্ছে না। একশোর উপর বিএসএফ জওয়ান সেখানে রয়েছেন। বিএসএফ আধিকারিকরাও সেখানে তদন্তে যাবেন বলে খবর। বেশ কয়েক মাস আগে ওই বাগানে দুটি কন্টেনার এনে রাখা হয়েছিল। পরে আর সেগুলোকে দেখা যায়নি। এমনই জানান স্থানীয় বাসিন্দারা।

ঘন জঙ্গল থাকায় ওই এলাকার ভিতরে বাসিন্দারা যান না বলেও জানা গিয়েছে। কিন্তু মাটি খুঁড়ে ওই বাঙ্কার বানানো হল। সেটি মোটেও এক-দুদিনের কাজ নয়। যন্ত্র, বহু লোকবলও এই কাজে প্রয়োজন। তাহলে কীভাবে সেসব বাসিন্দাদের নজর এড়িয়ে গেল? বাংলাদেশ সীমান্ত থেকে ঢিল ছোড়া দূরত্বে মাটির নীচে বাঙ্কারের খোঁজ মেলায় যদিও আশ্চর্য্য নয় স্থানীয়রা। তাদের দাবি, মাজদিয়াসহ কৃষ্ণগঞ্জ থানা এলাকার বিস্তীর্ণ সীমান্ত দীর্ঘদিন ধরে পাচারকারীদের স্বর্গরাজ্য। পুলিশের সঙ্গে আঁতাত করে এই কারবার চালায় পাচারকারীরা। মুনাফার বখরা যায় সব মহলে। কৃষ্ণগঞ্জের বহু ব্যক্তির বিনিয়োগ রয়েছে এই কারবারে। তাই অবাক হওয়ার কিছু নেই।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ২০২৫ : ডাচ খেলোয়াড় স্যাম শ্রোডার টানা চতুর্থ কোয়াড হুইলচেয়ার খেতাব জিতেছেন

মেলবোর্ন, ২৫ জানুয়ারি(হি.স.) : শনিবার সহকর্মী ডাচম্যান নিলস ভিক্ককে ৭-৬(৭),৭-৫ এ পরাজিত করে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে স্যাম শ্রোডার তাঁর টানা চতুর্থ কোয়াড হুইলচেয়ার শিরোপা জিতেছেন। দ্বিতীয় স্থানে থাকা ভিক্ক শীর্ষস্থানীয় শ্রোডারের বিরুদ্ধে ২৩-১২-এর জয়-পরাজয়ের রেকর্ড নিয়ে ম্যাচে নেমেছিলেন।

হুইলচেয়ার টেনিসে ৩টি বিভাগ রয়েছে - পুরুষ, মহিলা এবং কোয়াড, প্রতিটি বিভাগে একক এবং দ্বৈত টুর্নামেন্ট রয়েছে। কোয়াড হল নতুন বিভাগ এবং এমন খেলোয়াড়দের জন্য যাদের অন্তত একটি উপরের অঙ্গের কার্যকারিতা উল্লেখযোগ্য হারে কমে যায় এবং এতে কোয়াড্রিপ্লেজিয়া ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন অক্ষমতাও অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

মহিলাদের একক ফাইনালে জাপানের ইউই কামিজি ডাচ খেলোয়াড় আনিয়েক ভ্যান কুটকে ৬-২, ৬-২ সেটে হারিয়েছেন। জুনিয়র গার্লস টাইটেল ম্যাচে, ব্রাজিলের ভিটোরিয়া মিরান্ডা প্রথম সেটে শাট আউট থেকে পুনরুদ্ধার করে আমেরিকান সাবিনা জাজকে ০-৬,৬-৩,৭-৬(৪)এ হারিয়েছেন। ছেলেদের ফাইনালে আমেরিকান চার্লি কুপার বেলজিয়ামের আলেকজান্ডার ল্যান্টারম্যানকে ৬-২, ৬-২ সেটে হারিয়েছেন।

উত্তর প্রদেশে পথ দুর্ঘটনায় মৃত ৪, আহত আরও দুই

শাহজাহানপুর, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : উত্তর প্রদেশের শাহজাহানপুরে জলালাবাদ-ফররুখাবাদ হাইওয়েতে শুক্রবার গভীর রাতে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে। ট্রাক এবং গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে ৪ জনের মৃত্যু হয়েছে। দু'জন গুরুতর আহত।

এক পুলিশ আধিকারিক জানান, আল্লাহগঞ্জ থানার অন্তর্গত জলালাবাদ-ফররুখাবাদ হাইওয়েতে কটিউলি গ্রামের কাছে শুক্রবার রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটে। জলালাবাদের দিকে যাচ্ছিল একটি ট্রাক, আর উল্টো দিক থেকে আসছিল একটি বরযাত্রীর গাড়ি। ট্রাকটি গাড়িটিকে সামনে থেকে সজোরে ধাক্কা দেয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় গাড়ির মধ্যে থাকা যাত্রীদের। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের হাসপাতালে নিয়ে যায়। পাশাপাশি পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায় ট্রাক চালক পলাতক। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

একদিনের সিরিজ হেরে সরাসরি বিশ্বকাপে খেলার সুযোগ হারাল বাংলাদেশ

সেন্ট কিটস, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : প্রথম ওয়ানডেতে হারার পর দ্বিতীয় ম্যাচে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল বাংলাদেশ মহিলা ক্রিকেট দল। তাতে শেষ ম্যাচ ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে জিততে পারলে সিরিজ জয়ের পাশাপাশি সরাসরি ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলার সুযোগ ছিল বাংলাদেশ মহিলা দলের কাছে। কিন্তু তৃতীয় ও শেষ ম্যাচ শুক্রবার হেরে সেই সুযোগ হারালো বাংলাদেশ।সেন্ট কিটসে শুক্রবার রাতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ৪৩.৫ ওভারে বাংলাদেশ করে ১১৮ রান। জবাব দিতে নেমে মাত্র দুই উইকেট হারিয়ে ২২.৩ ওভারে জয় তুলে নেয় ক্যারিবিয়রা।

বিশ্বকাপ খেলতে এখন ৬ দলের একটি বাছাইপর্বে খেলতে হবে বাংলাদেশের মেয়েদের। যেখান থেকে ওয়ানডে বিশ্বকাপে খেলার টিকিট পাবে দুটি দল। এই বাছাইপর্বে পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আয়ারল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও থাইল্যান্ডের বিপক্ষে খেলতে হবে লাল সবুজদের।

নোমান আলী প্রথম পাকিস্তানি স্পিনার যিনি টেস্টে শনিবার হ্যাটট্রিক করলেন

মুলতান, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : নোমান আলী শনিবার মুলতানে ইতিহাস রচনা করলেন। টেস্ট ক্রিকেটে হ্যাটট্রিক করা প্রথম পাকিস্তানি স্পিনার হয়ে উঠলেন তিনি। পাকিস্তানে দুই ম্যাচ সিরিজের শেষ টেস্টের প্রথম দিনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ব্যাটিং ইউনিটের মধ্য দিয়ে দৌড়েছিলেন ৩৮ বছর বয়সী এই বোলার।

দেশের ভবিষ্যৎ গঠিত হয় ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমেই : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): দেশের ভবিষ্যৎ গঠিত হয় ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমেই। শনিবার জাতীয় ভোটার দিবসে এই মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জাতীয় ভোটার দিবসের বার্তায় প্রধানমন্ত্রী মোদী জানান, জাতীয় ভোটার দিবস আমাদের এক প্রাণবন্ত গণতন্ত্রের উপলব্ধি এনে দেয়, প্রতিটি নাগরিককে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতার কথা মনে করিয়ে দেয়। একটি দেশের আইন ভবিষ্যৎ গঠিত হয় ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমেই, আর সেই সুযোগ করে দেয় নির্বাচন কমিশন।

উল্লেখ্য, ২৫ জানুয়ারি দিনটি জাতীয় ভোটার দিবস হিসেবে পালিত হয়। দেশজুড়ে দিনটি পালিত হচ্ছে, এবারের জাতীয় ভোটার দিবসের থিম হল, "ভোটের মতো কিছু নাই, ভোট আমি দেব তাই"। দেশের সকল নাগরিককে জাতীয় ভোটার দিবসের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

পারিবারিক অশান্তির জেরে চরম পরিণতি! নদীয়ার স্বামীর হাতেই 'খুন' স্ত্রী

নদীয়া, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): পারিবারিক অশান্তির জেরে স্ত্রীকে 'খুন' করার অভিযোগ স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনাটি ঘটেছে নদীয়ার কল্যাণী থানার ১ নম্বর আনন্দনগর এলাকায়। মৃতার নাম রিমা মজুমদার (২৬)।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার ভোরের দিকে ওই দম্পতির বাড়ি থেকে চিৎকার চেঁচামেচি শুনতে পান এলাকার বাসিন্দারা। চিৎকারের শব্দ বাড়লে ওই পরিবারের অন্য সদস্য ও প্রতিবেশীরা গিয়ে দেখেন স্ত্রী অচৈতন্য অবস্থায় মেঝেতে পড়ে রয়েছে। আর স্বামী বসে রয়েছেন খাটে। তড়িঘড়ি মহিলাকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, স্বামীই তার স্ত্রীকে খুন করেছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত রাজু মজুমদারকে আটক করা হয়েছে। এলাকাবাসীর দাবি, মত্ত অবস্থায় বাড়ি ফিরে প্রায়ই সে সংসারে অশান্তি করত ও স্ত্রী-র উপর অত্যাচার করত। পুলিশ ইতিমধ্যেই স্থানীয়দের বয়ান নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। ধৃত স্বামীকেও জেরা করা হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

উন্নতির দিকে ক্রমশই এগিয়ে যাক হিমাচল প্রদেশ, প্রতিষ্ঠা দিবসে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে হিমাচল প্রদেশের জনগণকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজ্য ও রাজ্যবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। ২৫ জানুয়ারি দিনটি হিমাচল প্রদেশের প্রতিষ্ঠা দিবস হিসেবে পালিত হয়। এই উপলক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী মোদী শনিবার সকালে নিজের এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'হিমাচল প্রদেশের সমস্ত বাসিন্দাদের রাজ্যের প্রতিষ্ঠা দিবসে অনেক অভিনন্দন। আমি কামনা করছি, আমাদের এই দেবভূমি, যা নিজস্ব প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য ও মহান ঐতিহ্যকে রক্ষা করেছে, দ্রুত অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাক।'

আন্তর্জাতিক ফুটবল: জাতীয় দলে কোর্তোয়ার ফেরার অপেক্ষায় বেলজিয়াম কোচ

ব্রাসেলস, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.) : বিশ্বের সেরা গোলরক্ষক থিবো কোর্তোয়া। দোমেনিকো তেদেস্কোর সঙ্গে ঝামেলায় জড়িয়ে দেড় বছরের বেশি সময় ধরে জাতীয় দলের বাইরে। দলে তাঁকে পেতে উন্মুখ বেলজিয়ামের নতুন কোচ রুদি গার্সিয়া। শুক্রবার গার্সিয়া বলেন, কোর্তোয়ার ফেরার উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখছেন তিনি।

জাতীয় দলের নেতৃত্বের জন্য সেই সময়ের কোচ উপেক্ষা করায় ২০২৩ সালের জুন থেকে দেশের জার্সি পরে আর খেলছেন না কোর্তোয়া। চলতি মাসের শুরুতে তেদেস্কোকে ছাঁটাই করেছে বেলজিয়াম। এতে খুলে গেছে এই গোলরক্ষকের জাতীয় দলে ফেরার সুযোগ।

পবিত্র এবং নিষ্কলঙ্ক মহাকুম্ভ ২০২৫ঃ পরিচ্ছন্নতার লক্ষ্যে ব্যাপক উদ্যোগ

নয়াদিল্লি, ২৪ জানুয়ারী, ২০২৫: মহাকুম্ভ ২০২৫ শুধুমাত্র একটি ঐতিহাসিক ধর্মীয় মহামিলনই নয়, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতার জন্যও একটি মডেল হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ ভক্ত এই উৎসব মেলায় অংশ নেওয়ার কারণে, স্যানিটেশন এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখা অত্যন্ত আবশ্যক। তা নিশ্চিত করতে গিয়ে, বর্জ্য ব্যবস্থাপনা, নদী সংরক্ষণ এবং পরিবেশ-বান্ধব অনুশীলনের ক্ষেত্রে মহাকুম্ভ নতুন বৈশ্বিক মানদণ্ড স্থাপন করছে। উত্তর প্রদেশ সরকার একটি 'নির্মল মহা কুম্ভ' নিশ্চিত করার জন্য ব্যাপক স্যানিটেশন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করেছে। উদ্ভাবনী বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা, একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের কঠোর নিয়মকানুন এবং ব্যাপক সচেতনতা প্রচারের মাধ্যমে একটি সবুজ ও পরিচ্ছন্ন তীর্থযাত্রা তৈরি করা হয়েছে। এই উদ্যোগ পরিবেশগত তত্ত্বাবধানের প্রতি সরকারের দায়িত্বকে তুলে ধরেউ

গঙ্গা ও প্লাস্টিক মুক্ত অঞ্চলের বিশুদ্ধতাঃ

মহাকুম্ভ ২০২৫-এর অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল গঙ্গার বিশুদ্ধতা বজায় রাখা। এর জন্য, দূষণ রোধে কঠোর নিয়মকানুন জারি করা হয়েছে এবং নদীর ক্রমাগত পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। মেলা মাঠগুলিকে প্লাস্টিক-মুক্ত অঞ্চল হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে, যেখানে একবার ব্যবহৃত প্লাস্টিক দ্রব্যের উপর সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞা রয়েছে। এই উদ্যোগটি তীর্থযাত্রীদের প্লাস্টিকের বর্জ্য এড়াতে এবং নির্ধারিত স্থানে তাদের আবর্জনা ফেলার আহ্বান জানিয়ে সচেতনতা মূলক প্রচারের মাধ্যমে আরও জোরদার করা হয়েছে।

বিশাল স্যানিটেশন পরিকাঠামোঃ

বিপুল সংখ্যক ভক্তদের থাকার জন্য একটি শক্তিশালী স্যানিটেশন পরিকাঠামো স্থাপন করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছেঃ

সেপটিক ট্যাঙ্ক সহ বারো হাজার ফাইবার রিইনফোর্সড প্লাস্টিক (এফআরপি) টয়লেট স্থাপন করা হয়েছে। সোক পিট সহ ১৬ হাজার ১০০ প্রিফ্যাব্রিকেটেড স্টিলের টয়লেট রাখা হয়েছে। মেলার মাঠ জুড়ে ২০ হাজার কমিউনিটি শৌচাগার স্থাপন করা হয়েছে।

এই সুবিধাগুলির মাধ্যমে তীর্থযাত্রীদের পরিছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর বিশ্রামাগারগুলিতে প্রবেশাধিকার রয়েছে, যা উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ এবং সম্পর্কিত স্বাস্থ্যঝুঁকি হ্রাস করে।

দক্ষ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা

অনুষ্ঠানস্থল পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব রাখতে একটি সুসংগঠিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থা রয়েছে। এই সকল পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছেঃ

উৎসে বর্জ্য পৃথকীকরণের সুবিধার্থে ২০ হাজার আবর্জনা ফেলার ডাস্টবিন। বর্জ্য সংগ্রহ ও নিষ্পত্তির জন্য ৩৭.৭৫ লক্ষ লাইনার ব্যাগ। এবং বিশেষ করে প্রধান স্নানের পরে দ্রুত বর্জ্য অপসারণের জন্য বিশেষ স্যানিটেশন দল।

মিয়াওয়াকি বনঃ একটি সবুজায়নের উদ্যোগ

স্যানিটেশন ব্যবস্থার পাশাপাশি, সরকার প্রয়াগরাজে বায়ুর গুণমান বজায় রাখতে এবং সবুজায়ন বাড়ানোর জন্য "মিয়াওয়াকি" বনায়ন কৌশল বাস্তবায়ন করেছে। ১৯৭০ এর দশকে বিখ্যাত জাপানি উদ্ভিদবিজ্ঞানী আকিরা মিয়াওয়াকি দ্বারা বিকশিত মিয়াওয়াকি কৌশলটি সীমিত স্থানে ঘন বন তৈরির জন্য একটি বৈপ্লবিক পদ্ধতি। প্রায়শই 'পাত্র রোপণ পদ্ধতি' হিসাবে উল্লেখ করা হয়, এতে গাছ এবং লতাপাতার বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার জন্য একে অপরের কাছাকাছি রোপণ করা হয়। এই কৌশলের সাহায্যে গাছপালা ১০ গুণ দ্রুত বৃদ্ধি পায়, যা শহরাঞ্চলের জন্য একটি কার্যকরী সমাধান। মিয়াওয়াকি কৌশল ব্যবহার করে লাগানো গাছগুলি বেশি কার্বন শোষণ করে, দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং প্রথাগত বনের তুলনায় সমৃদ্ধ জীববৈচিত্র্য রক্ষায় সহায়তা করে। প্রায় চার বছর আগে ২০২০-২১ সালে, প্রয়াগরাজে মিয়াওয়াকি প্রকল্পটি ছোট আকারে শুরু হয়েছিল। এই প্রকল্পটি ২০২৩-২৪ সালে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রসারিত হয়েছিল যখন নেভাদা সামোগার, নাইনি শিল্প অঞ্চলে ৩৪,২০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে ৬৩ টি বিভিন্ন প্রজাতির ১১৯,৭০০ চারা রোপণ করা হয়েছিল। আগে, এই অঞ্চলটি শিল্প বর্জ্য দ্বারা ব্যাপকভাবে দূষিত ছিল, কারণ স্থানীয় কারখানাগুলি নিয়মিত তাদের বর্জ্য সেখানে ফেলত।

মিয়াওয়াকি প্রকল্পের আওতায় শহরের বৃহত্তম আবর্জনা ফেলার জায়গা বুশ্বরও উল্লেখযগ্যভাবে রূপান্তরিত হয়েছে। একবার বর্জ্যে ভরা সাইটটি পরিষ্কার করা হয়েছিল এবং ২৭ টি বিভিন্ন প্রজাতির ২৭০০০ চারা রোপণের জন্য ৯০০০ বর্গ মিটারেরও বেশি ব্যবহার করা হয়েছিল। আজ, এই গাছগুলি একটি ঘন জঙ্গলে পরিণত হয়েছে, যা পরিবেশের ব্যাপক উন্নতি করেছে। প্রয়াগরাজ শহর জুড়ে আরও ১৩টি স্থানে বন তৈরি করতে মিয়াওয়াকি কৌশল ব্যবহার করা হয়েছে।

এই প্রকল্পের আওতায় রোপণ করা প্রধান প্রজাতিগুলির মধ্যে রয়েছে আম, মহুয়া, নিম, পীপাল, তেঁতুল, অর্জুন, সেগুন, তুলসী, আমলা এবং বের।

উপরন্তু, হিবিস্কাস, কদম্ব, গুলমোহর, জঙ্গল জিলেবি, বোগেনভেলিয়া এবং ব্রাহ্মির মতো শোভাময় এবং ঔষধি গাছও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই সবুজ জায়গাগুলি তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে (৪ থেকে ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস) জীববৈচিত্র্য বাড়াতে, বায়ু ও জল দূষণ কমাতে, মাটির ক্ষয় রোধ করতে এবং মহাকুম্ভ চলাকালীন সামগ্রিক পরিবেশ সংরক্ষণের প্রচেষ্টায় অবদান রাখতে সহায়তা করছে।

সামাজিক অংশগ্রহণ এবং সচেতনতা প্রচারণা:

মহাকুম্ভ-এ পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে জনসাধারণের অংশগ্রহণ একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। প্রশাসন তীর্থযাত্রীদের মেলা ময়দানে আবর্জনা না ফেলার এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্য ফেলার আহ্বান জানায়। নাগরিকদের যুক্ত করতে এবং সচেতনতা বাড়াতে বেশ কয়েকটি উদ্যোগ নেওয়া হয়েছেঃ প্রয়াগরাজ পৌরনিগম স্বচ্ছতা রথ যাত্রা অয়োজন করে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাকে উৎসাহিত করতে শহরের বিভিন্ন পথ অতিক্রম করেছে।

পথ নাটক এবং সঙ্গীত পরিবেশন তীর্থযাত্রীদের যথাযথ বর্জ্য পৃথকীকরণ এবং নিষ্পত্তি সম্পর্কে শিক্ষিত করে। ঘাটগুলিতে জনসাধারণের সম্বোধন ব্যবস্থা ক্রমাগত ভক্তদের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার আহ্বান জানিয়ে বার্তা সম্প্রচার করে।

বিশেষ পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং দ্রুত পরিচ্ছন্নতা দলঃ

মূল স্নানের তারিখের পরে, মেলার মাঠগুলিতে স্যানিটেশন পুনরুদ্ধারের জন্য বৃহৎ আকারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজ করা হচ্ছে। বিশেষ স্যানিটেশন দল মোতায়েন করা হয়েছে। পাবলিক টয়লেটগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা হচ্ছে। মেলার সময় ব্যবহৃত পাবলিক টয়লেটগুলির জন্য একটি বড় আকারের পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হচ্ছে। এর জন্য স্যানিটেশন কর্মীদের অতিরিক্ত দল মোতায়েন করা হয়েছে। পার্কিং এলাকা থেকে ঘাট পর্যন্ত স্থাপিত শৌচাগারের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হচ্ছে।

তীর্থযাত্রীদের রেখে যাওয়া বর্জ্য অপসারণ :

বর্জ্য সংগ্রহ করার পর সেগুলোকে নিত্যদিন নির্ধারিত স্থানে নিষ্পত্তি করা হচ্ছে। সংগৃহীত বর্জ্য পদ্ধতিগতভাবে ব্ল্যাক লাইনার ব্যাগে নিষ্পত্তি করার জন্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দ্রুত অগ্রগতি হচ্ছে। কালো লাইনার ব্যাগ ব্যবহার করে আবর্জনার নিয়মতান্ত্রিক নিষ্পত্তি নিশ্চিত করা হচ্ছে। নিয়মিত জীবাণুনাশক এবং কুয়াশার স্প্রে করা, তীর্থযাত্রা পথ থেকে ধ্বংসাবশেষ, পাথর, ইট এবং অন্যান্য আবর্জনা সহ সমস্ত নির্মাণ সামগ্রী অপসারণের নিয়মিত প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এসবের মধ্য দিয়ে এক পরিচ্ছন্ন এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখার অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হচ্ছে।

স্যানিটেশন কর্মীদের কল্যাণঃ

রাজ্য সরকার মহা কুম্ভে পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে এবং স্বচ্ছ মহাকুম্ভ অভিযানকে একটি বিশাল সাফল্য অর্জনে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে স্বীকৃতি দিয়ে সাফাই মিত্র নামে স্যানিটেশন কর্মীদের কল্যাণের দিকটিতে অগ্রাধিকার দিয়েছে।

এসব পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে- যথাযথ আবাসন ও সুযোগ-সুবিধা প্রদানের জন্য স্যানিটেশন কলোনি। বিদ্যা কুম্ভ উদ্যোগের মাধ্যমে তাদের সন্তানদের জন্য প্রাথমিক বিদ্যালয়, শিক্ষা, ইউনিফর্ম এবং মধ্যাহ্নভোজের সুযোগ নিশ্চিত করা। সকল স্যানিটেশন কর্মীদের জন্য পর্যাপ্ত খাবার, বাসস্থান এবং সময়মতো বেতন প্রদান। এই প্রচেষ্টাগুলি শুধুমাত্র স্যানিটেশন বজায় রাখার ক্ষেত্রেই নয়, এর জন্য দায়ী শ্রমিকদের সহায়তা করার ক্ষেত্রেও প্রশাসনের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরে।

সবুজ মহাকুম্ভঃ একটি জাতীয় স্তরের পরিবেশগত আলোচনা:

পরিবেশ সচেতনতা বাড়াতে, এক হাজারেরও বেশি পরিবেশ ও জল সংরক্ষণ বিশেষজ্ঞকে একত্রিত করে ২০২৫ সালের ৩১শে জানুয়ারি সবুজ মহাকুম্ভ অনুষ্ঠিত হবে। শিক্ষা সংস্কৃতি উত্থান ন্যাস আয়োজিত জ্ঞান মহা কুম্ভ-২০৮১ সিরিজের অংশ হিসাবে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি যেসমস্ত বিষয়গুলির নজর দিয়েছে এর মধ্যে রয়েছে প্রকৃতি, পরিবেশ, জল এবং পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কিত বিষয়গুলি। প্রকৃতির পাঁচটি উপাদানের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা। পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিচ্ছন্নতার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম অনুশীলন। নিবিষ্ট প্রচেষ্টা বজায় রেখে ভক্তদের জড়িত করার কৌশল। এই মহাকুম্ভ পরস্পরের মধ্যে জ্ঞানের আদান প্রদানের এবং পরিবেশগতভাবে দায়বদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গিকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যেও এক প্ল্যাটফর্ম হিসাবে কাজ করবে।

মহা কুম্ভ ২০২৫ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, সুস্থায়ী বিকাশ এবং পরিবেশ সংরক্ষণের প্রতি রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতির এক প্রামাণ্য দিক হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং প্লাস্টিক-মুক্ত উদ্যোগ থেকে শুরু করে মিয়াওয়াকি বনাঞ্চলের উন্নয়ন এবং স্যানিটেশন কর্মী কল্যাণ কর্মসূচি পর্যন্ত, পরিচ্ছন্নতা ও পরিবেশগত ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য মেলার প্রতিটি দিক নিখুঁতভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে। গৃহীত পদক্ষেপগুলো কেবল একটি পরিচ্ছন্ন মহাকুম্ভ নিশ্চিত করে না বরং বিশ্বব্যাপী ভবিষ্যতের বৃহৎ আকারের অনুষ্ঠানের জন্যও অনন্য দৃষ্টান্ত রেখে চলেছে।

শনিবার ত্রিপুরা পঞ্চায়েত কর্মচারী সমিতির উদ্যোগে ৫ম ত্রি বার্ষিক রাজ্য সম্মেলনে নিয়ে এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে সীমান্তে বিএসএফের নজরদারি জোরদার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি: প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক মুহূর্তে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ) আন্তর্জাতিক সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছে এবং আধিপত্য জোরদার করেছে। গত ২০ জানুয়ারি থেকে এখন পর্যন্ত বিএসএফ অনুপ্রবেশ এবং আন্তঃসীমান্ত চোরাচালানের বেশ কয়েকটি প্রচেষ্টা ব্যর্থ করেছে।

এখন পর্যন্ত স্বাধীন বা যৌথভাবে পরিচালিত বিভিন্ন অভিযানে ১৪ বাংলাদেশী ও ৫ ভারতীয় টাউটকে আটক করা হয়েছে। তাছাড়া, আনুমানিক ১.৭৫ কোটি টাকার বিভিন্ন মাদকদ্রব্য, চিনি, গবাদি পশু এবং অন্যান্য নিষিদ্ধ জিনিসপত্র বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

এছাড়াও, বিএসএফ ব্যাটালিয়নগুলি সীমান্তের জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিভিন্ন সমাধানের জন্য সীমান্ত এলাকায় ৫০ টিরও বেশি গ্রাম সমন্বয় বৈঠকের আয়োজন করেছে। বিএসএফ অনুপ্রবেশ এবং আন্তঃসীমান্ত অপরাধ প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক সীমান্তে উচ্চ স্তরের সতর্কতা বজায় রাখছে।

ডিজিপি

● প্রথম পাতার পর

এদিন তিনি বলেন, আগামীকাল অর্থাৎ ২৬ জানুয়ারি সারা রাজ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ভারতের ৭৬তম প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপন করা হবে। প্রজাতন্ত্র দিবসের মূল অনুষ্ঠান আগরতলা আসাম রাইফেলস ময়দানে আয়োজন করা হয়েছে। এদিন সকাল আসাম রাইফেলস ময়দানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করবেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনী কঠোর টহলদারি চালিয়ে যাচ্ছে। তাছাড়া, রাজ্যের সমস্ত জায়গায় প্যারেডের অনুশীলন অনুষ্ঠিত হবে ওই সমস্ত জায়গায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, আজ অর্থাৎ ২৫ জানুয়ারি এবং ২৬ জানুয়ারির রাতেও কোনো অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে তার জন্য প্রশাসনের তরফ থেকে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। ট্রাফিক দফতর তরফ থেকে বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। তাঁর কথায়, আগামীকালের জন্য পর্যাপ্ত বিএসএফ এবং টিএসআর বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতি

● প্রথম পাতার পর

তাঁর বক্তব্য, সংবিধান বাস্তবায়ন পরবর্তী ৭৫ বছরে আমাদের তরুণরা সাধারণতন্ত্রের সর্বাত্মক অগ্রগতির সাক্ষী থেকেছেন। স্বাধীনতার সময় এবং তার পরেও, দেশের বিশাল অংশে চরম দারিদ্র্য ও ক্ষুধার পরিস্থিতি অব্যাহত ছিল। কিন্তু, আমাদের আত্মবিশ্বাস কখনও হ্রাস পায়নি। আমরা এমন পরিস্থিতি তৈরি করার সংকল্প নিয়েছি যেখানে প্রত্যেকেরই উন্নয়নের সুযোগ থাকবে। তিনি বলেন, আমাদের কৃষক ভাই-বোনেরা কঠোর পরিশ্রম করেছেন এবং আমাদের দেশকে খাদ্যশস্য উৎপাদনে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছেন। আমাদের শ্রমিক ভাই-বোনেরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন এবং আমাদের পরিকাঠামো এবং নির্মাণ ক্ষেত্রকে পুনরুজ্জীবিত করেছেন। তাঁদের অসাধারণ কর্মদক্ষতার ফলে আজ ভারতীয় অর্থনীতি বিশ্বের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে প্রভাবিত করছে। আজকের ভারত, বিবিধ আন্তর্জাতিক মঞ্চে নেতৃত্বের স্থান অর্জন করছে। সংবিধানে বর্ণিত রূপরেখা ছাড়া এই ব্যাপক পরিবর্তন সম্ভব হত না।

তাঁর কথায়, আমরা ১৯৪৭ সালেই স্বাধীনতা অর্জন করেছিলাম। কিন্তু ঔপনিবেশিক মানসিকতার অনেক অবশিষ্টাংশ দীর্ঘকাল ধরে বিদ্যমান ছিল। সাম্প্রতিক সময়ে, আমরা সেই মানসিকতা পরিবর্তনের জন্য সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ দেখতে পাচ্ছি। এই ধরণের প্রচেষ্টার মধ্যে, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হল ভারতীয় দণ্ডবিধি, ফৌজদারি কার্য্যবিধি এবং ভারতীয় প্রমাণ আইনের পরিবর্তে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত। তাঁর মতে, ভারতীয় আইনশাস্ত্রের ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করে তৈরি এই নতুন আইনগুলিকে ফৌজদারি বিচার ব্যবস্থার কেন্দ্রস্থলে রেখে শাস্তির পরিবর্তে ন্যায়বিচারের চেতনাকে স্থান দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া, এই নতুন আইনগুলিতে নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধ দমনকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে।

তাঁর দাবি, এত বড়ো মাত্রায় সংস্কারের জন্য সাহসী দূরদর্শী দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োজন হয়। দেশে একযোগে নির্বাচন পরিচালনার জন্য সংসদে উত্থাপিত বিলটি এমনই আরেকটি প্রচেষ্টা যার মাধ্যমে সুশাসনকে নতুন মাত্রা দেওয়া যেতে পারে। "এক দেশ এক নির্বাচন" ব্যবস্থা শাসন ব্যবস্থায় ধারাবাহিকতা বৃদ্ধি করতে পারে। নীতি নির্ধারণে জড়তা দূর করবে, সম্পদের অন্যত্র খরচ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা কমাবে এবং আর্থিক বোঝা হ্রাস করবে। এগুলো ছাড়াও জনগন আরও নানাভাবে লাভবান হবে।

তিনি বলেন, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে আমাদের বন্ধন আরও গভীর হয়েছে। এই সময়ে আয়োজিত প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভকে সেই সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের একটি কার্য্যকর প্রকাশ হিসেবে দেখা যেতে পারে। আমাদের ঐতিহ্য ও রীতিনীতি সংরক্ষণ করা এবং তাদের মধ্যে নতুন শক্তি সঞ্চার করার জন্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অনেক উৎসাহব্যঞ্জক উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। রাষ্ট্রপতির মতে, ভারত-ভূমি বিশাল ভাষাগত বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। এই ঐশ্বর্য্য রক্ষা এবং এই ঐতিহ্যকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য, সরকার অসমীয়া, বাংলা, মারাঠি, পালি এবং প্রাকৃত ভাষাকে ধ্রুপদী ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে। তামিল, সংস্কৃত, তেলুগু, কন্নড়, মালয়ালম এবং ওড়িয়া ভাষা ইতিমধ্যেই এই বিভাগে অন্তর্ভুক্ত। সরকার এখন এই ১১টি ধ্রুপদী ভাষায় গবেষণার কাজকে সক্রিয়ভাবে উৎসাহিত করছে।

তিনি বলেন, ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা- ইসরো সাম্প্রতিক বছরগুলিতে মহাকাশ বিজ্ঞান ক্ষেত্রে অনেক বড়ো সাফল্য অর্জন করেছে। চলতি মাসে, ইসরো সফল স্পেস ডকিং পরীক্ষার মাধ্যমে দেশকে আরেকবার গর্বিত করেছে। ভারত এখন এধরনের সক্ষমতা অর্জনকারী হিসেবে গোটা বিশ্বে চতুর্থ দেশ হয়ে উঠেছে।

তাঁর বক্তব্য, আজকের দিনে আমরা গান্ধীজীর স্বপ্নগুলিকে সাকার করার জন্য নিজেদের দায়বদ্ধতাকে পুনরুচ্চারণ করি। তাঁর সত্য এবং অহিংসার আদর্শ, বিশ্ববাসীর জন্য প্রাসঙ্গিক হয়ে থাকবে। তিনি আমাদের আরও শিখিয়েছেন যে অধিকার এবং কর্তব্য একই মুদ্রার দুটি দিক মাত্র। প্রকৃতপক্ষে, কর্তব্যই অধিকারের প্রকৃত উৎস। সকলের প্রতি করুণা সম্পর্কে তাঁর শিক্ষাগুলিও আমরা স্মরণ করবো। তিনি বলতেন যে, আমাদের মনে শুধু মানুষের জন্যই নয়, বরং আমাদের আশেপাশের পশু- পাখি, গাছপালা, নদী ও পাহাড়গুলির জন্যও সমবেদনার ভাব থাকা উচিত।

তাঁর আবেদন, আমাদের প্রত্যেকের কর্তব্য হল জলবায়ু পরিবর্তনের সংকট মোকাবিলার প্রচেষ্টায় অবশ্যই অবদান রাখতে হবে। এই প্রেক্ষিতে দু'টো অনুকরণীয় উদ্যোগের উদাহরণ রয়েছে। বিশ্বস্তরে ভারত মিশন লাইফস্টাইল ফর এনভায়রনমেন্ট- নামক একটি গণআন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছে। এর উদ্দেশ্য পরিবেশ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নে প্রত্যেক ব্যক্তি ও সম্প্রদায়গুলিকে অধিক সক্রিয় হতে অনুপ্রাণিত করা।

তিনি বলেন, গত বছর, বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে, আমরা আমাদের মাতৃশক্তির পাশাপাশি জীবনদায়িনী প্রকৃতি মায়ের পরিচর্য্যার ক্ষমতাকে সম্মান জানিয়ে 'এক পেড় মা কে নাম' (মায়ের নামে একটি গাছ) বার্তাসহ একটি অনন্য অভিযান শুরু করেছি। এই অভিযানে নির্ধারিত সময়সীমার অনেক আগেই আশি কোটি গাছের চারা লাগানোর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। বিশ্ববাসী, এমন অভিনব উদ্যোগগুলি থেকে নিজেদের আন্দোলনরূপে গ্রহণ করতে পারে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

প্রেস ক্লাবের ৪০ বছর পূর্তি ও প্রজাতন্ত্র দিবস

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি।। আগরতলা প্রেস ক্লাবের ৪০ বছর পূর্তি ও প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে ২৬ শে জানুয়ারি , রবিবার বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে আগরতলা প্রেস ক্লাব। ঐ দিন সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে ক্লাব প্রাঙ্গনে। সন্ধ্যা ৬ টা ৩০ মিনিটে ক্লাবের সকল সদস্য সদস্যা ও তাদের পরিবারকে নিয়ে অনুষ্ঠিত হবে এক প্রীতি সম্মিলনী। অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করবেন রাজ্যের গুণী শিল্পীরা। অনুষ্ঠান শেষে থাকবে নৈশ ভোজের আয়োজন। এই অনুষ্ঠানে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সকল সদস্য সদস্যদের পরিবার নিয়ে উপস্থিত থাকতে একান্তভাবে অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

সংবিধান গৌরব অভিযানে মন্ত্রী রতন লাল নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি : দীর্ঘবছর ধরে এই দেশে কংগ্রেস ক্ষমতায় থাকলেও, তারা কখনো সংবিধান প্রণেতা ড. বি আর আম্বেদকরকে উপযুক্ত মর্যাদা দেয় নি। আজ ২- মোহনপুর মন্ডলের উদ্যোগে আয়োজিত সংবিধান গৌরব অভিযানে গিয়ে একথা বলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

প্রসঙ্গত, আজ ভারতীয় জনতা পার্টির ২- মোহনপুর মন্ডল, যুবমোর্চা ও মহিলা মোর্চার উদ্যোগে সংবিধান গৌরব অভিযান পরিচালনা করা হয়। এই অভিযানে অংশগ্রহণ করেন বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ। এদিন, সংবিধান গৌরব অভিযানকে ঘিরে একটি র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এর নেতৃত্বে ছিলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ। র‍্যালী শেষে তিনি আয়োজকদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। পাশাপাশি অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের ধন্যবাদ জানিয়েছেন। নিজের বক্তব্যে তিনি কংগ্রেস সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলকে কটাক্ষ করেছেন।

এদিন মন্ত্রী বলেন, দেশের যা কিছু উন্নয়ন হচ্ছে, তা একমাত্র সংবিধানের দরুন করা হচ্ছে। আর এই সংবিধানের প্রণেতা ড. বি আর আম্বেদকর। তিনি দেশবাসীর জন্য বহু সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করে গেছেন।

তিনি বলেন, এসটি, এসসি তথা অবিসি কাস্টের জনগণ যেভাবে চাকরির সুযোগ পাচ্ছে এর সবকিছুই ড. বি আর আম্বেদকরের কারণে হচ্ছে, কারণ তিনি পিছিয়ে পড়া জনগণের এগিয়ে আনার জন্য সর্বদা কাজ করেছিলেন।

সিপিআইএম দল সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো কখনোই সংবিধানকে সম্মান করে নি। সর্বদাই এর অপব্যবহার করেছে বলে মন্তব্য করেন মন্ত্রী। সাথে এও বলেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেয়ার পর নরেন্দ্র মোদি প্রথম সংসদ ভবনে ড. বি আর আম্বেদকরের প্রতিকৃতি লাগিয়েছিলেন। ইতিপূর্বে কংগ্রেস দল এই কাজ করেনি। এমনটাই বলেন মন্ত্রী রতন লাল নাথ।

বিজেপি

● প্রথম পাতার পর

ফেলেছেন। আজ সেই কংগ্রেস সংবিধান নিয়ে বড়ো বড়ো মন্তব্য করছে। কিন্তু বিজেপি সরকার সংবিধানকে সম্মান দিয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, বিভিন্ন সময় দেশে যখন সংকট দেখা দিয়েছিল। ওই সময় রাষ্ট্রস্বার্থে বিদেশি শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। আজ এই আরএসএস নিয়ে ভুল মন্তব্য করছে কংগ্রেস। এদিন তিনি সিপিআইএমের ২৪ তম রাজ্য সম্মেলন নিয়ে সরকারে বাধা দেওয়ার অভিযোগে নিয়ে মন্তব্য করেন। তিনি বলপন, সিপিআইএম গণতন্ত্র মানে না। কিন্তু গনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে রাজনৈতিক সমাবেশ করার অধিকার আছে। সরকারি স্থানে জনসমাবেশ করতে চাইলে আগের থেকে আবেদন করতে হয়। তার মানে এই না যে সরকারি কর্মসূচি বাধ দিয়ে, ছাত্র ছাত্রীদের পড়াশোনা ব্যাঘাত ঘটিয়ে সিপিএমকে স্থান দেওয়া হবে। আসলে নিজেদের ত্রুটি ঢাকতে সরকারকে কালিমালিপ্ত করার প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে সিপিআইএম। সেটা কোনোভাবে কাম্য নয়, কারণ জনগণের কাছে সব কিছুর তথ্য রয়েছে।

৭ পুলিশ আধিকারিক

● প্রথম পাতার পর

তিনি সামাজিক মাধ্যমে বলেন, ৭৬ তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি পদক (পিএসএম এবং এমএসএম) এর জন্য নামকরণ করায় ত্রিপুরা পুলিশ কর্মী এবং হোম গার্ডকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই। রাষ্ট্রপতি পদক (পিএসএম) ভূষিত হয়েছেন ত্রিপুরা পুলিশের অতিরিক্ত মহাপরিচালক জি এস রাও, অতিরিক্ত মহাপরিচালক। এসপি বিজয় দেববর্মা এসপি মানিক দাস, ডিএসপি পান্না লাল সেন, ডিএসপি অজয় দেববর্মা, ডিএসপি শ্যামল দেববর্মা। তাছাড়া, সুবেদার নিরঞ্জন দেববর্মাকে মেধাসম্পন্ন পরিষেবা (এমএসএম) পদক দেওয়া হয়েছে) এবং হোম গার্ড রোইসিয়ামা ডার্লং।

অরুনোদয় সাহা

● প্রথম পাতার পর

হয়েছিল। তাঁর বাবা অবনী মোহন সাহা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি একজন মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তিনি অর্থনীতিতে বি.এ. (কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে), এম.এ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে) এবং পিএইচডি (উটাহ স্টেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে) ডিগ্রি অর্জন করেন। তিনি ৩ জুলাই ২০০৭ সালে ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম উপাচার্য্য নিযুক্ত হন এবং ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৩ সালে অবসর গ্রহণ করেন।

তিনি একজন স্বীকৃত লেখক। তাঁর লেখা বিভিন্ন জার্নাল এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর কিছু বই প্রকাশিত হয়েছে। আজ দেশের পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপকদের তালিকা প্রকাশিত হয়েছে। ওই পুরস্কার প্রাপকের তালিকায় তাঁর নাম রয়েছে।

নন্দননগর এলাকায় দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি : শনিবার লায়ন্স ক্লাব অফ আগরতলা গ্যালাক্সি-র পক্ষ থেকে নন্দননগর এলাকায় দুঃস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করা হয়। লায়ন্স ক্লাব অফ আগরতলা গ্যালাক্সি সারা বছরই নানা সামাজিক কর্মসূচির সঙ্গে যুক্ত থাকে। সামাজিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শনিবার আগরতলার নন্দনগর মসজিদ রোড ফাইভ স্টার ক্লাবে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দুস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে প্রায় ১০০ জন এলাকার জনগণের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ করল লায়ন্স ক্লাব অফ আগরতলা গ্যালাক্সির সদস্যরা ।সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সংগঠনের প্রেসিডেন্ট প্রণব দাস জানান, লায়ন্স ক্লাব অফ আগরতলা গ্যালাক্সি সারা বছরই নানা সামাজিক কর্মসূচির সঙ্গে নিজেদের জড়িত রাখে। সেই সামাজিক কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আজ নন্দননগর এলাকায় এই শীত বস্ত্র বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আগামী দিনগুলিতে ও তাদের এ ধরনের সেবামূলক কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

গাঁজা

● আটের পাতার পর

করতে পারেনি আরপিএফ ।আরপিএফ-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাম্প্রতিক সময়ে নেশা কারবারীরা সড়কপথের পরিবর্তে রেলপথকে বেশি ব্যবহার করছে। বিভিন্ন রেল স্টেশনে নেশাজাতীয় দ্রব্য উদ্ধারের ঘটনা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। কখনো দেশীয় নেটওয়ার্কের মাধ্যমে, আবার কখনো আন্তর্জাতিক অনুপ্রবেশের মাধ্যমে এ ধরনের নেশাজাতীয় সামগ্রী পাচারের চেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে মাদক চক্র ।ধর্মনগর আরপিএফ-এর আধিকারিক বিষ্ণু পান্ডা দাস জানান, "নেশা কারবারীরা যতই নতুন পন্থা অবলম্বন করুক, আমরা তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। আমাদের টিম প্রতিনিয়ত তৎপর রয়েছে।"তবে এই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করতে স্থানীয়দের সহযোগিতা এবং রেলপথে তদারকি আরও বাড়ানোর কথা বলেছেন রেলপুলিশ ও আরপিএফ কর্মকর্তারা।

কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরে ১৫ তম জাতীয় ভোটদান দিবস এবং ৬২ তম রাজ্যন্তরীয় শাস্ত্রীয়স্পর্ধা আয়োজিত

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি:- কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরে আজ ১৫ তম জাতীয় ভোটদান দিবস এবং ৬২ তম রাজ্যন্তরীয় শাস্ত্রীয় প্রতিযোগিতা আযোজিত হয়েছে। বিগত ২৪/০১/২০২৫ তারিখে ৬২ তম রাজ্যন্তরীয় শাস্ত্রীয় প্রতিযোগিতায় মুখ্য অতিথির আসন অলংকৃত করেন রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, (তিরুপতি) বেদান্ত বিভাগের প্রফেসর সতীশ কে. এস. মহোদয়। তিনি তাঁর ভাষণে ছাত্রছাত্রীদের শাস্ত্রীয় স্পর্ধা বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করেছেন। ডারতীয় শাস্ত্রের প্রাসঙ্গিকতা বিষয়েও তিনি জ্ঞানগর্ভ আলোচনা করেছেন। ২৪/০১/২০২৫ থেকে ২৫/০১/২০২৫ পর্য্যন্ত ব্যাকরণ ভাষণ, সাহিত্য ভাষণ, ন্যায় ভাষণ, সাংখ্যযোগ ভাষন, মীমাংসা ভাষণ, বেদান্ত ভাষণ, আয়ুর্বেদ ভাষণ, ভারতীয় বিজ্ঞান ভাষণ, ব্যাকরণ শলাকা, কাব্য কণ্ঠ পাঠ, অমরকোষ কণ্ঠ পাঠ, অষ্টাধ্যায়ী কণ্ঠ পাঠ, ধাতুরূপ কণ্ঠপাঠ, ভগবতগীতা কণ্ঠ পাঠ, সুভাষিত কণ্ঠ পাঠ, উপনিষদ কণ্ঠপাঠ, সমস্যাপূর্তি, অক্ষর শ্লোক, শাস্ত্রীয় স্ফূর্তি স্পর্ধা, মীমাংসা শসাকা, রামায়ণ কণ্ঠপাঠ মোট ১৯টি বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা রাজ্যস্তরীয় শাস্ত্রীয় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে।

এই অনুষ্ঠানে অধ্যক্ষতা কবেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরের মাননীয় নির্দেশক প্রফেসর প্রভাত কুমার মহাপাত্র মহোদয়। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন প্রফেসর অবধেস কুমার চৌবে মহোদয় এবং প্রফেসর বুলুসু পদ্মামিত্র শ্রীনিবাস মহোদয়। এই অনুষ্ঠানে সমস্ত অধ্যাপক অধ্যাপিকা, কর্মচারী এবং দ্বাত্রছাত্রীরা উপস্থিত দিলেন।

আজ ২৫/০১/২০২৫ তারিখে জাতীয় ভোটদান দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসরে সচেতনতা মূলক কার্য্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে মুখা অতিথির আসন অলংকৃত করেন সাব ডিভিশনাল ম্যাজিস্ট্রেট, মোহনপুর) আই.এ.এস শ্রী নির্মল কুমার মহোদয়। তিনি তাঁর ভাষণে, ভোটদানের থিম 'ভোটের মতো কিছুই নেই, আমি ভোট দেব নিশ্চয়ই এই বিষয়ে আলোকপাত করেন। এইবারের থিম যা গত বছরের থিমের ধারাবাহিকতা এবং ভোটের শক্তির মাধ্যমে নির্বাচনী প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের প্রতি একজন ব্যক্তির অনুভূতি এবং আকাঙ্খার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়।

সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় স্তবের প্রশিক্ষক (ভারতের নির্বাচন কমিশন) স্ত্রী সুভাষ দত্ত মহোদয়। আজকের এই অনুষ্ঠানের অধ্যক্ষতা করেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়, একলব্য পরিসবের নির্দেশক প্রফেসর প্রভাত কুমার মহাপাত্র মহোদয়। অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপিকা ড. মঞ্জুসা চেয়ে ঠেমদেও মহোদয়া। সকলের প্রতি ধন্যবাদ ভাষণ প্রদান করেন বেদান্ত বিভাগের অধ্যাপক ড. নেপাল দাস মহোদয়। রাষ্ট্রগানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি সূচিত হয়।

লালসিংমুড়ায় মহিলাকে বেধড়ক মারধরের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি: কিস্তির টাকা পরিশোধ করাকে কেন্দ্র কবে . স্বসহায়ক দলের মহিলারা তাঁদের দলেরই ওই মহিলা সমস্যাকে বাড়িতে ঢুকে মারধর করেছেন। মারধর করে তাঁর মাথার চুল কেটে দেওয়া হয়েছে। আজ ওই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস।

প্রসঙ্গত, গত ২৩ জানুয়ারি বিশালগড়ের লালসিং মুড়া তথাকথিত লাখপতি দিদির উপর তার শিশুপুত্র সন্তানের সামনে সেল্ফ হেল্প গ্রুপের টাকা আদায়ের অজুহাতে বিজেপি দলের পুরুষ ও মহিলা প্রায় জনা ১৫ কার্য্যকর্তা বেপরোয়া আক্রমণ সংঘঠিত করে বলে গুরুত্ব অভিযোগ করেছে প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস। তাকে মারধর করে আহত করার পাশাপাশি মহিলার মাথার সমস্ত চুল কেঁটে নিয়ে যায়। আত্মরক্ষার্থে মহিলা এবং তার শিশুসন্তান চিৎকার করলে পরেও ভীতসন্ত্রস্ত এলাকাবাসী কেউই মহিলাকে রক্ষায় এগিয়ে আসেনি। পরবর্তী সময়ে মহিলার স্বামী বাড়িতে ফিরে আসার পর শাসক দলের আক্রমণকারী ১২জনের বিরুদ্ধে স্থানীয় থানায় মামলা নথিভুক্ত করার পরও সুশাসনের সরকারের পুলিশ এখনো কাউকে গ্রেফতার করেনি। ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস এই ঘটনাকে কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে করে না। বিজেপি শাসনকালে একাধারে ধর্ষণ, গণধর্ষণ, নারী নির্যাতন, অপহরণের নানা ঘটনা বৃদ্ধির সাথে সাথে মহিলাদের বিভিন্ন অভিযোগে মারধরের ঘটনাও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এক্ষেত্রে আইন প্রশাসনকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে শাসকদলের নেতা কর্মীরা মরিয়া হয়ে উঠেছে। এই ঘটনা সমুহ বাম সরকারের সময়কালের বিভিন্ন নারী নির্য্যাতনের ঘটনা এমনকি আলোড়ন সৃষ্টিকারী চন্দ্রপুর টাটাকালী বাড়ির ঘটনাকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে। প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস লালসিং মুড়ার এই বর্বরোচিত ঘটনার তীব্র নিন্দার পাশাপাশি সমস্ত অভিযুক্তদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও কঠোর শাস্তির দাবি জানিয়েছে।

পাশাপাশি রাজ্যের মহিলা সহ সমস্ত অংশের শুভবুদ্ধি সম্পূর্ণ মানুষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে নারী নির্যাতন সহ এই জাতীয় ঘটনার প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য।

রাজ্যপাল

● প্রথম পাতার পর

হয়েছে। রাজ্যে প্রতিটি নির্বাচনেই ভোটরগণ উৎসবের মেজাজে ভোটাধিকার প্রয়োগ করছেন। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনের ২নং হলে রাজ্যভিত্তিক ১৫তম জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব আরও বলেন, প্রতি বছর ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপন করা হয়।

জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপনের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে ভোটারদের ভোটদানে উৎসাহিত করা। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ব্রিজেশ পান্ডে। উপস্থিত ছিলেন স্টেট ইলেকশন কমিশনার শরদিন্দু চৌধুরী, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা বিশাল কুমার, অতিরিক্ত মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক উষাজেন মগ ও পদ্মশ্রী দীপা কর্মকার। অনুষ্ঠানে পদ্মশ্রী দীপা কর্মকারকে রাজ্যের সিস্টেমেটিক ভোটার্স এডুকেশন এন্ড ইলেক্টোরাল আইকন হিসেবে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তাছাড়াও সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় রাজ্যের দিব্যাঙ্গজন আইকন প্যারা সুইমার সমীর বর্মণ ও ট্রান্সজেন্ডার আইকন নুপুর চক্রবর্তীকে। মুখ্যসচিব জে কে সিনহা তাদের হাতে স্মারক তুলে দেন। তাছাড়াও অনুষ্ঠানে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার যুব আইকন হিসেবে মিস্টার ইন্ডিয়া ট্যুরিজম টাইটেল্ড ওয়ার্লড-২০২২ মিঠুন দেববর্মা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার মহিলা আইকন হিসেবে ফেমিনা মিস ইন্ডিয়া ত্রিপুরা-২০২২ ঋত্বিকা মজুমদার এবং দিব্যাঙ্গজন আইকন হিসেবে উদ্যান ও মৃত্তিকা সংরক্ষণ দপ্তরের অবসরপ্রাপ্ত উপ অধিকর্তা সুব্রত গাঙ্গুলীকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে জাতীয় ভোটার দিবসের শপথবাক্য পাঠ করানো হয়। শপথবাক্য পাঠ করেন মুখ্যসচিব জে কে সিনহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যসচিব জে কে সিনহা ইলেকশন অ্যাওয়ারনেস ক্যালেন্ডার, ২০২৫-এর আবরণ উন্মোচন করেন। তাছাড়াও জাতীয় ভোটার দিবস ২০২৫ উপলক্ষে একটি তথ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। অনুষ্ঠানে অতিথিগণ নতুন ভোটারদের হাতে সচিত্র পরিচয়পত্র তুলে দেন। অনুষ্ঠানে সাধারণ নির্বাচন ২০২৪ এবং ভোটার তালিকা প্রণয়ন সংক্রান্ত কাজে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য নির্বাচন দপ্তর, জেলা প্রশাসন, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের আধিকারিকগন সহ বিএলও এবং বিএলও সুপারভাইজারদের সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। মুখ্যসচিব জে কে সিনহা ও অন্যান্য অতিথিগণ তাদের হাতে সংশাপত্র তুলে দেন ।তাছাড়াও, ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় পালিত হলো জাতীয় ভোটার দিবস। ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটে জাতীয় ভোটার দিবসে নতুন ভোটারদের হাতে স্বচিত্র পরিচয় পত্র তুলে দিয়ে ভোটার দিবস উদযাপন করলো ঊনকোটি জেলা প্রশাসন ।শনিবার জাতীয় ভোটার দিবস। এবছর গোটা দেশেই প্রশাসনিকভাবে পালিত হচ্ছে ১৫ তম জাতীয় ভোটার দিবস। ঊনকোটি জেলাতেও জেলা প্রশাসনের তরফে অনুষ্ঠিত হলো জেলা ভিত্তিক অনুষ্ঠান। কুমারঘাটের পঞ্চায়েত সমিতির কনফারেন্স হলে জেলা ভিত্তিক অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অবসরপ্রাপ্ত প্রশাসনিক আধিকারিক প্রতাপ চাকমা। উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলা শাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক দিলিপ কুমার চাকমা, জেলা বন আধিকারিক কৃষ্ণগোপাল রায়, সিনিয়র ডেপুটি মেজিস্ট্রেট বিজয় সিনহা সহ অন্যান্যরা। অনুষ্ঠানে আলোচনা রাখতে গিয়ে উদ্বোধক প্রতাপ চাকমা বলেন, ভোটের মতো গুরুত্বপূর্ন আর কিছুই হতে পারেনা। যারা এবছর নতুন ভোটাধিকার পেলেন তারা হাতে পেলেন দেশ গড়ার মর্যাদা। তাদের ভোটদানের মাধ্যমেই আরো মজবুত হবে দেশ। ভোটদানের বিষয়ে ভোটারদের সচেতন করা এবং তাদের ভোটদানে উদ্বুদ্ধ করাই এই ভোটার দিবস পালনের উদ্দেশ্য বলে জানান উদ্বোধক। এদিন বক্তব্য রাখেন ঊনকোটি জেলা শাসক তথা জেলা নির্বাচনী আধিকারিক দিলিপ কুমার চাকমা। তিনি বলেন,বর্তমানে ৯৯ কোটি ভোটারের নাম নথিভুক্ত হয়েছে দেশের ভোটার তালিকায় তারমধ্যে যুবভোটারের সংখ্যা ২১ কোটি। যুবভোটার দেশের মূল শক্তি। তরুন ভোটারদের ভোট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দেশের চিত্র পাল্টে যেতে পারে বলে বক্তব্যে আশাব্যাক্ত করেন জেলা শাসক ।এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন ভোটারদের হাতে স্ব-চিত্র পরিচয় পত্র তুলে দেন অতিথীরা। পাশাপাশি ভোটের কাজে নিয়োজিত থাকা পুলিং অফিসার ও বিএলওদের হাতেও তুলে দেওয়া হয় শংসা পত্র। ভোটদানের স্বিকৃতি হাতে পেয়ে খুশি এলাকার নতুন ভোটাররা।

৪টি বাঙ্কার

● আটের পাতার পর

আমবাগান পাহারার জন্য তৈরি কুঁড়েঘরের নীচে মাটি খুঁড়ে সন্ধান মেলে একটি ভূগর্ভস্থ 'স্টোরেজ'-এর। ঠিক তার পাশেই একটি আমগাছের পাশে মাটি খুঁড়ে পাওয়া যায় একটি বাঙ্কার। এভাবেই আশপাশে মেলে আরও দুটি বাঙ্কার।

শনিবার বিকেলে অভিযানের 'সমাপ্তি' ঘোষণা করে সীমান্তরক্ষী বাহিনী। শেষ পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে ৬২,২০০টি নিষিদ্ধ কাশির সিরাপের বোতল। যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় দেড় কোটি টাকা।

বিএসএফ মনে করছে, সীমান্তের চোরাচালান চক্রের একটি বৃহত্তর পরিকল্পনা আটকে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তবে জড়িতদের খোঁজ চলছে। দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের বিএসএফের ডিআইজি (জনসংযোগ) নীলোৎপল পাণ্ডে বলেন, "সীমান্ত জুড়ে পাচার চক্রের একটি বড় নেটওয়ার্ক ভেঙে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ার বিএসএফের অন্যতম সাফল্য এটি।"

সম্বর্ধনা জ্ঞাপন অনুষ্ঠানে সাংসদ রাজীব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি : শনিবার বনমালীপুর বিধানসভা এলাকার ২৫ নম্বর ওয়ার্ডে বিজেপির উদ্যোগে অভিভাবকদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়েছে। এ উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য বিশিষ্টজনেরা উপস্থিত ছিলেন।

আজ ৯ বনমালিপুর মণ্ডলের ২৫ নং ওয়ার্ডে শনিবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এলাকার অভিভাবকদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, ২৫ নং ওয়ার্ডের কর্পোরেটর সীমা দেবনাথ মণ্ডল সভাপতি অরিন্দম চৌধুরী এবং উপস্থিত ছিলেন মণ্ডল কমিটির সদস্য দিব্যেন্দু দত্ত। সহ অন্যান্যরা।এখানে ১৫ জন অভিভাবককে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এদিন অনুষ্ঠানে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্য বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় আসার আগে পূর্ববর্তী সরকার উত্তর পূর্বাঞ্চলকে রাখার চক্রান্ত করেছে। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় আসার পর থেকেই উত্তর-পূর্বাঞ্চলের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছে সরকার। ফলে ত্রিপুরাসহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উন্নয়নের গতি ত্বরান্বিত হচ্ছে বলে এদিন উল্লেখ করেন সাংসদ রাজিব ভট্টাচার্য।

বসে আঁকো প্রতিযোগিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি: বড়দোয়ালী নব অঙ্গীকার সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে শনিবার এক বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নেতাজির জন্ম জয়ন্তী পালন উপলক্ষেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। শনিবার এক অনুষ্ঠানে মধ্য দিয়ে আগরতলার বড়দোয়ালী নব অঙ্গীকার সামাজিক সংস্থার পক্ষ থেকে বসে আঁকা প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বসে আঁকো প্রতিযোগিতার শুভ উদ্বোধন করেন মাননীয় বিচারপতি অরিন্দম লোধ। অনুষ্ঠানে ক্লাব সেক্রেটারি দেবদাস বক্সী সহ ক্লাবের সদস্যরা এবং এলাকাবাসী উপস্থিত ছিলেন। এদিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিচারপতি অরিন্দম বলেন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিষয়গুলো বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে হবে। তাদেরকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। নব অঙ্গীকার সামাজিক সংস্থাকে আগামী দিনে আরো নতুন নতুন চিন্তা ভাবনা নিয়ে সমাজের উন্নয়নে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি।

সমাধান

● আটের পাতার পর

আগরতলা উদয়পুর গামী গাড়িটি আটক করেন। ঘটনাস্থল থেকে উধাও কন্টাকটার। ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে আসেন বিধায়ক সুশান্ত দেব সহ বিশালগড় থানার পুলিশ। আক্রান্ত ছাত্র-ছাত্রীরা সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে উক্ত ঘটনা বিস্তারিত তুলে ধরেন ।তাছাড়া, বিশালগড়ের স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা বেশ কিছুদিন যাবত বিধায়ক সুশান্ত দেবকে সোশ্যাল মিডিয়ার মধ্যে দিয়ে ট্যাগ করে তাদের উপর যে ঘটনাগুলি হয়েছে তা সব বিস্তারিত জানানোর পর বিধায়ক সহ ছাত্র-ছাত্রী সকল জনগণ তার জন্য দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এবং অভিযুক্ত গাড়িটিকে আটক করেন। বিধায়ক সুশান্ত দেব জানিয়েছেন, ওই ঘটনা নিয়ে সমস্ত দূর পাল্লার গাড়ির মালিক সহ সংগঠনের নেতৃত্ব দেন সাথে এই বিষয়ে আজ বিকেল বেলায় বৈঠক করা হবে। পাশাপাশি বিধায়ক বলেন বিশালগড়ের কোন ব্যক্তির অপমান হবে সেটা তিনি সহ্য করতে পারবেন না। যারা আমাকে ভোট দিয়ে পবিত্র বিধানসভায় নিয়েছেন তাদের অসম্মান আমি কোন মতেই মেনে নিতে পারবো না।

ত্রিপুরা পঞ্চায়েত কর্মচারী সমিতির রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি: ত্রিপুরা পঞ্চায়েত কর্মচারী সমিতির ৫ম ত্রিবার্ষিক ২১তম প্রতিনিধি ভিত্তিক রাজ্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে।

এদিন সম্মেলনে ত্রিপুরা পঞ্চায়েত কর্মচারী সমিতির ৩৭ টি দাবি তুলে ধরা হয়েছে। সমিতির সাধারণ সম্পাদক শংকর সেনগুপ্ত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে নিজের বক্তব্যে এই দাবিগুলোর কয়েকটি তুলে ধরেন।

সাধারণ সম্পাদক শংকর সেনগুপ্ত বলেন, সরকার কর্তৃক প্রদত্ত বেশ কিছু প্রতিশ্রুতি এখনো পালন করা হয় নি। সরকার ২০১৮ সালে ক্ষমতায় আসার আগে প্রতিশ্রুতি দিলেও অদ্যবধি সপ্তম পে কমিশন দেয়নি। এছাড়াও বিভিন্ন দপ্তরে বদলির হিড়িক চলছে, যা দলীয় স্তরেই হচ্ছে। এই বদলি বন্ধ করতে হবে। পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন দপ্তরের শূন্যপদে নিয়োগ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা এবং প্রাপ্য ভাতা ও বকেয়া বেতন কর্মচারীদেরকে দেওয়ার বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন।

তিনি আরো বলেন, আজকের এই সম্মেলনে বিভিন্ন জেলা থেকে আরো বেশ কিছু কর্মচারীর আসর কথা ছিল। কিন্তু প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রস্তুতির কথা বলে তাদের দপ্তরে উপস্থিত হওয়ার জন্য বাধ্য করা হয়েছে। মূলত আজকের আয়োজিত এই সম্মেলনকে পন্ডশ্রম করার উদ্দেশ্যে সরকার এই উদ্যোগ নিয়েছে বলে প্রকাশ করেন শংকর সেনগুপ্ত।

পদ্মশ্রী পাচ্ছেন

● আটের পাতার পর

শৃঙ্খলা/ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে দেওয়া হয়, যেমন- শিল্প, সমাজকর্ম, পাবলিক অ্যাফেয়ার্স, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, বাণিজ্য ও শিল্প, চিকিৎসা, সাহিত্য ও শিক্ষা, ক্রীড়া, নাগরিক পরিষেবা ইত্যাদি। 'পদ্মবিভূষণ' দেওয়া হয় ব্যতিক্রমী এবং বিশিষ্ট সেবা জন্য। তাছাড়া, উচ্চ মানের বিশিষ্ট সেবার জন্য 'পদ্মভূষণ' এবং যেকোনো ক্ষেত্রে বিশিষ্ট সেবার জন্য 'পদ্মশ্রী'। প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

সদর ক্রিকেটে কর্ণেলকে হারিয়ে জয়ের ধারা অব্যাহত এগিয়ে চল সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগোচ্ছে এগিয়ে চল সংঘ। দ্বিতীয় ম্যাচেও দুর্দান্ত জয় পেয়েছে, ১০৫ রানের ব্যবধানে, কর্ণেল কোচিং সেন্টার কে হারিয়ে। খেলা টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ বি গ্রুপের লীগ পর্যায়ের। নরসিংগড়ে পঞ্চায়েত গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কর্নেল কোচিং সেন্টার প্রথমে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। মিটিং এর সুযোগ পেয়ে এগিয়ে চলো সংঘ নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে ২৪১ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে কর্ণেল কোচিং সেন্টার ৩৯.২ ওভার খেলে ১৩৬ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। বিজয়ী দলের অর্চিত ভৌমিক (৫.২-০-২৫-৫) দুর্দান্ত বোলিংয়ের সৌজন্যে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। ব্যাটিংয়ে সুমন যাদবের ৯৫ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। ১৫৩ বল খেলে ১২টি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে সুমন ৯৫ রান সংগ্রহ করে। তবে পাঁচ রানের জন্য সেঞ্চুরি মিস করে তার আফসোস রয়ে গেলো। এছাড়া, স্নেহাল দত্ত সংগ্রহ করেছে ৬০ রান। কর্নেল কোচিং সেন্টারের অসিত সাহা সর্বাধিক ৩৪ রান পেয়েছিল। বোলিংয়ে এগিয়ে চল-র শঙ্খদীপ দাস ২৪ রানে এবং কর্নেল কোচিং সেন্টারের দেব ভৌমিক ৪১ রানের দুটি করে উইকেট পেয়েছিল।

নাইডু : হিসেব কষে খেলছে কেরালা ব্যাকফুটে থেকে লড়ছে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম দিনে ১২ উইকেটের পতন। সফরকারী কেরালা দিনের খেলা শেষে ১৪৭ রানে পিছিয়ে রয়েছে। তবে তাঁদের হাতে এখনও ৮ উইকেট বিদ্যমান। তবে প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ত্রিপুরা দলের ব্যাটার্সরা ২০০ রান সংগ্রহ করতে সক্ষম হবে না, সেটা কিন্তু অনেকেই ভাবেননি। নরসিংগড়ে পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে কেরালার অধিনায়ক প্রথমে ফিল্ডিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ত্রিপুরা দল ৫৩.৩ ওভার খেলে ১৯৮ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। দলের পক্ষে ইন্দ্রজিৎ দেবনাথ এর ৬৬ রান যথেষ্ট উল্লেখযোগ্য। ইন্দ্রজিৎ ৮৬ বল খেলে দশটি বাউন্ডারি ও একটি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৬৪ রান পায়। এছাড়া ঋতুরাজ ঘোস রায়-এর ২৯ রান এবং আনন্দ ভৌমিকের ২৫ রান ও সৌরভ করের অপরাজিত ২৩ রানও কিছুটা উল্লেখ করার মতো। কেরালার ইভেন আপেল টম ৪৩ রানে পাঁচটি উইকেট তুলে নেয়। এছাড়া, আখিম ৫১ রানে তিনটি ও আহমেদ ইমরান একটি উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে কেরালা দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ১৫ ওভার ব্যাটিং এর সুযোগ পায়। ইতোমধ্যে ২ উইকেট হারিয়ে ৫১ রান সংগ্রহ করেছে। শূন্য রানে প্রথম উইকেট এবং পাঁচ রানে দ্বিতীয় উইকেটের পতন ঘটলেও তৃতীয় উইকেটের জুটিতে বরুন নায়ানার ও আহমেদ ইমরান দুজনে ২৩ করে রান সংগ্রহ করে অপরাজিত ভূমিকায় উইকেটে অবস্থান করে দলের ভিত পাকা গড়ার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছে। ত্রিপুরার সৌরভ কর ও দানবীর সিং দুজনে একটি করে উইকেট পেয়েছে।

ব্রাজিলকে হারাল আর্জেন্টিনা

দক্ষিণ আমেরিকার অনূর্ধ-২০ চ্যাম্পিয়নশিপে কাল রাতে আর্জেন্টিনার কাছে ৬-০ গোলে হেরেছে ব্রাজিল। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের কাছে ৬ গোল হজমের পরও হাঁফ ছেড়ে বাঁচার অনুভূতি নিতে পারেন ব্রাজিলের সমর্থকেরা। ৭ গোল তো হজম করতে হয়নি! নইলে যে ফিরে আসত ১১ বছর আগের সেই ‘সেভেন আপে’র দুঃস্বপ্ন।

তাই বলে ছয় গোলের ‘ঘা’টাও লুকোনোর পথ নেই। মহাদেশীয় চ্যাম্পিয়নশিপটির ইতিহাসে এর আগে কখনোই এত বড় ব্যবধানে হারেনি ব্রাজিল। প্রতিযোগিতাটির ৭১ বছরের ইতিহাসে গতকাল রাতের আগ পর্যন্ত ব্রাজিল কখনো তিন গোলের বেশি ব্যবধানেই হারেনি। দক্ষিণ আমেরিকার অনূর্ধ-২০ পর্যায়ের এই চ্যাম্পিয়নশিপে সর্বশেষ কোনো দল ৬-০ গোলে হেরেছিল ২০১৩ সালে। বলিভিয়ার জালে ৬ গোল করেছিল কলম্বিয়া।

তবে ব্রাজিলের জন্য এর চেয়েও বড় যন্ত্রণা অন্য জায়গায়, আর্জেন্টিনার জন্য যেটি মহা আনন্দের।

জাতীয় দলের যে কোনো স্তর (অনূর্ধ-১৫ থেকে সিনিয়র দল) বিবেচনায় ব্রাজিলের বিপক্ষে এটাই আর্জেন্টিনার সবচেয়ে বড় ব্যবধানের জয়।

স্পেনের ভ্যালেন্সিয়ায় মিসায়েল দেলগাদো স্টেডিয়ামে আর্জেন্টিনা অনূর্ধ-২০ দলের কোচ হিসেবে এটাই ছিল ডিয়েগো প্লাসেন্তের প্রথম ম্যাচ। গত ডিসেম্বরে হাভিয়ের মাচেরানো ইন্টার মায়ামি কোচের দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন প্লাসেন্তে। এবারের দক্ষিণ আমেরিকা অনূর্ধ-২০ চ্যাম্পিয়নশিপেও এটি ছিল ব্রাজিল ও আর্জেন্টিনার প্রথম ম্যাচ।

২০২৩ সালে অনূর্ধ-১৭ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে খেলা দলের প্রধান খেলোয়াড়দের রেখে একাদশ সাজিয়েছিলেন প্লাসেন্তে। ১১ মিনিটের মধ্যেই ৩ গোল পেয়ে যায় আর্জেন্টিনা। ৬ মিনিটে রিভার প্লেটের প্রতিভা ইয়ার সুবিয়াব্রের করা গোলের উৎস ছিলেন ভ্যালেন্তিনো আকুনা। লিওনেল মেসিকে নিয়ে স্প্যানিশ পরিচালক অ্যালেক্স দে লা ইগলেসিয়ার বানানো তথ্যচিত্রে এই আকুনা মেসির চরিত্রে ছিলেন।

৮ম মিনিটে আর্জেন্টিনাকে দ্বিতীয় গোলটি এনে দেন ম্যানচেস্টার সিটির (এখন ধারে রিভার প্লেটে) ১৯ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড এচেভেরি। তাঁর গোলেরও উৎস ছিলেন আকুনা। তিন মিনিট পর আত্মঘাতী গোল করে বসেন ব্রাজিলের রাইট ব্যাক ইগর সেরাতো। বিরতির পর ৫২, ৫৪ ও ৭৮ মিনিটে আরও তিন গোল করে আর্জেন্টিনা।

অনেকটা প্রথমার্ধের পুনরাবৃত্তির মতোই দ্বিতীয়ার্ধে খেলা শুরুর ৭ ও ৯ মিনিটে আর্জেন্টিনাকে গোল এনে দেন অগাস্তিন রুবের্তো ও এচেভেরি। শেষ গোলটি সান্তিয়াগো হিদালগোর।

অবসরের জল্পনা উড়িয়ে দিলেন জোকোভিচ

নোভাক জোকোভিচের থেকে বয়সে ঠিক এক সপ্তাহের বড় তাঁর কোচ অ্যান্ডি মারে। তিনি ৩৭ বছর বয়সে অবসর নিয়েছিলেন। রাফায়েল নাদাল অবসর নিয়েছিলেন ৩৮ বছর বয়সে। রজার ফেডেরার শেষ গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেলেছিলেন ৩৯ বছর বয়সে। এই বছর মে মাসে ৩৮ বছর বয়স হবে জোকোভিচের। তিনিও কি এ বার অবসরের গ্রহে ঢুকে পড়বেন? সেই সম্ভাবনা উড়িয়ে দিলেন ২৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মালিক।

শুক্রবার পায়ের পেশি ছিঁড়ে যায় জোকোভিচের। যে কারণে অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালে অ্যালেক্সান্ডার জেরেভের বিরুদ্ধে প্রথম সেটে হেরে যাওয়ার পরেই ম্যাচ ছেড়ে দেন। এই চোট সারিয়ে আবার গ্র্যান্ড স্ল্যাম খেলতে নামবেন জোকোভিচ?

পরের গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফরাসি ওপেন। যা শুরু হবে মে মাসের শেষ দিকে। তত দিনে ৩৮ বছর বয়স হয়ে যাবে জোকোভিচের। চোট সারিয়ে সুস্থ হতে পারবেন তিনি? জোকোভিচ বলেন, “চোট কতটা চিন্তার, তা আমি জানি না। এমন নয় যে আমি এটা নিয়ে খুব চিন্তা করছি। এখন প্রতিটা গ্র্যান্ড স্ল্যামই হয়ে গিয়েছে যে, আমি চোট পাব, না কি পাব না। শেষ দু’বছরে পরিসংখ্যান আমার পক্ষে নেই। সত্যিই আমি শেষ কয়েক বছরে বেশি চোট পাচ্ছি। কী কারণ জানি না। হয়তো একাধিক কারণ আছে। তবে আমি খেলা ছাড়ছি না। আরও গ্র্যান্ড স্ল্যাম জেতার জন্য নামব। যে দিন মনে হবে সব কিছু তুলে রাখি, সে দিন ছেড়ে দেব।”

কার্লোস আলকারাজের বিরুদ্ধে ম্যাচেই বাঁ পায়ে চোট পেয়েছিলেন জোকোভিচ। সেই চোট যাতে না বাড়ে তার জন্য অনুশীলন করেননি। তাতেও শেষরক্ষা হল না। জোকোভিচের কথায়, “চোটের অবস্থা ক্রমশ খারাপ হচ্ছিল। আমি বুঝতে পারছিলাম, প্রথম সেট জিততে পারলেও আমার সামনে পাহাড়প্রমাণ লড়াই অপেক্ষা করে রয়েছে।”মনে রাখতে হবে গত বছর হাঁটুতে অস্ত্রোপচার হয়েছিল জোকোভিচের। তার দেড় মাসের মধ্যে উইম্বলডনের ফাইনালে উঠেছিলেন তিনি। যদিও সে বার আলকারাজের বিরুদ্ধে হেরে গিয়েছিলেন। অস্ত্রোপচারের তিন মাস পর আলকারাজকে হারিয়েই প্যারিস অলিম্পিক্সে সোনা জিতেছিলেন জোকোভিচ। তবে শুক্রবারের চোটের পর তিনি কত দিন টেনিস কোর্টের বাইরে থাকবেন তা স্পষ্ট করে বলতে পারেননি। তবে জোকোভিচ আর ফিরতে পারবেন না, এমন ভেবে নেওয়াটা ভুল হবে।

পাঞ্জাবে ম্যাচের মাঝেই আক্রান্ত তামিলনাড়ুর মহিলা দল, বন্দি কোচ!

কবাডি ম্যাচ ঘিরে পাঞ্জাবে তুমুল গোলযোগ দুই দলের মধ্যে। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে মহিলাদের কবাডি ম্যাচ শেষ হল হাতাহাতির মধ্যে দিয়ে। অভিযোগ, তামিলনাড়ুর মহিলা দলের সদস্যদের আক্রমণ করা হয়। ঘটনায় প্রতিক্রিয়া দিয়েছেন তামিলনাড়ুর উপমুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিন।

জানা যাচ্ছে মহিলাদের বিশ্ববিদ্যালয় ভিত্তিক সর্বভারতীয় কবাডি প্রতিযোগিতায় তামিলনাড়ুর মাদার টেরেসা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাচ ছিল দ্বারভাঙা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। ম্যাচ চলাকালীন বচসা বাঁধে দুই দলের অ্যাথলিটদের মধ্যে। রেফারির কাছে অভিযোগ জানালে তিনি তামিলনাড়ুর এক অ্যাথলিটকে আক্রমণ করেন বলে অভিযোগ। ঘটনা পর হাতাহাতিতে জড়িয়ে পড়ে দুই দল। তামিলনাড়ুর কয়েকজন আহত হয়েছেন বলে খবর। সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওয় দেখা যায়, উপস্থিত দর্শকরাও দ্বারভাঙ্গা বিশ্ববিদ্যালয়ের হয়ে ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ে। রীতিমতো চেয়ার ভাঙাভাঙি চলে গোটা চত্বর জুড়ে। পরিস্থিতি হাতের বাইরে যেতে পুলিশও হস্তক্ষেপ করে। এই বিষয়ে তামিলনাড়ু দলের এক সদস্য একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, “আমরা কী বলতে চাইছিলাম, সেটা কেউ বুঝতে পারছিলেন না। এমনকী পুলিশও ইংরেজিতে কিছু বুঝতে পারেনি।” দলের ম্যানেজারের বক্তব্য, তাঁদের কোচকে দীর্ঘক্ষণ তালাবন্ধ করে একটি ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল। ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিন। তিনি জানিয়েছেন, “আমরা অভিযোগ পেয়েই পদক্ষেপ নিয়েছি। প্লেয়াররা যাতে সুরক্ষিত থাকে, তার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপাতত ওরা দিল্লি হাউসে থাকবে। পরে তামিলনাড়ুতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হবে।” তবে প্রতিবাদের সঙ্গে খোঁচা দিতে ছাড়েননি বিপক্ষ এইএডিএমকে দলের নেতা ডি জয়কুমার। তিনি বলেন, “ট্রফি জিতে ফেরার পর টাকা দেওয়ার থেকে ম্যাচের সময় নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।”

বর্ষসেরা টেস্ট দলে তিন ভারতীয়

আইসিসির বর্ষসেরা টেস্ট একাদশে দাপট রইল ভারতীয় ক্রিকেটারদের। ওয়ানডে ক্রিকেটের সেরা এগারোয় কেউ সুযোগ না পেলেও, টেস্ট দলে আছেন তিনজন। জশপ্রীত বুমরাহ, যশস্বী জয়সওয়াল ও রবীন্দ্র জাদেজা আছেন এই দলে। নেতৃত্ব দেবেন প্যাট কামিন্স।

চলতি বছরের শেষটা একেবারেই ভালো হয়নি ভারতের। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে চুনকামের পর বর্ডার গাভাসকর ট্রফিতেও পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। একেবারেই ছন্দে ছিলেন না রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলির মতো তারকারা। সেখানে ভারতকে একপ্রকার একা টেনেছেন জশপ্রীত বুমরাহ। ৫ টেস্টে ৩২টি উইকেট তুলে নিয়েছেন তিনি। বছরজুড়ে তাঁর উইকেট সংখ্যা ৭১। অন্যদিকে এই সফরে যশস্বী করেছেন ৩৯১ রান। একটি সেঞ্চুরি ও দুটি সেঞ্চুরি রয়েছে তাঁর ঝুলিতে। চলতি বছরে তাঁর রান ১৪৭৮। এই বছরে জাদেজা ৪৮টি উইকেট তোলার পাশাপাশি ৫২৭ রান করেছেন।

ব্লাডমাউথকে হারিয়ে জয় দিয়ে গ্রুপ লীগ সূচনা এনএসআরসিসি-র

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয় দিয়ে লীগ সূচনা এনএসআরসিসি-র। টুর্নামেন্ট তিন দিন আগে শুরু হলেও নিজেদের প্রথম ম্যাচে এনএসআরসিসি শনিবার ১৪৭ রানের বড় ব্যবধানে ব্লাড মাউথকে পরাজিত করে জয় দিয়ে লীগ অভিযান শুরু করেছে। খেলা হচ্ছে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটের বি গ্রুপের। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে এনএস আরসিসি প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। নির্ধারিত ৫০ ওভারে পাঁচ উইকেট হারিয়ে ৩৪৯ রান সংগ্রহ করে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ব্লাডমাউথের ক্রিকেটাররা সাত উইকেট হারিয়ে ২০২ রান সংগ্রহ করতেই সীমিত ৫০ ওভার ফুরিয়ে যায়। বিজয়ী এনএসআরসিসি-র সায়ন্তন কর-এর দুর্দান্ত ১০৩ রান এবং যুবরাজ রাঠোরের ৯৮ রান বেশ উল্লেখযোগ্য। ব্লাডমাউথের নীরব দাস ৭৬ রান সংগ্রহ করে যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। সায়ন্তন ১০০ বল খেলে ১৬ টি বাউন্ডারি ও ২টি ওভার বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ১০৩ রান সংগ্রহ করে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পেয়েছে। যুবরাজ ৯৮ রান পায় ১০৯ বল খেলে ১৪ টি বাউন্ডারি সহযোগে। বোলিংয়ে ব্লাডমাউথের নীরব ৪৮ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল। এছাড়া, এনএসআরসিসি-র সায়ন্তন পাল দুটি এবং রাজদীপ দেব একটি উইকেট পেয়েছে পেয়েছিল।

রাজ্যভিত্তিক ভলিবল পশ্চিমের দল ঘোষণা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। রাজ্যভিত্তিক ভলিবল টুর্নামেন্টের সামনে রেখে শনিবার পুরুষ ও মহিলাদের পশ্চিম জেলার দল ঘোষণা করা হয়। ঘোষিত দলটি হল পুরুষ বিভাগে রাকেশ শীল, সায়ন সরকার, অভিক মন্ডল, জ্যোতি বসু, সাহিল ফুলিয়া, বিশাল দত্ত, সানু দাস, অনুপম দাস, শুভঙ্কর দেব ও রূপেশ দেবনাথ। দলে স্ট্যান্ডবাই হিসেবে রাখা হয়েছে তনয় দাস ও সৌরভ দে। প্রশিক্ষক সুভাষ ঋষি দাস। মহিলা বিভাগে জিল রুদ্র পাল, তনু সরকার, রূপালী ভৌমিক, বিউটি সরকার, তানিয়া সরকার, সাগরিকা দাস, ত্রিশা সাহা, অর্পিতা দাস, সঙ্গীতা পাল ও সায়ন্তিকা কর। স্ট্যান্ড বাই হিসেবে রয়েছে সুপ্রিয়া পাল। প্রশিক্ষক মনি দাস।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আয়োজিত ক্রস কান্ট্রিতে সেরা লক্ষ্মী ও তন্ময়

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। বিগত বছরের ন্যায় এবারও দেশের প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাজ্য সরকারের যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের উদ্যোগে আয়োজন করা হয় ক্রস কান্টি দৌড় প্রতিযোগিতা। আগরতলা উমাকান্ত একাডেমী প্রাঙ্গণ থেকে শুরু হওয়া পুরুষদের পাঁচ কিমি ও মহিলাদের তিন কিমি দৌড় প্রতিযোগিতায় রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অ্যাথলেটরা অংশগ্রহণ করে। ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়েই শনিবার সকালে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতামূলক এই কর্মসূচি। তাতে পুরুষ বিভাগে প্রথম তিন স্থানাধিকারীরা হলেন তন্ময় ভৌমিক, অনিমেষ দে ও মোবারক হোসেন। অপরদিকে মহিলাদের তিন কিমি দূরে প্রথম তিন স্থানাধিকারীরা হলেন লক্ষ্মী রানী ত্রিপুরা, অন্তরা ঘোষ ও অরিজিতা সাহা। প্রথম তিন স্থানাধিকারীদের পাশাপাশি দুই বিভাগেই প্রথম ১০ জনকে পুরস্কৃত করা হয়।

অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে তরুন সংঘকে হারিয়ে জয় অব্যাহত মডার্ন ক্রিকেট একাডেমির

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। টানা জয়। পর পর দুই ম্যাচে জয়। অর্থাৎ জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে এগোচ্ছে মডার্ন ক্রিকেট একাডেমী। দ্বিতীয় ম্যাচেও দুর্দান্ত জয় পেয়েছে, ৬ উইকেটের ব্যবধানে, তরুণ সংঘকে হারিয়ে। খেলা টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৫ এ গ্রুপের লীগ পর্যায়ের। নীপকো গ্রাউন্ডে কুয়াশাচ্ছন্ন সকালে ম্যাচ শুরু হতে প্রায় ৪৫ মিনিট অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৪৫ করা হয়। ম্যাচ শুরুতে টস জিতে তরুণ সংঘ প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৩২.৩ ওভার খেলে তরুণ সংঘ সবকটি উইকেট হারিয়ে ১২৬ রান সংগ্রহ করে। পাল্টা ব্যাট করতে নেমে মডার্ন ক্রিকেট একাডেমি ২৮.২ ব্যবহার খেলে চার উইকেট হারিয়েই জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। বিজয়ী দলের উজ্জ্বল দেব (৩.৩-০-৫-৩) দুর্দান্ত বোলিংয়ের সৌজন্যে প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাবও পায়। ব্যাটিংয়ে তরুণ সংঘের সায়ন্তন রায়ের সর্বাধিক ৩৩ রান, শতদীপ দেবনাথের ২২ রান এবং মডার্ন ক্রিকেট একাডেমির সৌম্যজিৎ চক্রবর্তীর ২৫ রান উল্লেখ করার মতো। বোলিংয়ে তরুণ সংঘের সায়ন্তন রায় ১২ রানে এবং মডার্ন ক্রিকেট একাডেমির প্রীতম সাহা ১৯ রানে দুটি করে উইকেট পেয়েছিল।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেন ফাইনালে সিনার

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের ফাইনালে ইয়ানিক সিনার। সেমিফাইনালে আমেরিকার বেন শেলটনকে তিনি হারালেন সরাসরি সেটে। ইটালির খেলোয়াড়ের পক্ষে ম্যাচের ফল ৭-৬ (৭-২), ৬-২, ৬-২। রবিবার ফাইনালে শীর্ষ বাছাই সিনারের প্রতিপক্ষ দ্বিতীয় বাছাই আলেকজান্ডার জেরেভ।

একটা সময় পুরুষদের টেনিসে আমেরিকার দাপট ছিল প্রশ্নাতীত। ২০০৩ সালের পর সেই দাপট আর নেই। সে বছর চারটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের দু’টি জেতেন আমেরিকার খেলোয়াড়েরা। অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জেতেন আন্দ্রে আগাসি। ইউএস ওপেন জেতেন অ্যান্ডি রডিক। তার পর টানা ৮৪টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম অধরা আমেরিকার খেলোয়াড়দের। এ বার কিছুটা আশা তৈরি করেছিলেন ২২ বছরের শেলটন। একাধিক অঘটন ঘটালেও সেমিফাইনালে প্রত্যাশাপূরণ করতে পারলেন না। এই ফলে সিনার-সমর্থকদের যেমন দারুণ উচ্ছ্বাসের কারণ নেই, তেমন শেলটন-সমর্থকদের হতাশার কিছু নেই। ফল প্রত্যাশিত। যদিও লড়াইহীন সেমিফাইনাল অপ্রত্যাশিত।

পুরুষদের সিঙ্গলসে শেলটন এখন তৃতীয় বাছাই। এটিপি ক্রমতালিকায় রয়েছেন ২০ নম্বরে। তিনি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতবেন, তেমন আশা ছিল না টেনিসপ্রেমীদের। পুরুষ সিঙ্গলসে আমেরিকার বাজি ছিলেন চতুর্থ বাছাই টেলর ফ্রিৎজ। তৃতীয় রাউন্ডে ফ্রিৎজ হেরে যাওয়ার পর আশা ছেড়ে দিয়েছিলেন আমেরিকার টেনিস প্রেমীরা। কিছুটা আশা ছিল টমি পলকে ঘিরে। দ্বাদশ বাছাই কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে যান জেরেভের কাছে। অন্য দিকে, শেলটন সেমিফাইনালে উঠে ২২ বছরের ট্রফি খরা কাটানোর আশা তৈরি করেছিলেন। আসলে প্রতিযোগিতার ২১তম বাছাইতে তেমন কঠিন প্রতিপক্ষের সামনে পড়তে হয়নি। ক্রীড়াসূচি ছিল তাঁর পক্ষে। তৃতীয় রাউন্ডে ১৬তম বাছাই লোরেনো মুসেত্তি ছাড়া কোনও বাছাই খেলোয়াড়কে সামতে হয়নি তাঁকে। বলা যায় কঠিন পরীক্ষা না দিয়েই সেমিফাইনালে পৌঁছে গিয়েছিলেন। সিনারকে হারানোর জন্য যা যথেষ্ট ছিল না। প্রায় এক পেশে ম্যাচ জিতলেন সিনার। শেলটন কিছুটা লড়াই করলেন শুধু প্রথম সেটে। টাইব্রেকার পর্যন্ত টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন সিনারকে। তবু শেষ রক্ষা করতে পারেননি। ২-৭ ব্যবধানে টাইব্রেকার হেরে ৬-৭ ফলে সেট খুইয়ে বসেন। এই টাইব্রেকার থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিজের ঝাঁকেটে নিয়ে নেন ইটালির তরুণ। পরের দু’টি সেট তিনি জিতে নেন ৬-২, ৬-২ ব্যবধানে। যা কোনও গ্র্যান্ড স্ল্যামের সেমিফাইনালের মানকে চিহ্নিত করতে পারে না।

রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ না হলে নির্বাসন! ভারতকে চরম হুঁশিয়ারি আন্তর্জাতিক কুস্তি সংস্থার

ফের আন্তর্জাতিক কুস্তি সংস্থার হুঁশিয়ারির মুখে ভারতীয় কুস্তি ফেডারেশন। কুস্তিতে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ না হলে ভারতকে নির্বাসিত করার হুমকিও দিয়ে রাখছেন আন্তর্জাতিক কুস্তি সংস্থা অর্থাৎ ডড্ঢ-র সভাপতি নেনাদ লালোভিচ।

২০২৩-র আগস্টে কুস্তির ইউনাইটেড ওয়ার্ল রেসলিং সাসপেন্ড করে দেশের কুস্তি ফেডারেশনকে। মূল কারণ ছিল, দীর্ঘদিন ধরেই ফেডারেশনে কোনও নির্বাচিত কমিটি ছিল না। দেশের কুস্তির দায়িত্ব ছিল ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার অ্যাড হক কমিটির হাতে। পরে বছরের শেষের দিকে নির্বাচনের পর ক্ষমতায় আসেন সঞ্জয় সিং। তাতেও সমস্যা মেটেনি। সেই কমিটিকে বাতিল করে ক্রীড়ামন্ত্রক। সেই নিয়েও দীর্ঘদিন অচলাবস্থা চলছে কুস্তি ফেডারেশনে। অলিম্পিকের আগেও একবার ডড্ঢ-র তরফ থেকে নির্বাসনের হুমকি এসেছিল।

এই পরিস্থিতিতে তাদের তরফ থেকে ভারতের কুস্তি ফেডারেশনের প্রধান সঞ্জয় সিংকে জানানো হয়েছে, “ডড্ঢ কোনওভাবেই কুস্তি ফেডারেশনে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ মেনে নেবে না। অলিম্পিকের নিয়ম অনুসারে প্রতিটি ফেডারেশনের স্বায়ত্তশাসন থাকবে এবং তাদের এই নিয়মগুলো দায়িত্ব-সহ মেনে চলতে হবে।” সেই সঙ্গে সাবধান করা হয়েছে, “যদি নিয়ম ঠিকভাবে না মানা হয়, তাহলে দীর্ঘদিনের জন্য আপনাদের ফেডারেশনকে নির্বাসিত করা হতে পারে।”

এমনিতেই গত কয়েক বছর ধরে নানা ডামাডোল চলছে কুস্তিমহলে।

একাধিকবার নির্বাসন নেমে এসেছে। যা নিয়ে ভারতীয় কুস্তি সংস্থার একটি সূত্র বলছে, “নির্বাসনের জন্য এমনিতেই জাতীয় ক্যাম্প আটকে রয়েছে। ক্রীড়ামন্ত্রক যদি নির্বাসন না তোলে এবং তার উপর যদি বিশ্ব কুস্তি সংস্থাও নির্বাসিত করে, তাহলে দেশের কুস্তিগিরদের বিরাট ক্ষতি হয়ে যাবে।”

জয়ে ফিরে খুশি ব্রুজো

চার ম্যাচ পর জয়ে ফিরল ইস্টবেঙ্গল। শেষ তিনটি ম্যাচেই তারা হেরেছিল। শুক্রবার তাই ঘরের মাঠে কেরালা ব্লাস্টার্সকে ২-১ গোলে হারিয়ে খুশি কোচ অস্কার ব্রুজো। তাঁর মতে এত দিন ভাল খেলেও হারতে হচ্ছিল। কোচ মনে করেন ফুটবলারদের লড়াকু মানসিকতা শুক্রবার জয় এনে দেয়।

মাঝমাঠের আধিপত্যকেই এই জয়ের মূল চাবিকাঠি বলে উল্লেখ করেন ব্রুজো। তিনি বলেন, “এই ম্যাচের অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল মাঝমাঠের নিয়ন্ত্রণ। খেলার বেশিরভাগ সময়ে আমরা এই জায়গায় নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি। এই নিয়ন্ত্রণই আমাদের বেশি সুযোগ তৈরি করতে সাহায্য করেছে। মহেশের দক্ষতায় মাঝমাঠকে আরও ভাল ভাবে কাজে লাগাতে পেরেছি। মহেশ সবচেয়ে বেশি সুযোগ তৈরি করেছে।”

কেরলের বিরুদ্ধে শুক্রবার ২০ মিনিটের মাথায় গোল করেন পিভি বিষ্ণু। ৭২ মিনিটে গোল করেন হিজাজি মাহের। শেষ মুহূর্তে কেরল একটি গোল শোধ করলেও ম্যাচ জিততে পারেনি। কোচ বলেন, “শেষ কয়েক সপ্তাহে আমরা অনেক ভুগেছি। আইএসএলের কিছু সেরা ক্লাবের বিপক্ষে ভাল লড়াই করেছি। কিন্তু পয়েন্ট পাইনি। তাই এই ম্যাচটা ছিল প্রতিরোধের পরীক্ষা। ছেলেদের লড়াকু মানসিকতা প্রশংসনীয়। দল মাঝমাঠ নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছে, এটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।”

জিতলেও ম্যাচের শুরুর দিকে তাঁর দল একটু নড়বড়ে ছিল বলে মনে করছেন ব্রুজো। তবে তা নিয়ে খুব চিন্তিত নন কোচ। তিনি বলেন, “হয়তো প্রথম ১০ মিনিট আমরা একটু নড়বড়ে ছিলাম। শেষ ১৫ মিনিটে কেরল তাদের সমস্ত শক্তি দিয়ে আক্রমণ করছিল। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে, আমি মনে করি ছেলেরা দুর্দান্ত খেলেছে। এই ম্যাচ জিতে সত্যিই স্বস্তি পেয়েছি।”

ম্যাচের নায়ক পিভি বিষ্ণুর প্রশংসা করেন লাল-হলুদ কোচ। ব্রুজো বলেন, “গত সপ্তাহে জাতীয় দলের কোচের সঙ্গে কথা হয়েছে। সিদ্ধান্ত তাঁর হাতে। তবে বিষ্ণু নিশ্চিত ভাবেই জাতীয় দলে ডাক পাওয়ার দাবিদার। ও শুধু আমাদের ক্লাবের নয়, পুরো আইএসএলে অন্যতম সেরা ফুটবলার। আমরা ওর পাশে থাকব।”

ইস্টবেঙ্গলের পরবর্তী ম্যাচ মুম্বই সিটির (৩১ জানুয়ারি) বিরুদ্ধে। শুক্রবার কেরলের বিরুদ্ধে জিতলেও লিগ তালিকায় উন্নতি হয়নি লাল-হলুদের। ১১ নম্বরেই রয়ে গিয়েছে তারা।

শঙ্কা বাড়ছে বুমরাহকে নিয়ে

আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। কিন্তু সেই টুর্নামেন্টে ভারতীয় পেসার জশপ্রীত বুমরাহর খেলার সম্ভাবনা ক্রমশই কমছে।

গত বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির শেষ টেস্ট চলাকালীন পিঠে চোট পেয়েছিলেন বুমরাহ। যে কারণে তিনি সিডনিতে সিরিজের শেষ টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিং করতে পারেননি। তাঁর পিঠের চোট ঠিক কতটা গুরুতর, সেটা এখনও বুঝে ওঠা যায়নি। আপাতত তাঁকে পাঁচ সপ্তাহ বিশ্রামে থাকতে বলা হয়েছে। তাঁকে ফিটনেসের শর্তসাপেক্ষে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলেও রাখা হয়েছে।

কিন্তু ভারতীয় ক্রিকেটের ওয়াকিবহালের একাংশের মনে হচ্ছে, বুমরাহর চোটকে যতটা সহজ-সরল মনে হচ্ছে, ততটা না-ও হতে পারে। তাঁর ‘স্ট্রেস ফ্র্যাকচার’-ও হয়ে থাকতে পারে। তাঁর পিঠে যে ফোলা ভাবটা ছিল, তা এখনও নাকি যায়নি। যা চিন্তায় ফেলে দিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটমহলকে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

বিশ্বের দরবারে রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে তুলে ধরতে সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে: পর্যটনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি: বিশ্বের দরবারে রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে তুলে ধরতে রাজ্য সরকার বহুমুখী পদক্ষেপ নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের সহযোগিতায় রাজ্যের পর্যটন কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। পর্যটন শিল্পের বিকাশে ভারতীয় ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক সৌরভ গাঙ্গুলীকে রাজ্য পর্যটনের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। আজ গীতাঞ্জলি ট্যুরিজম গেস্ট হাউস প্রাঙ্গণে জাতীয় পর্যটন দিবস-২০২৫ উদযাপন অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী একথা বলেন।

পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে এবং দ্য ইন্ডিয়ান বিল্ডিং কংগ্রেসের ত্রিপুরা শাখার সহযোগিতায় এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এবছর জাতীয় পর্যটন দিবসের মূল থিম হলো ''ট্যুরিজম ফর ইনক্লুসিভ গ্রোথ''।

অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে পর্যটন শিল্পের বিকাশে ধর্মীয় পর্যটন ও অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির, জম্পুইহিল, নীরমহল, ছবিমুড়া, ডম্বুর, ঊনকোটি পর্যটন কেন্দ্রকে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, গত ৫ বছরে দেশের ও বহিঃদেশের ২৬ লক্ষের উপর পর্যটক রাজ্যে এসেছেন। গত ৫ বছরে ৩১ কোটি টাকার উপর রাজস্ব আদায় হয়েছে। পর্যটন মন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পর্যটনকে বিকল্প কর্মসংস্থানের অন্যতম উৎস হিসেবে অভিহিত করেছেন। রাজ্যের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্রগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে যেসব উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা আগামী দু''বছরের মধ্যে সম্পন্ন হবে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার গোমতী জেলার বনদুয়ারে শক্তিপীঠ পার্কের জন্য ৯৭.৭ কোটি টাকা অনুমোদন দিয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের পর্যটনের প্রচার ও প্রসারে প্রকৌশলীদের যেমন গুরুত্ব রয়েছে তেমনি ট্যুর অপারেটরদেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।অনুষ্ঠানে আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ও বিধায়ক দীপক মজুমদার বলেন, রাজ্য সরকার দেশের ও বহিঃ বিশ্বের পর্যটকদের আকৃষ্ট করার জন্য পর্যটন কেন্দ্রগুলিকে সাজিয়ে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। রাজ্যে দিন দিন পর্যটকদের আগমন বৃদ্ধি পাচ্ছে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ইন্ডিয়ান বিল্ডিং কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি চিন্ময় দেবনাথ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন পর্যটন দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা। উপস্থিত ছিলেন পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা প্রশান্ত বাদল নেগী, উপঅধিকর্তা সুশীল কুমার রিয়াং সহ বিশিষ্ট জনেরা। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ইন্ডিয়ান বিল্ডিং কংগ্রেস ত্রিপুরা শাখার সভাপতি ইঞ্জিনীয়ার শ্যামলাল ভৌমিক। সভাপতিত্ব করেন নগর উন্নয়ন দপ্তরের প্রাক্তন অধিকর্তা রঞ্জিত মজুমদার।

জনপ্রতিনিধিদের মানুষের পাশে থেকে মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে: অর্থমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি: জনপ্রতিনিধিদের মানুষের পাশে থেকে মানুষের কল্যাণে কাজ করতে হবে। রাজ্যের প্রান্তিক জনপদের অন্তিম ব্যক্তিরা যাতে সরকারি প্রকল্প পরিষেবার সুযোগ পায় তা সুনিশ্চিত করার ক্ষেত্রে জনপ্রতিনিধিদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আজ বিলোনীয়ার শচীন দেববর্মণ অডিটোরিয়ামে বিলোনীয়া পুর পরিষদের ৩য় বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান উপলক্ষে এক নাগরিক সমাবেশে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় একথা বলেন।

অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় এদিন বিলোনীয়া মহকুমা হাসপাতালে ৫ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মাতৃত্ব ও শিশু বিভাগের নবনির্মিত পাকা ভবনের উদ্বোধন করেন। তাছাড়াও অর্থমন্ত্রী বিলোনীয়া দ্বাদশ শ্রেণী বালিকা বিদ্যালয়ের নতুন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। বিদ্যালয়ের নতুন ভবন নির্মাণে ব্যয় হবে ৮ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া, দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, বিলোনীয়া পুর পরিষদের চেয়ারম্যান নিখিল চন্দ্র গোপ, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ও সমাহর্তা স্মিতা মল, দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার অশোক সিনহা, স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডা. সঞ্জীব কুমার দেববর্মা, সমাজসেবী দীপায়ন চৌধুরী প্রমুখ। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিলোনীয়া পুর পরিষদের মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক দেবাশিস দাস।

অনুষ্ঠানে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় আরও বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকারের লক্ষ্য জনগণের সার্বিক উন্নয়ন। রাজ্যের সার্বিক বিকাশে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়নে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাছাড়াও মানুষের আর্থসামাজিক মান উন্নয়নে কৃষি ও কৃষি সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিতে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, রাজ্যের মানুষকে আত্মনির্ভর করে তুলতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প ও পরিষেবা সফলভাবে রূপায়িত হচ্ছে। মানুষ তার সুফলও পাচ্ছেন। স্বাস্থ্য পরিষেবায় কিডনি প্রতিস্থাপন সহ ক্যান্সারের উন্নত চিকিৎসা এখন রাজ্যেই হচ্ছে। গ্রামীণ এলাকায় মহিলাদের আত্মনির্ভর করে তুলতে ত্রিপুরা গ্রামীন জীবিকা মিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে। স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে রাজ্যের অনেক মহিলা লাখপতি দিদি হয়ে উঠছেন। অনুষ্ঠানে সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারত গঠনের উদ্যোগ নিয়েছেন। সেই লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার নেতৃত্বে রাজ্যেও বিকশিত ত্রিপুরা গঠনের কাজ চলছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয়জল, বিদ্যুৎ পরিষেবার সুযোগ প্রতিটি গ্রামের মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে।

আড়ালিয়া পঞ্চবটি বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, ১২ দোকান ভস্মিভূত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি : আড়ালিয়া পঞ্চবটি বাজারে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় বারটি দোকান সম্পূর্ণ ভস্মিভূত হয়েছে। শুক্রবার রাত ২:৩০ নাগাদ এই ঘটনা ঘটেছে। এই প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, চারটি গ্যাসের সিলিন্ডার বিস্ফোরণের ফলে আগুনের তীব্রতা বেড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হলেও প্রথমে একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। কিছুক্ষণ পর আরো দুটো ইঞ্জিন আসলেও ততক্ষণে অনেক ক্ষতি হয়ে গিয়েছিল। স্থানীয়দের মতে, দমকলের ইঞ্জিনগুলো সঠিক সময়ে আসলে এতটা ক্ষতি হতো না এবং অনেকগুলো দোকান পুড়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচানো যেতো।

প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে, এই অগ্নিকাণ্ডে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকার ক্ষতি হয়েছে। অগ্নিকাণ্ডের সূত্রপাত এখনও অস্পষ্ট রয়ে গেছে।এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে এসডিএম, ডিসিএম এবং তহসিলদারের সাথে আলোচনা হয়েছে। ব্যবসায়ীদের ক্ষয়ক্ষতির জন্য সরকারি সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

সীমান্তে তল্লাশি অভিযানে আরও একটির হদিশ, মিলল মোট ৪টি বাঙ্কার

নদিয়া, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.): শনিবার সীমান্ত অঞ্চলে তল্লাশি অভিযানে আরও একটি বাঙ্কারের খোঁজ মিলেছে। ফলে হদিশ মিলল চারটি বাঙ্কারের।

শুক্রবার থেকে শুরু হয়েছিল বিএসএফের বাঙ্কার অভিযান। একটি সূত্র মারফত ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর ৩২ নম্বর ব্যাটেলিয়নের কাছে খবর আসে রানাঘাট পুলিশ জেলার মাজদিয়া থানা এলাকার নাগাটা সীমান্ত এলাকায় প্রচুর পরিমাণে ফেনসিডিল মজুত করে রাখা আছে। তার পর কৃষ্ণগঞ্জের মাজদিয়া সুধারঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়ের কাছে একটি আমবাগানে যান টঙ্গী বর্ডার আউটপোস্টের কর্মীরা।

তল্লাশি অভিযানে যোগ দেয় পুলিশও। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চোরাই কাঠ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি : উত্তর ত্রিপুরা জেলার ধর্মনগরে বন দপ্তরের এক অভিযানে প্রায় ১০ লক্ষ টাকার চোরাই কাঠ উদ্ধার হয়েছে। শনিবার দুপুরে তারকপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পিয়ারিছড়া এলাকায় এই অভিযান চালানো হয়।

গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বন দপ্তরের কর্মীরা ফয়জুল হকের বাড়িতে অভিযান চালায়। সেখান থেকে প্রায় ৮০ সিএফটি কাঠ উদ্ধার করা হয়। অভিযানের সময় ফয়জুল হক পালিয়ে যায়।

ধর্মনগর এসডিএফও আশোক কুমারের নেতৃত্বে এই অভিযান পরিচালিত হয়। ফরেস্ট রেঞ্জার সুপ্রিয় দেবনাথ এবং কদমতলা ফরেস্ট বিটের ইনচার্জ অভিজিৎ দাসও এই অভিযানে অংশ নেন। এসডিএফও আশোক কুমার জানিয়েছেন, "অবৈধভাবে মজুদ রাখা চেরাই কাঠ উদ্ধারের পাশাপাশি আমরা তদন্ত জারি রেখেছি। দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

পদ্ম পুরস্কারের তালিকা প্রকাশ, ৭ জন পদ্মবিভূষণ ১৯ জন পদ্মভূষণ এবং ১১৩ জন পদ্মশ্রী পাচ্ছেন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি : প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক সন্ধ্যায় রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ১৩৭ জন পদ্ম পুরস্কার প্রাপকদের তালিকা প্রকাশ করেছেন। তাতে, ৭ জন পদ্মবিভূষণ এবং ১৯ জন পদ্মভূষণ পাচ্ছেন। তাছাড়া, ১১৩ জন পদ্মশ্রী পাচ্ছেন। তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে অতুলনীয় অবদানের জন্য এই পুরস্কার পাচ্ছেন।

তাঁর মধ্যে সারদা সিনহা পদ্মবিভূষণ, সুশীল মোদি পদ্মভূষণে পাচ্ছেন। তাছাড়া, রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু নিজ নিজ ক্ষেত্রে অতুলনীয় অবদানের জন্য ১৩৯ জনকে পদ্ম পুরস্কারে ভূষিত করবেন।

তাছাড়া, পদ্মবিভূষণে পুরস্কার প্রাপকদের তালিকায় রয়েছেন মেডিসিনের জন্য দুভভুর নাগেশ্বর রেড্ডি, পাবলিক অ্যাফেয়ার্সে বিচারপতি (অব.) জগদীশ সিং খেহর, কুমুদিনী রজনীকান্ত লাখিয়া, লক্ষ্মীনারায়ণ সুব্রামানিয়াম এবং সারদা সিনহা (মরণোত্তর) শিল্পকলায়, এম.টি. বাসুদেবন নায়ার (মরণোত্তর) এবং শিক্ষা বিভাগে এম.টি. সুজুকি (মরণোত্তর) বাণিজ্য ও শিল্পে।

এদিকে, পদ্ম ভূষণে প্রাপকদের তালিকায় রয়েছেন সাহিত্য ও শিক্ষা-সাংবাদিকতায় এ সূর্য্যপ্রকাশ ও রামবাহাদুর রায়, সাহিত্য ও শিক্ষায় বিবেক দেবরয় (মরণোত্তর), অনন্ত নাগ, যতীন গোস্বামী, নন্দমুরি বালকৃষ্ণ, পঙ্কজ উধাস (মরণোত্তর), এস কুমারকে পদ্মভূষণ দেওয়া হয়েছে। শেখর কাপুর এবং শোবনা চন্দ্রকুমার ইন কলা।

এছাড়াও, পদ্মভূষণ পাচ্ছেন মেডিসিমপ হোসে চাকো পেরিয়াপ্পুরমকে, প্রত্নতত্ত্বে কৈলাশ নাথ দীক্ষিত, পাবলিক অ্যাফেয়ার্সে মনোহর যোশী (মরণোত্তর), বাণিজ্য ও শিল্পে নল্লি কুপ্পুস্বামী চেট্টি এবং পঙ্কজ প্যাটেল, খেলাধুলায় পি আর শ্রীজেশ, সামাজিক কাজে সাধবিতা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এবং সামাজিক প্রকৌশলে বিনোদ ধাম।

প্রসঙ্গত, পদ্ম পুরস্কার তিনটি বিভাগে প্রদান করা হয়। সেগুলো হল পদ্মবিভূষণ, পদ্মভূষণ এবং পদ্মশ্রী। পুরস্কারগুলি বিভিন্ন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দূরপাল্লার বাস চালকের সাথে ঝামেলা বিশালগড়বাসীর বিধায়কের হস্তক্ষেপে সমস্যা সমাধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি : বাসের কনটাক্টরের হাতে নিগৃহীত হয়েছে ছাত্র ছাত্রীরা। তাছাড়া, নাগেরজলা বাসস্ট্যান্ডে বাসে বিশালগড়ের ছাত্রদের উপর আক্রমণ করেছে বাসচালক এমনটাই অভিযোগ উঠেছে। পরবর্তী সময়ে আগরতলা-উদয়পুরগামী যাত্রীবাহী বাস আটক করা হয় বিশালগড়ে। পরে চালক, মালিক সবার সাথে বৈঠক করেন বিধায়ক সুশান্ত দেব।বিশালগড়ের মানুষের আসা-যাওয়া করতে যাতে অসুবিধা না হয় তা নিশ্চিত করার চেষ্টা চলছে বিধায়ক।

প্রসঙ্গত, প্রতিনিয়ত ইকফাই ইউনিভার্সিটি ছাত্রদের উপর আক্রমণ, বিশালগড়ে আপামোর যাত্রীদের সাথে দুর্ব্যবহার, গাড়িতে থাকা প্রতিবন্ধী সিটে প্রতিবন্ধীদের না বসানো সহ একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে শনিবার দুপুরে আগরতলা উদয়পুর যাত্রীবাহী বাস আটক করে বিশালগড়ে শুভবুদ্ধি জনগণ সহ বাসের কনটাক্টরের হাতে নিগৃহীত হয়েছে ছাত্র-ছাত্রীরা। এমনটাই অভিযোগ উঠেছে টিআর০৩১৩৮১ নম্বরের দূরপাল্লা বাসের কন্টাকটারের বিরুদ্ধে। এদিকে, ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে গিয়েছপ বিধায়ক সুশান্ত দেব সহ বিশালগড় থানার পুলিশ। বর্তমানে কন্টাকটার ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, বিশালগড়ের যাত্রী দেখাই মাত্রই আগরতলা নাগেরজলায় উদয়পুর শান্তিরবাজার, সোনামুড়া মেলাঘর ইত্যাদি দূরপাল্লার বাসের কন্টাকটার সহ চালকরা বাসে তাদের তুলতে বিভিন্নভাবে বারণ করেন। বিশালগড় যাত্রীদের সাথে দুর্ব্যবহার নাগেরজলা থেকে বিশালগড়ে যাত্রীদের নিয়ে আসতে বিভিন্ন রকম তালবাহানা করার বিভিন্ন অভিযোগে বিগত এক বছর পূর্বে বিশালগড়ের বিধায়ক সুশান্ত দেবের নেতৃত্বে মন্ডল কার্যালয় ঐ সমস্ত দূরপাল্লার সমস্ত বাসের মালিক, সংগঠনের নেতৃত্বদের নিয়ে আলোচনাক্রমে ঠিক হয়েছিল যাত্রীদের সাথে আর এরকম হবে না। কিন্তু দেখা যাচ্ছে বেশ কিছুদিন যাবত বিশালগড়ের স্কুল কলেজ ছাত্র-ছাত্রী, প্রতিবন্ধী সহ সকল যাত্রীদের সাথে দুর্ব্যবহার করেন।দুর্ব্যহারের মাত্রটা এমনটাই বেড়ে যায় শুক্রবার বিশালগড়ে ইকফা ইউনিভার্সিটি থার্ড ইয়ারের ছাত্র অর্ণব রায়, ছাত্রী তনুশ্রী সাহা সহ বিশালগরে বিভিন্ন যাত্রীদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন। বাধ্য হয়ে বিশালগড়ে ছাত্রছাত্রীরা পাশাপাশি বিশালগড়ের জনগণ, ছাত্রদের উপর আক্রমণ করার অভিযোগে টিআর০৩১৩৮১ নাম্বারে সম্পর্ক নামে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার মন্ডলের উদ্যোগে সংবিধান গৌরব অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি : 'আমাদের সংবিধান আমাদের আত্মসম্মান' এই স্লোগানের ভিত্তিতে সংবিধান গৌরব অভিযান পালিত হচ্ছে। আজ এই অভিযানের শেষ দিন উপলক্ষ্যে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকার মন্ডলের উদ্যোগে মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। এই মিছিলগুলোতে অংশ নিয়েছেন মন্ডল সভাপতি সহ অন্যান্য নেতৃত্ব এবং দলীয় কর্মীবৃন্দ।

সংবিধান গৌরব দিবসকে সামনে রেখে ৮ নং টাউন বদদোয়ালী মন্ডলের পক্ষ থেকে সংবিধান গৌরব অভিযানের আয়োজন করা হয়েছে। আগরতলার রবীন্দ্রভবন এলাকা থেকে মিছিল শুরু হয়ে আগরতলা শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমণ করেছে। মিছিলের নেতৃত্ব দেন মন্ডল সভাপতি শ্যামল কুমার দেব।

মন্ডল সভাপতি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, কংগ্রেস এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলি কখনও আম্বেদকরকে সম্মান জানায় নি, উল্টো শাসক দলের বিরুদ্ধে তাঁকে অবমাননা করার অভিযোগ লাগানোর চেষ্টা করেছে।তিনি আরো বলেন, আজ সংবিধান গৌরব অভিযানের শেষ দিনে এই মিছিলের আয়োজন করা হয়েছে। মূলত সংবিধান এবং সংবিধান প্রণেতাকে সম্মান জানাতে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।এদিকে, ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশ ৬ আগরতলা মন্ডল এর উদ্যোগে সংবিধান গৌরব অভিযান উপলক্ষ্যে একটি বিশাল র‍্যালির আয়োজন করা হয়। এই র‍্যালি ইন্দ্রনগর থেকে শুরু করে শহরের বিভিন্ন এলাকায় পরিক্রমা করে। এদিনের আয়োজিত র‍্যালিতে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সহ-সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত , ৬ আগরতলা মন্ডল সভাপতি সহ বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তিরা।

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে ধর্মনগরে পিস্তল উদ্ধার, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ জানুয়ারি: গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল গভীর রাতে ধর্মনগর স্টেশন রোডে অবস্থিত নর্থ কন্টিনেন্টাল হোটেলে অভিযান চালিয়ে অত্যাধুনিক ০.৩২ এমএম পিস্তল উদ্ধার করা হয়েছে। সাথে বহি:রাজ্যর দুই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধর্মনগর থানায় তাদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা গিয়েছে, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ধর্মনগর থানায় খবর আসে ধর্মনগর স্টেশন রোডে অবস্থিত নর্থ কন্টিনেন্টাল হোটেলে দুই যুবকের কাছে অত্যাধুনিক পিস্তল রয়েছে। সেই খবরের ভিত্তিতে পুলিশ গতকাল গভীর রাতে অভিযান চালিয়েছে। অভিযানে বিহারের সমস্তিপুরের দুই যুবক নিরাজ কুমার ও ইন্দল কুমার গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের কাছ থেকে অত্যাধুনিক ০.৩২ এমএম পিস্তল উদ্ধার হয়েছে। ধর্মনগর থানায় তাদের বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। মামলাটি রেকর্ড করা হয়েছে অস্ত্র আইনের ইউ/এস-২৫/২৭ ধারা এবং বিএনএসের ১১১(১) ধারার আওতায়। ওই ঘটনায় উত্তর জেলার ধর্মনগর এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে এমন একটি ঘটনা রাজ্যে নিরাপত্তা ব্যবস্থার দিকে বড় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে।

বেআইনি মদের দোকানে হানা পুলিশের, গ্রেফতার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি: প্রজাতন্ত্র দিবসকে সামনে রেখে আগরতলা শহরে বিভিন্ন বাজারে পশ্চিম জেলা পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে অভিযান চালানো হয়েছে। প্রথমে বটতলা বাজারে অবৈধ মদের দোকান গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।পাশাপাশি একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার ডক্টর কিরণ কুমার কে জানান, প্রজাতন্ত্র দিবসে নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর জোরদার করা হয়েছে। পুলিশ নাকা চেকিং সহ কোন ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে সেদিকে পুলিশের ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে বলে জানান। এদিন তিনি আরও বলেন, আজ বটতলা বাজারে অবৈধ মদের দোকানে অভিযান চালানো হয়েছে। অভিযানে প্রায় ৭০ লিটার মদ উদ্ধার করা হয়েছে। সাথে একজনকে আটক করা হয়েছে। পাশাপাশি, শহরের আরও বিভিন্ন বাজারে অভিযান চালানো হয়েছে। আজ সারারাত শহরে পুলিশের টহলদারী থাকবে বলে জানান তিনি।

রুটিন তল্লাশিতে উদ্ধার ১৪ কেজি গাঁজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২৫ জানুয়ারি : আরপিএফ-এর রুটিন তল্লাশিতে ধর্মনগর রেলস্টেশন থেকে ১৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়েছে। কিন্তু কোনো পাচারকারীকে আটক করতে পারেনি আরপিএফ।

প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে রুটিন তল্লাশি চালায় ধর্মনগর আরপিএফ। শনিবার দুপুর আনুমানিক বারোটা নাগাদ ধর্মনগর রেল স্টেশনে এই তল্লাশি চালানোর সময় চারটি সন্দেহজনক কার্টুন দেখতে পান আরপিএফ সদস্যরা।

কার্টুনগুলিতে তল্লাশি চালানোর পর প্রথমে এগুলিতে গুড়ের প্যাকেট দেখা যায়। তবে প্যাকেট সরাতেই বেরিয়ে আসে গাঁজার প্যাকেট। গাঁজাগুলি চকোলেট আকৃতির প্যাকেটের মধ্যে সুন্দরভাবে মোড়ানো ছিল। মোট ১৪ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয় এই চারটি কার্টুন থেকে। তবে দুঃখজনকভাবে কোনো পাচারকারীকে আটক ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশে অবৈধ বাঁধ নির্মাণ নিয়ে সরব কংগ্রেস বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি: অবৈধভাবে বাঁধ নির্মাণ করে ভারত তথা ত্রিপুরার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ। এর বিরুদ্ধে ভারত সরকারের কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। আজ কৈলাসহরে কংগ্রেসের লংমার্চে একথা বলেন বিধায়ক বীরজিৎ সিনহা। সাথে তিনি যোগ করেন, কিছু দিন আগে বাংলাদেশী নাগরিকরা বিএসএফের হাত থেকে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার সাহস করেছিলেন। তাই তিনি প্রধানমন্ত্রী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট এই বিষয়ে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

প্রসঙ্গত, কৈলাসহরের মনু নদীর বাঁধ সংস্কারের দাবিতে কৈলাসহর --- ধর্মনগরের প্রধান সড়ক এয়ারপোর্ট সংলগ্ন এলাকায় সকাল দশটা থেকে রাস্তা অবরোধে সামিল হয়েছেন জেলা কংগ্রেসের সদস্যরা। অবরোধের জেরে রাস্তার দুপাশে শত শত যানবাহন আটকে পড়ে। প্রশাসনের হস্তক্ষেপের ফলে দু ঘন্টা পর অবরোধ প্রত্যাহার করা হয়। কিন্তু অতিসত্বর সমস্যা সমাধান করা না হলে আগামী দিনে বৃহত্তর আন্দোলন সংগঠিত করার হুমকি দিয়ে প্রত্যাহার তুলে নিয়েছেন বিধায়ক বিরোধীরা।

বাংলাদেশ অবৈধভাবে সীমান্ত এলাকায় বাধ নির্মাণের ফলে আগামী বর্ষা মরশুমে কৈলাসহর প্লাবিত হবে, এই আতঙ্কে এবং প্রশাসনের কাজের গাফিলতির ফলে অবরোধ বলে জানান বিধায়ক। প্রশাসনের হস্তক্ষেপের ফলে দু ঘন্টা পর অবরোধ প্রত্যাহার।

প্রসঙ্গত, বাংলাদেশ অবৈধভাবে সীমান্ত এলাকায় বাঁধ নির্মাণের ফলে আগামী বর্ষা মরশুমে কৈলাসহর প্লাবিত হবে, এই আতঙ্কে এবং প্রশাসনের কাজের গাফিলতির ফলে আজ এই রাস্তা অবরোধ। এই বিষয়ে বিধানসভায় আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দপ্তরের নজরে নেওয়া হয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর মাধ্যমে। বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হয়ে যাওয়ার পরও রাস্তা সংস্কারের কোন উদ্যোগ না দেওয়ার ফলে আজ রাস্তা অবরোধ করলেন বিধায়ক বিরজিৎ সিনহা।

এদিন বিরজিৎ সিনহা বলেন, এই বাঁধ দীর্ঘদিন সংস্কার না করার ফলে গত ১৮ বন্যায় কৈলাসহরের হাজার হাজার মানুষ যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তা আজও পূরণ করা সম্ভব হয়নি অনেকের বর্তমানে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। কৈলাসহরের বিধায়ক নেতৃত্বে গতকাল এক প্রতিনিধি জলাই , ছণথৈল জারুলতলী, কাপরাঙ্গা, দুর্গাপুর, গোবিন্দপুর সহ অনেক এলাকা পরিদর্শন করে বিষয়টি প্রশাসনে নজরে নেওয়ার উদ্দেশ্যে আজ এই অবরোধ আন্দোলন সংঘটিত করলেন। যদি যুদ্ধকালীন ক্ষমতায় বাঁধ মেরামত না হয় তাহলে কৈলাসের অবস্থা ভয়াবহ হবে বলে জানান তিনি। কারণ এদিকে বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় মনু নদীর বাঁধ আগে থেকে ১২ থেকে ১৪ ফুট উঁচু করে করা হয়েছে। গত বছর কৈলাসহর ও সীমান্ত এলাকায় জল বাড়লে কৈলাসহর ভয়াবহ বিপদের সম্মুখী হত। তাই আজ কংগ্রেসের তরফ থেকে রাস্তা অবরোধে সামিল হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas